152. c. 887. 5.

THE

LITTLE CAPTIVE KING.

A

HISTORICAL EPISODE

OF THE

FRENCH REVOLUTION.

BY

MADHAV CHANDRA TARKASIDDHANTA.

PROFESSOR OF SANSKRIT, BERHAMPORE COLLEGE,

LATE DEPUTY INSPECTOR OF SCHOOLS,

HOWRAH.

কারাস্থ বালরাজ।

ফ্রান্সের রাজবিদ্রোহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ।

বহরমপুর কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক,

হাবড়া জেলার স্কুলসমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর,

শ্রীমাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত।

কলিকাতা

১১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, মোহন যন্ত্রে,

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৯৪ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এই কাবাস্থ বালবাজ গ্রন্থখানি ১৮৪৭ সালের ২০
আইন অনুসারে রেজেষ্টরী করা হইল।

শ্রীমাধব চন্দ্র শর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

"কারাস্থ বালরাজ" চেম্বর্স মিস্‌লেনির (*Chambers' Miscellany*) অন্তর্গত "লিট্‌ল্ ক্যাপ্‌টিভ্ কিং" (*Little Captive King*) নামক প্রবন্ধের অনুবাদ। বহুকাল পূর্ব্বে "বালী শুভকরী পত্রিকা" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকা বালী হইতে প্রচারিত হইত। সুযোগ্য বন্ধু উত্তরপাড়া গবর্ণমেন্ট ইঙ্গরেজী স্কুলের তৎকালীন সেকণ্ড মাষ্টার অধুনাতন সবর্ডিনেট্ জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় ও আমি এই দুই জনে ঐ পত্রিকার অধিকাংশ লিখিতাম। "কারাস্থ রাজকুমার" নামে যে প্রবন্ধটী ক্রমশঃপ্রকাশ্য রূপে ঐ পত্রিকায় প্রচারিত হইয়াছিল, "কারাস্থ বালরাজ" তাহারই নামান্তর মাত্র। দ্বারকানাথ বাবু কারাস্থ বালরাজের কঙ্কাল যোজনা করিয়া মাংস, ত্বক্ ও অঙ্গসৌষ্ঠব নির্ম্মাণের ভার আমার প্রতি অর্পণ করেন, আমিও তদ্বিষয়ে বহু যত্ন ও পরিশ্রম করি। পূর্ব্বে "কারাস্থ রাজকুমার" এই নামে প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু এখন বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, "কারাস্থ বালরাজ" এই নামটীই যথাযথ। ষোড়শ লুইর বধের পর তাঁহার

বালক পুত্র (গ্রন্থের বাল নায়ক) লুই ডফিন্ ফ্রান্স ভিন্ন সমুদয় ইউরোপে সপ্তদশ লুই নামে অভিহিত ও ফ্রান্সের রাজা বলিয়া পরিগণিত হন, অতএব তাঁহাকে রাজকুমার না বলিয়া বালরাজ বলাই উপযুক্ত।

পুস্তক খানি লিটল্ ক্যাপ্‌টিভ্ কিং *(Little Captive King)* নামক প্রবন্ধের অবিকল অনুবাদ নহে। এতদ্দেশীয় লোকের রুচিভঙ্গের আশঙ্কায় কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত এবং সরসতা ও সুস্পষ্টতা সম্পাদনের নিমিত্ত কোন কোন অংশ স্বরচিত ও গ্রন্থান্তর হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইতিহাসের অঙ্গভঙ্গ করা হয় নাই, প্রমাণভূত ইতিহাস অবিক্ষত ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে। "কারাস্থ বালরাজ" এক খানি করুণরসপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ; ইহা কপোলকল্পিত কথা বা আখ্যায়িকা নহে, ঘটনা গুলির যাথার্থ্য বিষয়ে ইতিহাস সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে।

শিক্ষাদানে ষোড়শ লুইর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত, এ কথায় তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরাও বিসম্বাদী নন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মেরি আণ্টইনেট্ ও ঐ বিষয়ে পতির অননুরূপ ছিলেন না। তাঁহারা দুই জনে আপনাদের সন্তানটীকে যেরূপ উদার

শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং সেই শিক্ষাবলে বালকটী যেরূপ অসাধারণ গুণের আধার হইয়াছিল, পাঠ করিয়া দেখিলে বিশেষ উপকার লাভ হইতে পারিবে এবং পুত্রকন্যাদিগকে পিতামাতার স্বয়ং শিক্ষাদান কিরূপ ফলোপধায়ক ও কতই আনন্দজনক, এতদ্দেশীয় জনক জননীগণ তাহাও বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ বিদ্রোহ সময়ে ফ্রান্সরাজ ষোড়শ লুই, রাজমহিষী মেরি আণ্টইনেট্ ও তাঁহাদের বালক পুত্র লুই ডফিন্ প্রভৃতির প্রতি তত্রত্য বিদ্রোহান্ধ ব্যক্তিগণের হৃদয়-বিদারণ ক্রূরাচরণ অনুভব করিলে সহৃদয় ব্যক্তিগণের হৃদয়কন্দর করুণরসে উচ্ছলিত ও নয়ন যুগল হইতে অনিবার্য্যবেগে বাষ্পবারি প্রবাহিত হইতে থাকিবে, আর তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, নিকৃষ্টবৃত্তি অতি-ভূমিগত হইলে কি ধর্ম্মাধর্ম্ম, কি কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুতেই মানুষের দৃষ্টি থাকে না, তখন যতই কেন নিষ্ঠুর ও নৃশংস আচরণ করিতে হউক না, কিছুতেই তাঁহারা পরাঙ্মুখ নন।

উপরিলিখিত রূপ উপকারিতা লাভের সম্ভাবনায় পুস্তকাকারে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে বহু দিন হইতে ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারি নাই : বহু কাল পূর্ব্বে শুভকরীতে উহা

প্রচারিত হয় এবং পত্রিকার সমুদয় খণ্ডের সংরক্ষণে যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়াও সমুদয় পত্রিকা খণ্ড সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। পরিশেষে বিশেষ অনুসন্ধানে প্রায় সমুদয় সংগৃহীত হইল, কেবল প্রথম ও দশম অধ্যায় পাওয়া গেল না। ঐ দুই অধ্যায়ের অনুবাদ পরে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দুই অধ্যায়ের অনুবাদ বিষয়ে উত্তরপাড়া কালেজের প্রিন্সিপাল্ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ও কলিকাতা মেট্রপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্যতম প্রোফেসর্ শ্রীযুক্ত বাবু সারদারঞ্জন রায়, এম্, এ, মহাশয় আমার বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন। আমি ঐ বিচক্ষণ বন্ধুদ্বয়ের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞ রহিয়াছি। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, শুভকরী পত্রিকায় যখন ক্রমশঃপ্রকাশ্য রূপে প্রবন্ধটী প্রচারিত হয়, তখন যেরূপ ছিল, বিস্তর সংস্করণ বিহিত হওয়াতে এখন উহা নূতন কলেবর গ্রহণ করিয়াছে বলিলেও বলা যায়।

ফ্রান্সের রাজবিদ্রোহই গ্রন্থের অবতারণার মূল, বিদ্রোহের কারণ জানিলে গ্রন্থ সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারিবে বিবেচনা করিয়া "ফ্রান্সে রাজবিদ্রোহের কারণ" সংক্ষেপে উপক্রমণিকা রূপে লিখিত হইল।

ঐ উপক্রমণিকা ভাগ পূর্ব্বে বিরচিত বা শুভকরী পত্রিকায় প্রচারিত হয় নাই; উহা সংপ্রতি সঙ্কলিত। উহা পাঠ করিলে রাজনীতি বিষয়ক বিস্তর উপদেশ লাভ হইতে পারিবে। সপ্তম অধ্যায়েব অন্তর্গত "মানব জাতির সমানতা" ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত 'ভয়ের শাসন' এই দুইটী বিষয়ের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা পুস্তকের নিম্নভাগে টীকাকারে নূতন সংযোজিত হইয়াছে, ঐ দুইটী টীকা শুভকবীতে ছিল না।

দ্বাবকানাথ বাবু "কারাস্থ বালরাজ" পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচাবিত করিতে এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকেই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী হইতে অনুমতি করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই অত্যুদাব গুণে আবদ্ধ ও যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে প্রকাশ কবিতেছি, মেট্রপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেড্ পণ্ডিত সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষাল এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

বালী
১২৯৪ সাল। ১৫ই চৈত্র।

শ্রীমাধব চন্দ্র শর্ম্মা।

উপক্রমণিকা।

ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের কারণ।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দের ২৫শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড চেষ্টারফিল্ড ফ্রান্স হইতে এক খানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "কোন দেশে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবার অথবা রাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিবার প্রাক্কালে যে সকল লক্ষণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত লক্ষণ গুলিই এক্ষণে ফ্রান্স দেশে উদ্ভূত ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে"। অতএব ফ্রান্সে রাজবিদ্রোহ ঘটিবার ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে তিনি ঐ লোমহর্ষণ ভয়ানক ব্যাপারের ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করিয়া যান বলিতে হইবে। ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে ফ্রান্সের জাতীয় শরীর ক্ষত গলিত ও অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। রাজসিংহাসন হইতে সামান্য পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্ব স্থলেই ও সর্ব্ব প্রকার সামাজিক পদস্থ লোকের মধ্যেই দৃঢ়বদ্ধমূল ভ্রষ্টাচারের স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের অনধিক পূর্ব্বে বা পরে এক জন

ইংরাজ ভ্রমণকারী পরিদর্শনার্থ ফ্রান্সে গমন করেন; ঐ সময়ে ফ্রান্সের কৃষিজীবীগণ যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তিনি তাহার এক বিশেষ বিবরণ লিখিয়া যান। বন্য বরাহের ও মৃগের যূথ যদৃচ্ছাক্রমে শস্যক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কৃষকদিগের বহু পরিশ্রমের ফল নষ্ট করিয়া দেয়; এই অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায়ই নাই; যেহেতু ফিউডেল (১) (Feudal)

---

(১) পূর্ব্বে ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ফিউডেল সিষ্টেম (Feudal System) নামে এক প্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ প্রথা অনুসারে রাজাই ভূমির একমাত্র অধিস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। রাজা তাঁহার অধীন আমীর ওমরাহ-গণকে, তাঁহারা আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ওমরাহগণের মধ্যে ভূমি বিভাগ করিয়া দিতেন। এইরূপে নিম্নতাক্রমে ভূমি কৃষকদিগের মধ্যে বিলি হইত। এই সকল ভূমির জন্য সকলেই আংশিক কর প্রদান করিত এবং অবশিষ্ট করের পরিবর্ত্তে যুদ্ধকালে স্ব স্ব ভূস্বামীর সাহায্য করিত। অর্থাৎ যাহার ভূমির ২৲ টাকা কর, সে ১৲ টাকা অথবা ৮০ দিত; অবশিষ্ট ১৲ অথবা ১।০ র পরিবর্ত্তে যুদ্ধ কালে ভূস্বামীর অধীনে যুদ্ধ অথবা অন্য কোন রূপে সাহায্য করিত। যুদ্ধ অথবা অন্য কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার অধীন ওমরাহগণকে সংবাদ দিতেন, তাঁহারা আবার তাঁহাদের অধীন ভূস্বামীগণকে, তাঁহারা আবার অধীন প্রজাগণকে আসিতে

প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ সকল জন্তু বধ করিলে তাহাদিগকে জালি (Galley) বোটে (২) বন্ধনদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই জঘন্য নিয়ম প্রচলিত থাকাতে ফ্রান্সের চাবিটী মাত্র প্রদেশে এক বৎসরে ৭৭০০০ টাকার শস্য নষ্ট হইয়া যায়, অনুমিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বহুবিধ প্রজাপীড়ন আইনেরও অভাব ছিল না। পাছে শিকারের জন্তুদিগের আস্বাদ-গ্রহণে ব্যতিক্রম ঘটে, এই নিমিত্ত শস্যক্ষেত্রে কয়েক প্রকার সার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। পাছে পারট্রিজ্ পক্ষীগণের বিচরণের ব্যাঘাত জন্মে, সে জন্য ক্ষেত্রের তৃণচ্ছেদন ও ভূমিখনন ইত্যাদি কার্য্য, অন্যতম

আদেশ করিতেন; এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইত। এইরূপ ভূস্বামীগণকে ফিউডেল প্রভু বলিত। মৃগ, বন্যবরাহ ও অন্যান্য বন্য পশু ঐ ফিউডেল প্রথা অনুসারে সাধারণের বধ্য ছিল না, উহা রাজা ও ফিউডেল প্রভুগণের মৃগয়াতৃষ্ণা নিবারণের জন্য রক্ষিত হইত।

(২) জালি (Galley) নৌকা অথবা ক্ষুদ্র জাহাজ বিশেষ, পূর্ব্বে ইউরোপে লোকে কোন গুরুতর অপরাধ করিলে কারাবাসের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ঐ সকল নৌকায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইত এবং তাহাদিগকে ঐ সকল নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতে হইত।

একটী আইন দ্বারা নিবারিত হয়। কেবল রাজা ও আমীর ওমরাহগণের স্বার্থসাধনের পোষক আর একটী আইনও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইঃ— বৎসরের একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কেহই গবাদি পশুর ভক্ষ্য তৃণ কাটিতে পারিবে না। এই সকল রাজনীতিবিরুদ্ধ অন্যায্য ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে অনেক বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড অকৃষ্ট ও পতিত থাকিত। সাধারণ পথ প্রস্তুত করণের ব্যয়ভার জনসাধারণের উপর না ফেলিয়া প্রদেশ বিশেষের লোক বিশেষের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। এক বার এইরূপে লোরেণের একটী উপত্যকা পূরণ করিয়া তিন শতেরও অধিক কৃষক সর্ব্বস্বান্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষকেরা এইরূপ গুরুভারে আক্রান্ত হওয়াতে কৃষি-কার্য্যের ক্ষীণতা, সুতরাং সময়ে সময়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রবলতা ঘটিয়া উঠিতে থাকে। ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে লবণের অতি গুরুতর শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল। এই ঘৃণার্হ শুল্কের নাম গেবেল। ইহা যে কেবল লৌকিক বিবাদের প্রবল কারণ ছিল এমন নহে, উহা ইতর সাধারণের নীতিভ্রংশেরও বিশিষ্ট কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে কৌশলক্রমে জীবন রক্ষার এরূপ উপযোগী দ্রব্যের শুল্কদান এড়াইবার জন্য নানা

অসদুপায় অবলম্বন করিত এবং সেই হেতু স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকায় প্রায় ৩৪০০ লোক প্রতিবৎসর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইত। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ট্যাক্স নির্দ্ধারিত ছিল এবং পণ্য দ্রব্যের শুল্ক ও ওজনপরিমাণও একরূপ ছিল না, এমন কি কতকগুলি প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যের পরস্পর বিনিময়ও একান্ত নিষিদ্ধ। রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপ্রণালী বহুদোষসঙ্কুল ও অঙ্গহীন ছিল এবং বিচারকার্য্য নির্ব্বাহে অনেকানেক ভয়ানক অত্যাচারও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত। ফৌজদারী আদালত সমূহে অপরাধীগণের প্রতি শারীরিক দণ্ড বিধান প্রচলিত ছিল, পঞ্চদশ লুইএর রাজত্বকালে ডেমিএন্ নামে এক জন অর্দ্ধউন্মত্ত ব্যক্তি রাজাকে বধ করিবার চেষ্টা করে, ঐ হতভাগ্যের প্রতি নৃশংসতার যেরূপ পারিপাট্য দেখান হয়, তাহাতে ইউরোপবাসীগণের দয়াগুণ, তাঁহাদের বিষম বিসদৃশ অত্যাচারের অবমাননায় নিতান্ত হতগৌরব হইয়া পড়ে। ঐ হতভাগ্যের শরীর উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করাইয়া তাহাতে গলিত সীস নিস্রব ঢালিয়া দেওয়া হয়, পরে উহাকে চারিটী মত্ত অশ্বের মুখসন্নিধানে নিক্ষেপ করিলে অশ্বেরা ভীষণ দংশনে তাহার সর্ব্বশরীর ছিঁড়িয়া ফেলে!!! লেটার্স ডি কেচেট্ (Letters de cachet) নামে এক

পরওয়ানা বাহির করিবার ক্ষমতাও রাজার হস্তে সমর্পিত ছিল। উৎপাড়নের এই ভয়ানক ব্যবস্থাবলে কিছুমাত্র সাক্ষ্যগ্রহণ অথবা বিচার না করিয়াই রাজা যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ব্ল্যাক্‌ষ্টোন্ বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ পঞ্চদশ লুইএর রাজত্ব সময়ে ঐ রূপ ১৫০০০ পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট অকর্ম্মণ্য রাজপ্রসাদবিত্তগণ প্রার্থনা করিলেই রাজা অকাতরে তাহাদিগকে ঐ পরওয়ানা দিতেন এবং বৈরনির্যাতনেচ্ছু লোকেরা নিজ নিজ দুরভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিলেই ঐ রূপ পরওয়ানা পাইতে পারিত বলিয়া উহা রাজস্ব-আগমের একটী দ্বার হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে ভূরি পরিমাণে ও প্রকাশ্যভাবে উৎকোচ গ্রহণ চলিত এবং বিচারকের পদ, রাজা অথবা স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনুগ্রহাধীন ছিল বলিয়া বিচারপতিগণের স্বাধীনতাও অন্তর্হিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ, বিচার-কার্য্য জঘন্য চাটুকারিতা ও দুষ্টাচরণের কলঙ্কময় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং হতভাগ্য নিঃস্ব প্রজাগণের, ক্ষমতাশালী ধনাঢ্যদিগের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার আশা ছিল না বলিলেই হয়। কখন কখন বিচার-নিষ্পত্তি (decrees) প্রকাশ্য ভাবে বিক্রীত হইত।

দেশ মধ্যে সুবিচারের উৎস এরূপ পাপপঙ্কে দূষিত হওয়া জাতীয় অবনতির যেরূপ সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষণ, এরূপ আর কিছুই নহে। যে দেশের রাজা ধন ও ক্ষমতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, ধনী ও নির্ধনের কিছুমাত্র বিশেষ না করিয়া অপক্ষপাতিতারূপ স্বর্গীয় নীতি অনুসারে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই দেশবাসীরাই প্রকৃত সুখী।

রাজবিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সের ইতর ও মধ্য শ্রেণীর লোকদিগের পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখের কারণ ঘটিয়াছিল। এ দিকে শাসনপ্রণালী এরূপ অবস্থাপন্ন যে, তদ্দ্বারা প্রজাসাধারণের রাজভক্তি দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ভূতপূর্ব্ব নৃপতি চতুর্দ্দশ লুই অনেকগুলি বহুব্যয়সাধ্য অন্যায্য যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া যান; তাহাতে জাতীয় রাজস্ব গুরুভারাক্রান্ত ও হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাঁহার উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ লুইএর রাজত্বকাল তদীয় পারিষদবর্গের সমধিক বিশৃঙ্খল ও লম্পট ব্যবহারে দূষিত হয়, সুতরাং সামাজিক নীতিও বহুদোষাশ্রিত হইয়া উঠে। দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষুদ্রচেতা পঞ্চদশ লুই ভরসেইল প্রাসাদের নিভৃত কক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক পম্পাডর ও ডিউবেরি নামে দুইটি বারাঙ্গনার কুহকজালে জড়িত ও পাপপঙ্ক-

দূষিত ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন হইয়া আপাতপ্রতীয়মান শান্তিসুখ অনুভব করিতেন, কিন্তু চতুর্দ্দিকে যে রাজ্যনাশের মূল কারণ গুলি প্রবল বেগে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সে দিকে এক বারও চাহিয়া দেখিতেন না। দেশ মধ্যে পুণ্য ও ধর্ম্ম কার্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশে জগদীশ্বর তাঁহাকে যে প্রভুশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই ক্ষমতার সাধু ব্যবহার না করিয়া তৎকালসম্মত সন্নীতির তুলামানের লাঘব করণার্থই সেই পবিত্র শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং নিজের অসদাচরণ দ্বারা জনসাধারণকে নৃশংস স্বার্থপরতা ও নির্লজ্জ লাম্পট্য দোষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইতেন। তাঁহার লাম্পট্য দোষের কুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে এরূপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক বার পারিস নগর হইতে কতকগুলি বালক বালিকা অপহৃত হইলে, দেশ মধ্যে এরূপ জনরব উঠে এবং লোকে অতি আগ্রহের সহিত তাহা বিশ্বাসও করে যে, বহুবিধ অত্যাচারে ক্ষয়প্রাপ্ত নিজ দেহ সবল করণার্থ মনুষ্য শোণিত-ধারায় স্নান করিবেন বলিয়া পঞ্চদশ লুই ঐ সকল বালক বালিকা অপহরণ দ্বারা ঐ রূপ স্নানের উপকরণ সংগ্রহ করাইয়াছেন। জীবনের শেষ দশায় নীচ-মতি পঞ্চদশ লুই সদাই মৃত্যু ভয়ে অভিভূত থাকিতেন॥

তিনি আপনার সম্মুখে অন্য কাহাকেও মৃত্যুর নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে দিতেন না। গির্জ্জাপ্রাঙ্গণ, সমাধিস্থানস্থিত স্মরণস্তম্ভ ইত্যাকার যে সকল পদার্থ দর্শন করিলে মনে মৃত্যুচিন্তার উদয় হইতে পারে, তিনি সে সকল দেখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণের রাজত্ব সময়ে রাজকীয় অপব্যয়ে অন্যূন ২০০০০০০০০ টাকা নষ্ট হইয়াছিল। পাপ বিমিশ্রিত ভোগসুখের সাধন উপকরণ সংগ্রহই ওরূপ অপব্যয়ের উদ্দেশ্য। পঞ্চদশ লুইএর স্বার্থপরতারূপ বিষবৃক্ষ পরিণামে প্রজাগণের রাজভক্তি বিলয়রূপ অতি বিষম ফলই উৎপাদন করিয়াছিল। এই বিষয় সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে রাজগণ সুস্পষ্ট রূপে এই সুমহৎশিক্ষা লাভ করিতে পারেন যে, পাপাসক্তিই রাজকীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়, দুষ্টাচরণই রাজাদিগের পক্ষে অতি ঘৃণিত পাপ ও ধর্ম্মানুগত ন্যায্য ব্যবহারই সিংহাসনের দুর্ভেদ্য ভিত্তি।

রাজবিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের রাজগণ এইরূপ শোচনীয় হীনদশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে আবার উচ্চবংশীয় ওমরাহগণের আচার ব্যবহার ও অবস্থা রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষক না হইয়া উহাকে দিন দিন দুর্ব্বলতার

চরম সীমায় নীত করিতেছিল। ফিউডেল প্রথানুমোদিত অনেক গুলি অন্যায্য বিশেষ বিশেষ স্বত্ব তখনও ওমরাহ-সম্প্রদাযেব উপভোগ্য ছিল। ওমবাহগণ যাজকদিগেব ন্যায় অনেক গুলি প্রধান প্রধান ট্যাক্স হইতে নির্ম্মুক্ত ছিলেন। তাঁহাবা শাসন কার্য্যেব প্রায় সকল পদ গুলিই একচেটিয়া কবিয়া ফেলেন। এমন কি, মহাকুলপ্রসূত বলিযা নিদর্শন পত্র দেখাইতে না পারিলে কেহ সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মেও নিযুক্ত হইতে পাবিতেন না। ফ্রান্সে ন্যূনাধিক ৮০০০০ পরিবার এই সকল অন্যায্য স্বত্ব উপভোগ করিতে পাইতেন। ঐ সকল ওমরাহ-গণের মধ্যে পরস্পব একতা ছিল না। প্রথমতঃ, পব-স্পরাগত ও আধুনিক ওমরাহগণে প্রভেদ। যাঁহাবা অর্থ প্রদান দ্বারা ওমরাহপদ কিনিয়া লইতেন, অথবা নীচ ও সামান্য ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত অর্থসঞ্চয পূর্ব্বক ওমবাহ-পদে উন্নমিত হইতেন, তাঁহাবা আধুনিক ওমরাহ, আর যাঁহারা ফরাসি ইতিহাসেয় অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদেব বংশজাতগণকে পবম্পবাগত ওমরাহ বলিত। অন্যূন ১০০০ পুরিবাব এই পবম্পরাগত ওমবাহ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সম্প্রদাযের মধ্যে তিন শতেরও অধিক পরিবারের স্বপদানুরূপ

গৌরব রক্ষার উপযোগী সম্পত্তি ছিল না। বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করাও তাঁহাদের সম্মান রক্ষার বিরোধী; সুতরাং রাজকর্ম্মে নিয়োগ ভিন্ন তাঁহাদের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় ছিল না। বিশেষতঃ দারিদ্র্যের কঠিনতর তাড়নায় তাড়িত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই অপথে পদার্পণ করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের যশঃশরীর অকীর্ত্তি-কণ্টকে সংবিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িত। দ্বিতীয়তঃ, নাগরিক ও জানপদ ওমরাহগণে প্রভেদ। নাগরিক ওমরাহগণ রাজনৈতিক চক্রান্তে পরিবেষ্টিত অথবা বৃথা আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া, রাজসভাতেই অধিক সময় অতিবাহন করিতেন। এদিকে, জানপদ ওমরাহগণ রাজসভায় মিশিতেন না, তাঁহারা, তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির অদূরে থাকিয়া তৎসমুদয়েরই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ততদূর সৌখীন ছিলেন না; সুতরাং নাগরিক ওমরাহগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। ফলতঃ ফ্রান্সের ওমরাহগণের মধ্যে পরস্পর একতা ছিল না, প্রত্যুত তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। দেশ মধ্যে সাধারণ জনের ন্যায় ওমরাহগণের আচরণও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অধীন জনগণের শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদনে তাঁহাদের কিছুমাত্র স্নিগ্ধদৃষ্টি ছিল না। সর্ব্বদেশে

সর্ব্বসময়েই ধন বুদ্ধি ও ক্ষমতার তারতম্যানুসারে সামাজিক পদমর্য্যাদার বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কেহ বা প্রভু কেহ বা অধীন হইয়া থাকেন. ইহা ঐশ্বরিক নিয়ম। কিন্তু পরমেশ্বর আবার সেই সামাজিক পদ-মর্য্যাদা বিষয়ক বৈষম্যের মৃদুতা বিধানেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। অধীন জনের প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহারই সেই মৃদুতা বিধানের একমাত্র উপায়। পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে প্রভুশ্রেণীভুক্ত হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, অধীন জনের প্রতি তাঁহাদের যে সদয় ব্যবহার নিতান্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহাতে অধীন জনের ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাচ্ছন্দ্যের বৃদ্ধি হয়, একান্তমনে এরূপ বিধান করা, তাহাদের প্রতি দয়া ও বদান্যতা প্রকাশ করা এবং যাহাতে তাহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও দেশের উপকারসাধনে সমর্থ হয়, সর্ব্বথা কায়মনোবাক্যে এরূপ চেষ্টা করা, প্রভুশ্রেণীভুক্ত মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এরূপ কার্য্য করিলে, তাঁহারা রাজ্যের অলঙ্কার ও প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইতে পারেন। কিন্তু যে দেশে ধনবান্ ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন মানবগণ ধন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, যে দেশে অর্থ ও প্রভুত্ব সেই পরাৎ-পর পরমেশ্বরের গৌরববৃদ্ধিকর কার্য্যে নিযোজিত না

হইয়া, কেবল জঘন্য ও অধর্ম্ম্য কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্র একবাক্যে ভয়োদ্দীপক স্বরে বলিয়া থাকে, সেই দেশ পরমেশ্বরের কোপদৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে।

ফ্রান্সের রাজা, ওমরাহ ও সাধারণ লোক পূর্ব্বোক্ত-রূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার উপর আবার দেশের নির্ব্বাণপ্রায় ক্ষমতা ও শক্তির পুনরুদ্দীপক ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও একান্ত অসদ্ভাব হইয়া উঠে। তখন ফ্রান্সে রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মই রাজনিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল; কিন্তু উহাতে বহুবিধ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বিধান থাকাতে, উহা তৎকালীন লোকদিগের তত্ত্বানুসন্ধান পিপাসার শান্তি সাধনে সমর্থ ছিল না। রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের বিষয় লিখিবার সময় ফ্রান্সের রাজবিপ্লবের এক জন বিচক্ষণ ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন, "রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু উহার অন্তর্গত কোন বিষয়ের কারণ নির্দ্দেশে, সামঞ্জস্য সহকারে অতি কঠিন নিয়ম গুলির মৃদুতা সাধনে ও কুৎসিত নিয়ম গুলির পরিত্যাগে উহা একান্ত অসমর্থ। যখন লোকে অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময় হইতে বহুকাল ব্যাপিয়া অযৌক্তিক ভ্রম, অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত, বুদ্ধিবিপর্য্যয়কর

অসঙ্গত বিধান ও সুরুচি বিরোধিনী শিশুজনোচিত কর্ম্ম-কাণ্ড পদ্ধতি ইত্যাদি বহুবিধ অসার বিষয় উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইযাছিল। ঐ সকল অসারতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে অথবা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারা যাইত না।" ধর্ম্মালযেব পুবোহিত গণেব মধ্যেও অনেকে দুর্নীতিপরায়ণ ও নাস্তিকমতাবলম্বী ছিলেন। মহাকুল প্রসূত না হইলে কাহাকেও ফ্রান্সের ধর্ম্মালয়ের উচ্চতর পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত-না, এমন কি ষোড়শ লুইএর রাজত্বকালেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ফলতঃ তৎকালে পুবোহিতগণ ধর্ম্মেব সারগ্রাহী ছিলেন না, কেবল কুসংস্কাবমূলক অসার বাহ্যাড়ম্ববে বত হইয়া তাঁহারা লোকের যৎপবো-নাস্তি অসুখের কারণ হইয়া পডিযাছিলেন।

ফ্রান্সেব ধর্ম্মমন্দিব সমূহ মনুষ্য শোণিতেও দূষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালেব কথা দূবে থাকুক, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ লুইএর রাজত্ব কালেও প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি অতি নৃশংস আচবণ করা হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ নির্ব্বাসিত, কেহ জালি নৌকায বদ্ধ ও কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। বস্তুতঃ জনসাধারণকে ঘোরতব মূর্খতাতিমিরে আচ্ছন্ন রাখা ফ্রান্সের তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল। এই

সকল কারণে বিদ্রোহের অনেক পূর্ব্ব হইতেই ফরাসিগণ দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠে। বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্দ্বিবাদে লোকদিগের ধর্ম্মবন্ধন শিথিল এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ভণ্ডামি গুলি অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্যগণের ঘৃণার বিষয় হইয়া পড়ে। ফলতঃ ফ্রান্সে তৎকাল প্রচলিত অন্তঃসারবিহীন রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম, অন্ধজনের অন্ধ পরিচালকের ন্যায় প্রজাসাধারণকে বিপথগামী করাতে অতি ভীষণ ফরাসি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান উত্তেজক বলিয়া যথার্থই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

এদিকে আবার নাস্তিকমত দেশমধ্যে প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। বিকৃতভাবাপন্ন বহুদোষাশ্রিত রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম্মকে যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্ম মনে করিয়া লোকে অবিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্ম্মমাত্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছিল। অনন্তর খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৃথিবী হইতে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ফেলিবার জন্য ফ্রান্সের প্রধান প্রধান লোক ও পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া বসিলেন। সর্ব্বনাশ জনক এই ভয়ানক ব্রতে তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কি

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তক, কি পদ্য, কি উপন্যাস যে কোন পুস্তকই হউক না কেন, সকলের মধ্যেই এই নাস্তিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ সুমার্জ্জিত ধূর্ত্ততা ও কৌশল সহকারে নাস্তিকতা বিষ ছড়াইয়া দিতেছিলেন। ভল্‌টেয়ার্‌ (১) ও রোসো (২) নামক দুইজন প্রধান নাস্তিক লেখকের প্রতিমূর্ত্তির নিম্নভাগে এইরূপ লিখিত ছিল:—"আমরা পৃথিবীকে আলোকময় করিতেছি"। যথার্থ বটে, তাঁহাদের লেখনীবিনির্গত নাস্তিক্য দেশধ্বংসকর বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বালন করিয়া ফ্রান্সদেশকে অগ্নিময় ও আলোকময করিয়াছিল!! ইঁহারা যে বিষম বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী লোকদিগকে তাহার অতি মারাত্মক ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইহাঁদের গ্রন্থাবলীই লোকের ধর্ম্ম্য ও নৈতিক বন্ধন শিথিল করিয়া দেয় এবং সেই শৈথিল্যই ফরাসি রাজবিপ্লবকে নানা বীভৎস কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া তুলে।

নাস্তিকতার নিত্যসহচর ভ্রষ্টাচারের স্রোত দেশমধ্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সময়ে ফ্রান্সের সাহিত্যও একান্ত কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

---

(১) Voltaire. (২) Rousseau.

প্রধান প্রধান লেখকগণ যেন প্রযত্ন সহকারে পুস্তক মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তৎকালে নৈতিক তুলামানের সমধিক হ্রস্বতা বশতঃ সমাজ বিশৃঙ্খল ও অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হয়। এক জন ফরাসি লেখক বলিয়াছেন, সেই সময়ে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান—কাপুরুষতা, ভদ্রতা—কুসংস্কার, ও শিষ্টাচার—ভণ্ডামি বলিয়া লোকের নিকট বিবেচিত হইত। লাম্পট্য দোষাবহ ছিল না এবং দুর্নীতিই জন সাধারণের কার্য্যের পরিচালক ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও তৎকালে দেশমধ্যে এতাদৃশী নৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সেই সময়ে ধর্ম্ম ও সুনীতির সমর্থক যেরূপ লম্বাচৌড়া কথা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত, সেরূপ আর কখনই শুনা যায় নাই। যাহাতে মনুষ্যের স্বভাব ও মহত্ত্বের সম্পূর্ণ উন্নতি হয়, এরূপ বিষয়ের কথাবার্ত্তা লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতেন; কিন্তু ওরূপ বৃথা আন্দোলনে কি হইবে? যে নীতির মূলে ধর্ম্মের অভাব, তাহা কি কখন কার্য্যকর হইতে পারে? তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ও অন্তঃসার বিহীন। যদি রাজবিপ্লব কালে ফরাসিরা নাস্তিক হইয়া না পড়িতেন, যদি তাঁহারা দেশ প্রচলিত ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না বসিতেন, তাহা

হইলে স্বদেশের উন্নতি চেষ্টায় তাঁহাদিগকে ওরূপ বিফল ও হতাশ হইতে হইত না। মনুষ্যের ধর্ম্মবলই প্রধান বল।

এক্ষণে ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের আর একটী গুরুতর কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরস্পর যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় ফ্রান্স নিজের সৈন্য পাঠাইয়া আমেরিকার সাহায্য করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত সেই সৈনিক দল ফরাসি বিদ্রোহের অন্যতম প্রধান কারণ। মন্ত্রীগণের পরামর্শে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ষোড়শ লুই যে পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি সর্ব্বদাই অনুতাপ করিতেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরস্পর যে কারণেই যুদ্ধ ঘটুক না কেন, ফ্রান্সের সেই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে পরস্পর চিরশত্রুতা ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। ইংলণ্ডের এই বিপদের সময় আমেরিকার সাহায্য করিলে ইংলণ্ড অনায়াসেই পরাজিত ও অবনত হইয়া পড়িবেন, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় ফ্রান্স ঐ যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই অন্যায় মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, উত্তর কালে ফ্রান্সকে সমুচিত প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইয়াছিল। আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের যুদ্ধাবসানে আমেরিকায় সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। আমেরিকায় প্রেরিত ফ্রান্সের সৈন্যদল আমেরিকার সেই সাধাবণতন্ত্র প্রণালীব স্বাধীনতা দেখিয়া আসিয়া ঐরূপ শাসনপ্রণালী লাভের নিমিত্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে এবং স্বদেশেব যথেচ্ছাচার রাজতন্ত্রের সহিত আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রের তুলনা করিয়া দেখিতে থাকে। বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইত যে, আমেরিকা ও ফ্রান্স এ উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে নানা প্রকার গুরুতর বিভিন্নতা ছিল, সুতবাং আমেরিকার ন্যায় নূতন রাজ্যে যে প্রকার শাসনপ্রণালী সমধিক ফলোপধায়ক, ফ্রান্সের ন্যায় প্রাচীন রাজ্যে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালে ফ্রান্স-দেশে শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সাধারণ মত প্রচারের উপায় ছিল না। ফ্রান্সের রাজতন্ত্রপ্রণালী ঘটিত দোষ লইয়া তর্ক বিতর্ক করা রাজনিয়মেব একান্ত বিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু অন্য কোন প্রকার শাসন-প্রণালীর পরিকল্পনে বা আন্দোলনে কিছুমাত্র নিষেধ ছিল না। এক্ষণে ক্রমাগত সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বিষয় আন্দোলন করিয়া আসাতে ফরাসি জাতির এরূপ কুঅভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, দেশ প্রচলিত শাসন-

প্রণালীর দোষ সংশোধন বিষয়ে সচেষ্ট না হইয়া তাহারা কেবল সেই কল্পনাপ্রসূত নূতন শাসনপ্রণালী লাভার্থ রাজতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ সাধনে মনে মনে একান্ত ব্যগ্র হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ফরাসি জাতির মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষিত হইত। তাঁহারা এক সময়ে আপনাদের রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া ভরসেইল রাজপ্রাসাদের শিরোভাগে এইরূপ লেখাইয়াছিল;—"পৃথিবীতে ফরাসি জাতির ন্যায় জাতি নাই, পারিসের ন্যায় নগর নাই, এবং লুইএর ন্যায় রাজা নাই।" ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীকে ফরাসিরা ঘোরতর অরাজকতা বলিয়া জানিত। কিন্তু রাজবিপ্লবের প্রাক্কালে ঐরূপ ভাব ফরাসি জাতির অন্তঃকরণ হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়া যায়, সুতরাং সর্ব্ববিষয়ে ইংলণ্ডবাসীগণের অনুকরণ করিবার জন্য তাহারা উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে। ইংরাজদিগের ন্যায় পোষাক করিতে, ইংরেজী পুস্তক পড়িতে, ইংলণ্ড দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিতে ও ইংরাজ ভৃত্য নিযুক্ত করিতে লোকের আকাঙ্ক্ষা একান্ত বলবতী। পরিশেষে ইংলণ্ডের ন্যায় শাসনপ্রণালী স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সকলে বিশেষ উৎসুক। ফলতঃ এক কালে ফ্রান্সদেশে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী যেরূপ ঘৃণার সামগ্রী

ছিল, এক্ষণে উহা আবার তেমনই আদরের পদার্থ হইয়া পড়িল। এইরূপে ফরাসিরা দিন দিন রাজতন্ত্রের প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠে।

ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের আরও নানা কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উপরিভাগে যে গুলি লিখিত হইল, সেই গুলিই সর্ব্বপ্রধান; অর্থাৎ রাজতন্ত্রপ্রণালীর উচ্ছৃঙ্খলতা; ওমরাহগণের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে পরাঙ্মুখতা, কুসংস্কার জলদ জালে ধর্ম্মের আচ্ছন্নতা, প্রজাবৃন্দের দৈন্য দশা ও অজ্ঞানান্ধকার, বিচারালয়ের বিকৃত অবস্থা, নাস্তিকতার বহুলপ্রচার, নৈতিক বন্ধনের শৈথিল্য ও বিশুদ্ধ সাধারণ মতের অসদ্ভাব, এই গুলিই সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সুমহৎ কারণ। ফরাসি রাজবিপ্লবের এই সংক্ষিপ্ত কারণ গুলি পাঠ করিলে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য পালনের জন্য যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি পালন করিলে মনুষ্যবিশেষ অথবা জাতিবিশেষ পুরস্কার স্বরূপ অসীম সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে দণ্ডস্বরূপ বিষম ক্লেশে পড়িতে হয়। ন্যায়পথাবলম্বী জাতি উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিতে পারে, কিন্তু পাপাচার নিরত দেশ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়।

রাজার প্রতি পরমেশ্বর অতি গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন। তিনি প্রজাগণের সুখ দুঃখের প্রতিভূস্বরূপ। প্রজাগণের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিয়া স্বার্থপরের ন্যায় নিজের সুখান্বেষণে রত হওয়া রাজা প্রজা উভয়েরই সর্ব্বনাশের মূল। এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেরা প্রজারঞ্জন, রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেবল প্রজারঞ্জনানুরোধেই মহানুভব অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র নিরপরাধা প্রেয়সী মহিষীকেও বনে প্রেরণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। আকবর প্রজারঞ্জন নৃপতি ছিলেন বলিয়া মোগল সাম্রাজ্যের কত দূর না উন্নতি হইয়াছিল? আবার আওরংজেব প্রজাপীড়ন রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সুদৃঢ় সুবিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্য নাশের বীজ বপন করিয়াছিলেন বলিতে হইবে।

যে সময়ে ফ্রান্সের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, সেই সময়ে পঞ্চদশ লুইএর মৃত্যু হইল, ষোড়শ লুই তাঁহার উত্তরাধিকারী; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ষোড়শ লুই দয়াদাক্ষিণ্য গুণোপেত শান্তপ্রকৃতি নরপতি ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিল। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি একান্ত উৎসুক ছিলেন। যদি শান্তিময়

সময়ে তিনি ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাহা হইলে এক জন প্রজারঞ্জন উদারচেতা ভূপতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্রান্সের জাতিতরী এক্ষণে আর সুমন্দ পবন হিল্লোলে সুস্থির নদীবক্ষ দিয়া মৃদুমন্দ গমনে চলিতেছিল না; এক্ষণে উহা উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল ফেনপুঞ্জ সমাকীর্ণ প্রবল ঝটিকাহত সমুদ্রের উপর মহাভীষণ বেগে ধাবিত হইতেছিল। সেই তরী চালাইবার জন্য এক্ষণে এক জন সুনিপুণ, কার্য্যদক্ষ, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত নাবিকের প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যক্রমে ষোড়শ লুই সেরূপ নাবিক ছিলেন না, তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ও ভীরুস্বভাব।

ষোড়শ লুই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, রাজস্ব অতি গুরুভারাক্রান্ত ও রাজ্য ঋণদায়ে বিষম জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। টরগট্ (১) নামক এক জন রাজনীতি বিশারদ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তিনি মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। টরগট রাজ্যের ব্যয় লাঘব, সকলের নিকট যথারীতি কর আদায়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংশোধন, লেটার্স ডি কেচেট্

(১) Turgot.

(Letters de catchet) নামক ঘৃণার্হ পরওয়ানা উঠাইয়া দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ দেশ হিতকর কার্য্যের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ফলতঃ টরগট্ যেরূপ প্রস্তাব করেন, সেইরূপ কার্য্য করিলে বোধ হয়, রাজ-বিপ্লবের বেগ অনেকাংশে প্রশমিত হইতে পারিত। টরগটের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ষোড়শ লুইএর ইচ্ছাও ছিল। তিনি নিজের শরীর ও প্রাসাদ রক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া অনেকানেক নিষ্প্রয়োজন কর্ম্মচারী ছাড়াইয়া দিলেন এবং নানাপ্রকারে ব্যয় লাঘব ও অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সকল কার্য্যে যাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, তাহারা তাঁহার প্রতি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল ও তাঁহার বিরুদ্ধে তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ষোড়শ লুইএর চিত্ত এরূপ সুদৃঢ় ছিল না যে, তিনি এই সকল স্বার্থপর লোকের চীৎকার দমন করিয়া উঠেন; সুতরাং তিনি সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন, টরগট্‌কেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। টরগটের পর নেকার্ (১) রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন।

(১) Necker.

নেকার্ বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তিনি মিতব্যয়িতা অবলম্বন পূর্ব্বক অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে রাজস্বের ন্যূনতা পরিহারের এবং ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী টরগটের প্রস্তাবিত কৌশল অনুসারে নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বার্থপরায়ণ লোকেরা স্বার্থসিদ্ধির ব্যাঘাত ভয়ে আবার ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ করিল, সুতরাং নেকার্কে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। নেকারের পর কেলোন্ ও লোমিনি ক্রমান্বয়ে রাজস্ব সচিবের পদে নিয়োজিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও রাজ্যের কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে পারিলেন না, অবশেষে নেকার্ পুনর্ব্বার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন।

নেকার্ মন্ত্রিত্বপদ পুনর্গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি, সাধারণ ধনাগারে ১১০০০০ এর অধিক টাকা নাই। পূর্ব্বে ফ্রান্স রাজ্যে মধ্যে মধ্যে ষ্টেট্স্ জেনেরেল্ (States General) নামে একটী রাজ্যসমিতি আহূত হইত, উহাতে রাজা, ওমরাহগণ ও সাধারণ লোকদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ নির্ব্বাচিত কতকগুলি লোক একত্র হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করিতেন। ১৬১৪ খৃঃ অব্দ হইতে ঐরূপ সভা

আর আহূত হয় নাই। রাজ্যের ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত; সাধারণ লোকে বিবেচনা করিতে লাগিল, এক্ষণে ঐরূপ সভা আহ্বানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে। এলিসন্ (১) বলেন, প্রধান অমাত্য ঐরূপ সভা আহ্বানের কেবল অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল; সর্ব্বত্রই কেবল সমাজ ও রাজ্যের উন্নতি বিষয়ের কথা। যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারা রাজ্যসমিতি স্থাপিত হইলে দেশের কত দূরই মঙ্গল ঘটিবে, ভাবিতে লাগিলেন, আর স্বার্থপর লোকেরা এই গোলযোগে আপন আপন স্বার্থ সাধন করিয়া লইতে পারিবে এই আশায় মোহিত হইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র রাজনীতি বিষয়ক পুস্তিকায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই রাজনীতির আন্দোলন, সর্ব্বত্রই রাজনীতির বাদানুবাদ। অবশেষে সমস্ত ফরাসি জাতির এইরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নেকার্ রাজ্যসমিতি আহ্বান করিতে সম্মত হইলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজ্যসমিতি মধ্যে সাধারণ লোকদিগের যে পরিমাণে প্রতিনিধি থাকিতেন, এবার নেকার্ তাহার দ্বিগুণ করিলেন, কিন্তু নেকারের এই কার্য্য বিষম ভ্রান্তির কার্য্য

(১) এক জন প্রধান ইতিহাস লেখক।

বলিতে হইবে। প্রসিদ্ধই আছে স্বাধীনতা বৃক্ষ অতি মৃদুভাবে বর্দ্ধিত হয়। যে জাতি সেই বৃক্ষের ফল ভোগ করিবার বাসনা করেন, প্রগাঢ় ধর্ম্মনীতিমূলক আত্মশাসন অভ্যাস দ্বারা অনেক পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত। যে সময়ে ফ্রান্সে অকস্মাৎ স্বাধীনতার এরূপ সঞ্চার হইতে চলিল, সে সময়ে ঐ দেশের ন্যায় আত্মশাসনের অনুপযোগী অন্য কোন দেশই লক্ষিত হয় নাই। কয়েক জন ওমরাহ ব্যতিরেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, কেহই রাজ্যশাসন কার্য্যে অভ্যস্ত ছিলেন না; আবার সাধারণ লোকে এরূপ মূর্খ হইয়া পড়িয়াছিল যে, পঞ্চাশ জনের মধ্যে এক জনও পড়িতে পারিত কিনা সন্দেহ। উহাদের ধর্ম্ম ও নীতি নিতান্ত ক্ষীণ দশায় উপনীত। এরূপ অবস্থায় প্রজাবৃন্দের উপর অতিগুরু রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করা নেকারের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ৫ই মে রাজ্যসমিতির অধিবেশনের দিন নির্দ্ধারিত হইল। উহার পূর্ব্ব দিন সদস্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহা সমারোহে ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। তানলয় বিশুদ্ধ সুমধুর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, ধর্ম্মমন্দির সুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত

হইয়া উঠিল এবং প্রধান যাজক বাহ্যাড়ম্বর সহকারে উপাসনা কার্য্য সমাধা করিয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু ওরূপ বাহ্যাড়ম্বরে কি হইবে? সমবেত জনগণের মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব বিরাজিত নাই, প্রায় সকলেই নাস্তিক মতাবলম্বী। কেহ কেহ এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন, ফ্রান্সের সুখশশী সমুদিতপ্রায়। কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। উহা কেবল উৎপৎস্যমান বাত্যার অব্যবহিত পূর্ব্বকালীন নভোমণ্ডলের প্রশান্ত ভাবের ন্যায় এবং গূঢ়নক্র সুস্থির হ্রদের বক্ষঃস্থিত স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় আপাত প্রতীয়মান শান্তি।

নির্দ্ধারিত দিবসে ভরসেইল রাজপ্রাসাদেব একটী সুবৃহৎ গৃহ মধ্যে রাজ্যসমিতিব অধিবেশন হইল। ষোড়শ লুই সভা সমক্ষে একটী বক্তৃতা কবিলেন; এবং প্রজাগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবাব জন্য তাঁহার ইচ্ছা যে অত্যন্ত বলবতী, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিলেন। সকলেই মনে করিয়াছিল, সভামধ্যে রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সিংহাসন ও মুকুট পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি সেরূপ করিলেন না দেখিয়া সকলেই হতাশ হইযা পড়িল। বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে যখন রাজা উপবেশন করিলেন, তখন সকলেই

তাঁহার সমক্ষে টুপি পরিয়া বসিয়া রহিল। লোকের মন হইতে যে রাজভক্তি এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে, এটী তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

প্রজাদিগের নির্ব্বাচিত রাজ্যসমিতির সদস্যগণ নানা উপাদানে নির্ম্মিত। এলিসন্ বলেন, বিদ্যালয় হইতে অচিরবহির্গত অজাতশ্মশ্রু চঞ্চলমতি যুবক, জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম অকর্ম্মণ্য ব্যবহারাজীব, স্বল্পবুদ্ধি দরিদ্র যাজক, কর্ম্মাভ্যাসহীন নিষ্কর্ম্মা চিকিৎসক এবং লম্পট দরিদ্র দুরাকাঙ্ক্ষ ও অধম প্রকৃতির বহুসংখ্যক লোক শাসন প্রণালীর সংস্কার বিধানের নিমিত্ত যেন উদ্গীরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিল। যাহা হউক, এক্ষণে রাজ্য সমিতির কার্য্য কিরূপে চলিবে, কিরূপেই বা উহার মতামত প্রকাশিত হইবে, তাহাই বিবেচনার বিষয় হইয়া উঠিল এবং সেই বিষয় লইয়া নানা চক্রান্ত আরম্ভ হইল। কেহ কেহ বলিলেন, ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও রাজ্যসমিতির দুইটী সম্প্রদায় হউক, অর্থাৎ একটী ওমরাহ ও যাজকগণে গঠিত উচ্চতর সম্প্রদায় (১), অন্যটী প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণে গঠিত নিম্নতর

(১) হাউস অফ্ লর্ডস্ (House of lords)।

সম্প্রদায় (২)। এই প্রণালীতে কার্য্য চলিলে দেশের অনেক উপকার হইতে পারিত; তাহা হইলে কোন কার্য্য হঠকারিতার সহিত সম্পাদিত হইতে পারিত না। মনে করুন, নিম্নতর সম্প্রদায় একটী আইন প্রস্তুত করিতে চলিলেন, কিন্তু উহা বাস্তবিক সুন্দর নহে, উহা উচ্চতর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আর এক বার বিবেচিত হইলে উহার দোষক্ষালন হইয়া অনেকাংশে সংশোধিত হইতে পারিত। এইরূপে আবার উচ্চতর সম্প্রদায়ের কার্য্যও নিম্নতর সম্প্রদায় সমালোচনা করিয়া দেখিতে পারিতেন। একটী সম্প্রদায়ের কার্য্য-কলাপ অন্যতর সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমালোচিত হইলে দেশের শুভ ফল লাভেরই সম্ভাবনা থাকিত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইবে না। তাঁহারা বলিলেন, রাজ্য-সমিতির মধ্যে উচ্চতর অথবা নিম্নতর কোন সম্প্রদায়েরই কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হইবে না, কি ওমরাহ, কি যাজক, কি প্রজাদিগের প্রতিনিধি, সকলকেই একত্র সমভাবে উপবেশন পূর্ব্বক মতামত প্রকাশ ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। ওমরাহগণ প্রজাপ্রতি-

(২) হাউস্ অফ্ কমন্স্ (House of commons)।

নিধিগণের এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, প্রতিনিধিগণের সংখ্যা অধিকতর, কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে হইলে প্রতিনিধিগণের মতের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাঁহারা অপদস্থ হইয়া পড়িবেন। এইরূপে রাজ্যসমিতির ওমরাহ ও প্রজাপ্রতিনিধিগণের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া উঠিল। অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহের ন্যায় এই বিরোধ কিছুকাল অপ্রকাশিত ভাবে চলিতেছিল। প্রায় এক মাস পরে যখন প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, তাঁহাদের দল দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে, তখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং রাজ্যসমিতির পরিবর্ত্তে জাতীয় সমিতি (৩) নাম ধারণ পূর্ব্বক ওমরাহগণের মুখাপেক্ষা না করিয়াই আইন নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে অগ্রসর হইলেন।

এক্ষণে রাজার দুইটীমাত্র উপায় ছিল, হয় পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমিতির এক কালে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া, না হয় প্রজাপ্রতিনিধিগণের সহিত একত্র সমভাবে উপবেশন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত ওমরাহগণকে সম্মত করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি

(৩) National assembly.

একটী মধ্যবর্ত্তী উপায় অবলম্বন করিলেন, সুতবাং তাহাতে ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্টই ঘটিল। ২৩শে জুন জাতীয় সমিতির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে উপস্থিত হইয়া রাজা একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, প্রকাশ করিলেন, শাসন প্রণালীর সংস্কারের জন্য তিনি ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী টরগটেব প্রস্তাবিত ও অন্যান্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। তিনি সমিতিকে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে অনুবোধ কবিলেন এবং আরও কহিলেন, আমি সবলান্তঃকরণে বলিতেছি, প্রজাদিগের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত আমি যত দূব করিতেছি, অন্য কোন রাজা কখন সেরূপ করেন নাই। রাজা এক্ষণে যেরূপ সামঞ্জস্য করিতে চাহিলেন, দশ বৎসর পূর্ব্বে হইলে লোকে হর্ষ ও আগ্রহেব সহিত তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিত, কিন্তু এক্ষণে প্রজাপ্রতিনিধিগণ তাঁহার সেই সকল বাক্য বিরক্তিসূচক মৌনাবলম্বন সহকাবে শ্রবণ করিল। প্রতিনিধিগণ রাজবাক্যে অনাস্থা প্রকাশ করিল এবং জাতীয় সমিতির মধ্যে ওমরাহ-গণের সহিত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে কোন ক্রমেই স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল, আমরা রাজাজ্ঞা পালন করিতে আসি নাই, আমরা

প্রজাগণের আদেশানুসারে এস্থলে আসিয়াছি, বন্দুক দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা কখনই এস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইব না।

সৈনিক বল প্রয়োগ দ্বারা জাতীয় সমিতি এক কালে ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে এই সময়ে কেহ কেহ ষোড়শ লুইকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে পরামর্শ শুনেন নাই। ষোড়শ লুই অসীম দয়ার আধার ছিলেন; এমন কি, তাঁহার অত অধিক দয়া দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার নিমিত্ত আমি একটী লোকেরও প্রাণ হত্যা করিতে দিব না। তিনি সত্বরই প্রজাপ্রতিনিধিগণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত ওমরাহগণকে সম্মত করিলেন। এইরূপে ওমরাহ, যাজক এবং প্রজাপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকাংশে বিবাদ মিটিয়া গেল। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, ষোড়শ লুই দৃঢ়চিত্ত নরপতি ছিলেন না, তিনি অব্যবস্থিতচেতা ছিলেন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রজাপ্রতিনিধিগণের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইবার কিছুকাল পরেই তিনি আবার ওমরাহগণের কুমন্ত্রণা অনুসারে ও রাণীর পরামর্শে জাতীয় সমিতিকে ভয় প্রদর্শন করিবার

নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ঘোরতর অবিমৃষ্যকারিতার সহিত প্রধান সচিব নেকার্‌কে কর্ম্মচ্যুত করিলেন।

নেকার্ এই সময়ে প্রজাদিগের অসাধারণ প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। পূর্ব্ব হইতেই প্রজাগণ রাজার প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের অন্তঃকরণে রাজভক্তির কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না, এক্ষণে তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। এইরূপে সেই ভয়ানক ফরাসি রাজবিপ্লব উপস্থিত ও ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। পৃথিবীতে যে সকল নিদারুণ নৃশংস ও ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছে, ফরাসি রাজবিপ্লব তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে যে কত নরহত্যা, কত স্ত্রীহত্যা, কত শিশুহত্যা, কত নৃশংসতা ও কত শোণিতপাত হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বলিলেই হয়। ফলতঃ ফরাসি রাজবিপ্লব রূপ স্বাধীনতাতরু মনুষ্য শোণিতে অঙ্কুরিত ও মনুষ্যের অশ্রুজলেই বর্দ্ধিত; সুতরাং উহার বিষম পূতিগন্ধময় ফল ও পত্র জাতীয় রোগের আরোগ্য সম্পাদন করিবে কি, চতুর্দ্দিকে ঘোর মহামারী বিস্তার করিয়াছিল। সেই সকল বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করা কারাস্থ বালরাজের ন্যায় ক্ষুদ্র

পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। রাজবিপ্লব কালে ফ্রান্সের রাজা ও রাজবংশের কিরূপ বিষম শোচনীয় দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, কেবল সেই বিষয়ই কারাস্থ বালরাজে বর্ণিত হইল।

ফ্রান্স। তুমি রাজবিপ্লব কালে কোন্ কোন্ দুষ্কর্ম্মই না করিয়াছ? তুমি নরশোণিতস্রোতে দেশ প্লাবিত করিয়াছ, বিয়োজন ভয়ে সন্তানোপরি নিপতিত রোরুদ্যমান জননীগণের হাহাকার রব শ্রবণে বধির হইয়া কত শত শিশুকে মাতৃক্রোড়বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, সাধুতার আদর্শভূত ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত অবধ্য কত শত রমণী জনকে অকালে যমসদনের আতিথ্য গ্রহণ করাইয়াছ, বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তয়িতা জগদালোককারী মহাপণ্ডিতগণকেও কালের করাল দশনোপম গিলোটীন্ যন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করাইয়াছ, এমন কি, অধুনাতন রসায়ন বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা মহামতি লাভোযাসিএ (Lavoisier) পর্য্যন্ত ঐ নরনিসূদন ভীষণ যন্ত্রের ভয়ানক গ্রাস হইতে অব্যাহতি পান নাই। রাজা ও রাজপরিবারের ত কথাই নাই; তাঁহাদের বিশেষতঃ রাজকুমারের প্রতি তুমি যেরূপ ভয়ানক নৃশংসতাচরণের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা শ্রবণ করিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়কন্দর বিচিত্র করুণরসে পরিপূরিত না হয় ও কোন্ ব্যক্তিইবা তোমাকে

শত শত ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারে? গুণে অনন্যসাধারণ নয়নরঞ্জন নিরপরাধ শিশু রাজনন্দনের প্রতি তোমার বিষম বিরূপ আচরণ দেখিয়া শুনিয়া লোকে মনে করিলে দোষের হইবে না যে, তৎকালে ফ্রান্সবাসী সমস্ত মানবগণের দয়াধর্ম্ম এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং বিশ্বপতিও অপুনর্জ্জাগরণের নিমিত্ত যোগনিদ্রায় একান্ত অভিভূত ছিলেন।।। ফলতঃ তোমার ন্যায় বিজ্ঞানজননী বীরপ্রসবিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহাভূমির ঈদৃশ কর্ম্ম নিতান্ত অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি দর্শনবিদ্যার পারদর্শী দেকার্ত্তের (Descartes) জন্মদায়িনী হও, গণিত বিদ্যাবিশারদ লাপ্লাসেরই (Laplace) প্রসবিত্রী হও, সমাজতত্ত্ববিৎ কোম্‌তের (Comte) উৎপাদন কর, বা বীরাগ্রগণ্য মার্সেল্ তিউরেন্‌কেই (Marshal Turenne) প্রসব কর, কিছুতেই তোমার পূর্ব্বোক্ত-রূপ অনপনেয় মহাপাতকের মোচন নাই। তুমি চির দিনই ঐ মহাপাতকে পাতকিনী হইয়া থাকিবে, ঐ মহাপাতক জনিত অস্পৃশ্যতা দোষ কোন কালেই ঘুচিবার নহে, নয়ন মনের আনন্দদায়ক গগনবিহারী শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায় উহা প্রলয় কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তোমার বক্ষে অবিক্ষত ভাবে অবস্থান করিবে।

কারাস্থ বালরাজ।

প্রথম অধ্যায়।

—:০:—

লুই ও দিগ্দর্শন যন্ত্র।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাস, প্রভাত হইযাছে, রামবুইলে নামক মনোরম বিস্তীর্ণ রাজোপবন মধ্যে একটী লোক একটী বালক সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন। রামবুইলে পারিস নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোকটী কিছু স্থূলকায, কিন্তু প্রৌঢাবস্থ, মুখাকৃতি সৌম্য ও অনন্যসাধারণ। তাঁহার পরিচ্ছদ সামান্য, যদিও ঐ পরিচ্ছদে তাঁহার প্রকৃত সামাজিক পদমর্য্যাদার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয নাই, তথাপি শুকনাসাবৎ নাসিকা, গম্ভীরভাব, আর সেই সামান্য পরিচ্ছদের কোন কোন বিশেষ অংশ তাঁহার রাজবংশীযভাব পরিচয দিতেছিল। বালকটী সৌন্দর্য্যে দেবকুমারের সদৃশ; তাহার মনোরম কুঞ্চিত কেশপাশ অনাবৃত গ্রীবা ও স্কন্ধদেশে কি সুন্দরই লম্বিত। সেটী প্রায সাড়ে চারি বৎসরের। বযস অল্প বটে, কিন্তু শরীরের গঠন বাড়ন্ত ও মনের ভাব সেই

বয়সের অতীত। মুখমণ্ডলে বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, কিন্তু দেখিলেই বোধ হইবে, ওরূপ বয়সের নিতান্ত অযোগ্য বিষাদচ্ছায়ায় সেই জ্যোতিঃ আবার ম্লানভূত। বালকটী স্বভাবতঃ অত্যন্ত সজীব, বালস্বভাব সুলভ আমোদে উন্মাদিত ও অনিবার্য্য স্ফূর্ত্তিযুক্ত, কিন্তু আবার মধ্যে মধ্যে ঘোর মলিনিমায় পরিবর্ত্তিত। তাহার সুনীল সমুজ্জ্বল নয়ন বিষাদে কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হওয়াতে এরূপ দুর্নিবারণ মনোমোহন ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, সেই সুন্দর মুখশ্রী দেখিবামাত্র কৌতূহলী হইতে হইত।

লোকটী ফ্রান্সাধিপতি ষোড়শ লুই, বালকটী তাঁহার পুত্র চার্লস লুই, ডফিন্।

রাজা বলিলেন, "লুই! কল্য রাণীর জন্মদিন, তাঁহাকে কিছু নূতন প্রকার ফুলের তোড়া দিবার চেষ্টা দেখ এবং তোড়াটি দিবার সময় কি কথা বলিয়া সম্ভাষণ করিবে তাহাও ভাবিয়া রাখ।"

রাজকুমার তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "বাবা! আমার বাগানে অতি উত্তম চিরবর্ণ * ফুল আছে, উহাতে নূতন রকমের তোড়া হইবে, আর ঐ তোড়া লইয়া সম্ভাষণেরও সুযোগ হইবে। যখন মায়ের হাতে উহা দিব, তখন বলিব, মা! আমার মনের ইচ্ছা এই যে, তুমি এই ফুলের মত হও।"

রাজা স্নেহে ধৃত বালকের ক্ষুদ্র হস্তখানি ঈষৎ পেষণ

* Everlasting, এক প্রকার পুষ্প, শুকাইয়া গেলেও তাহার বর্ণের ব্যত্যয় হয় না।

করিয়া বলিলেন, "উত্তম বলিয়াছ। তোমার, সময়ের উপযুক্ত আমোদ জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য গুলি যেরূপ প্রীতিকর ও স্নেহপূর্ণ, আচরণও সর্ব্বদা সেইরূপ সন্তোষজনক হয়, ইহা আমার নিতান্ত ইচ্ছা। গত দিবস যখন তুমি তোমার শিক্ষক মহাশয়ের নিকট বসিয়া পাঠাভ্যাস কর, তখন তুমি উপহাস সূচক শব্দ করিতেছিলে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি। লুই! ওরূপ করা কি উচিত কর্ম্ম হইয়াছিল?"

লুই চতুরতাপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকারে উত্তর করিলেন, "আমাকে কি করিতে বল বাবা?"

"গত দিবস আমার পাঠ এত মন্দ বলা হইয়াছিল যে, আমি আপনাকে আপনি উপহাস করিবার নিমিত্ত ওরূপ শব্দ করিয়াছিলাম।"

রাজা বলিলেন, "শিক্ষক মহাশয় (আরে) তোমাকে কি বুঝাইয়া দিতেছিলেন?"

লুই উত্তর করিলেন, "দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার। কিন্তু বলিতে কি বাবা। এখন উহা লইয়া আমি বড় গোলে পড়িয়াছি। তিনি যাহা বুঝাইতেছিলেন, প্রায় তাহার একটী কথাও আমি মন দিয়া শুনি নাই; তিনি যত ক্ষণ ঐ কথা কহিতেছিলেন, আমি তত ক্ষণই ভাবিতেছিলাম, বুঝি রৌদ্রের তেজে আমার বাগানের সুন্দর ফুলগাছগুলি শুকাইয়া গেল; তখন আমার ইচ্ছা হইতেছিল, বাহিরে আসিয়া গাছগুলিতে জল দি; অতএব একটী বর্ণও আমার মনে নাই; শিক্ষক মহাশয় (আরে) কালি আমার উপর বড় রাগ করিবেন।

যদি সময় থাকে বাবা! তবে বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ বিষয়ের সকল কথা আমাকে বলিয়া দিবে কি?"

রাজা কহিলেন, "আহ্লাদ পূর্ব্বক বলিয়া দিব লুই। বিশেষতঃ আমার পকেটে একটী ক্ষুদ্র দিগ্দর্শন যন্ত্রও আছে। অগ্রে এই কৌতূহল জনক যন্ত্রের বিষয় না বুঝাইয়া তোমাকে চুম্বকের গুণ গুলি বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। চুম্বকের গুণ গুলিই দিগ্দর্শন যন্ত্রের শক্তি ও ব্যবহারিকতার মূলীভূত। চুম্বক ভিন্ন লৌহ আকর্ষণকারী স্বাভাবিক গুণযুক্ত ধাতু আমরা আর কিছু জানি না। চুম্বক আকরিক, লৌহের ন্যায় ঘোর ধূসর বর্ণ, এমন কি উহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিলেও বলা যায়। সুইডেনের লৌহখনিতে, আমেরিকার ও আসিয়ার কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং ইংলণ্ডের লৌহখনিতে বিমিশ্র লৌহের সঙ্গেও কখন কখন অল্প পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে। অকৃত্রিম চুম্বকে লৌহ আকর্ষণকারিতা গুণ আছে, ঐ গুণে লৌহ, চুম্বকপিণ্ডে সংস্পৃষ্ট ও দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে। অকৃত্রিম চুম্বকে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বা লৌহশলাকা বার কতক ঘর্ষণ করিলে উহা চুম্বকের গুণ প্রাপ্ত হয়। উক্ত গুণাবলম্বী লৌহ বা লৌহশলাকাকে কৃত্রিম চুম্বক কহে। সেই কৃত্রিম চুম্বকশলাকাকে যদি এরূপ কৌশলে স্থাপিত করিতে পারা যায় যে, সহজেই উহা আপন ভারকেন্দ্রের সকল দিকেই ফিরিতে পারে, তাহা হইলে উহার এক প্রান্ত নিয়ত উত্তরাভিমুখে থাকে। এখন লুই! এই ক্ষুদ্র যন্ত্রকোষটী দেখদেখি। ঘড়ীর কাঁটার মত নির্ম্মিত

যে শলাকাটী কোষের ভিতর রহিয়াছে দেখিতেছ, ঐটী চুম্বক-শলাকা। ইহার যে দিক্‌টী তীরের ফলের ন্যায়, সেইটী নিয়ত উত্তরাভিমুখে থাকিয়া উত্তর দিক্ দেখাইয়া দিতেছে। ইহা কৌশল ক্রমে একটী সূক্ষ্মাগ্র ইস্পাত খণ্ডের উপর স্থাপিত। ঘড়ীর কাঁটার নিম্নে যেমন এক খানি গোলাকার ফলকে ১, ২, ৩, ইত্যাদি সময়বোধক অঙ্কগুলি অঙ্কিত থাকে, দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের শলাকার নিম্নেও সেইরূপ একখানি ফলকে দিঙ্‌নির্ণয়ের নিমিত্ত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দিক্‌গুলি এবং উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব্বদক্ষিণ প্রভৃতি বিদিক্ গুলিও অঙ্কিত আছে। এই শলাকার অবিচলিত অবস্থান মাত্র দেখিয়াই জাহাজের নাবিকেরা যে দিকে জাহাজ যাইতেছে তাহা বুঝিতে পারেন এবং তদনুসারে গন্তব্য দিকের অভিমুখে আপনাদের জাহাজ চালনা করেন। তুমি দেখিতেছ, যন্ত্রকোষটী কাচ দ্বারা আবৃত, আবরণ থাকাতে যন্ত্রের উপর কোন আঘাত লাগিয়া উহার ক্ষতি করিতে পারে না। এটী একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর যন্ত্রও আছে; সে গুলিকে ইতস্ততঃ লইয়া যাইতে সুবিধা হয় না। ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে একটী বিশেষ ব্যবহারিক সামগ্রী। ইহা ব্যতিরেকে নাবিকেরা যেখান হইতে ভূমি দেখা যায় না, সমুদ্রের এমন অংশে যাইতে সাহসী হন না, আর ইহা ব্যতিরেকে মহাবিখ্যাত কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকাও আবিষ্কৃত হইতে পারিত না। তুমি মনে করিয়া রাখ চুম্বকের গুণপ্রাপ্ত সূচীটী সর্ব্বদাই উত্তরাভিমুখে থাকে।"

"দিগ্দর্শন যন্ত্র সমুদ্রে যেরূপ উপকারী, স্থলেও কি ঠিক সেই-রূপ বাবা?"

"প্রিয়তম লুই। নিশ্চিতই সেইরূপ; দৃষ্টান্ত দেখ—মনে কর, আমরা এই উদ্যান সংলগ্ন অরণ্য মধ্যে পথ হারাইয়াছি। কিন্তু আমি জানি যে, বামবুইলের গড় (স্যাতো) অরণ্যের উত্তর দিকে অবস্থিত, আমি উত্তর দিক্ নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আমার দিগ্দর্শন যন্ত্রে দৃষ্টি করি এবং সূচী যে দিক্ দেখাইয়া দেয় সেই দিক্ ঠিক করিয়া লই—এই দেখ, এইরূপ।" শলা-কাটী কিরূপ কার্য্য করিবে, রাজা পুত্রকে তাহা দেখাইয়া দিলেন।

রাজকুমার তাঁহার পিতার কথাগুলি অত্যন্ত অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাবা! তোমার যন্ত্রটী একবার আমাকে দাও। আমি আপনাআপনি পথ নিরূপণ করিয়া লইয়া গড়ে যাই।" রাজা এই প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "যদি তুমি পথ হারাইয়া ফেল?"

"কেন, যন্ত্র আমায় পথ দেখাইয়া দিবে বাবা।"

"একাকী এই বনের মধ্যে যাইতে তুমি ভীত হইবে না ত?"

লুই সগর্ব্বে তাহার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখ খানি উন্নত করিয়া উত্তর করিলেন, "ফ্রান্সের কোন রাজা কি কখন ভীত হইয়াছেন?"

রাজা বলিলেন, "ভাল তাহাই হউক।"—"এই যন্ত্র লও এবং এই আমার মুদ্রাধারটীও লও, কারণ, পথে তোমার

টাকার প্রয়োজন হইতে পারে। আইস এখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন পথে যাই; তুমি, দুঃসাহসী বাহাদুর পুরুষ ডাইন দিকে যাও, আমি বাঁ দিকে যাইব, এবং গড়ের ভিতরে তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইবে এই স্থির থাকিল।"

দুই পিতার হস্ত হইতে যন্ত্রটী লইবার সময় তাঁহার করচুম্বন করত "আচ্ছা বাবা" এই কথা বলিলেন এবং প্রফুল্ল মনে অরণ্যের নিবিড়তর অংশে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

রাজকুমার ও কৃষক।

প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যন্ত রাজকুমার যন্ত্র প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাজবাটীর নিকটে আসিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না। সম্মুখে একটী সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, তথায় কয়েক জন কৃষক শস্য কর্ত্তন করিতেছে। তিনি সেই কৃষকদের নিকট যাইতে লাগিলেন। "পথভ্রম হইয়াছে, আমাকে রাজবাটী দেখাইয়া দাও" এরূপ প্রার্থনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না—যন্ত্র ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্য লইবেন, ভ্রমেও

তাঁহার এমন ইচ্ছা হয় নাই; এখন কত বেলা হইয়াছে এইটীমাত্র জানিবার ইচ্ছা ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া একটা কুকুর ডাকিতে লাগিল। কুকুরস্বামী তাহাকে বারম্বার আপনার নিকট আহ্বান করিল, কিন্তু কুকুরটা তাহা শুনিল না। তখন কৃষক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাস্তের বাঁট দিয়া কুকুরকে বিলক্ষণ প্রহার করিল।

কুকুরের আর্ত্তনাদ শুনিয়া লুই কৃষকের নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন "তোমার এই সুন্দর কুকুরটী বেচবে ভাই?"

কৃষক ঐ বালককে রাজকুমার বলিয়া জানিত না, সুতরাং সমুচিত সম্মান না করিয়া উত্তর করিল "এত ব্যস্ত কেন বাবু, বাজার যত ধন আছে সমুদায় পাইলেও আমি মফকে বিক্রয় করি না, বুঝলে বাবু? মফ আমার দুঃখের একমাত্র সাথী, এ সংসারে আমার একমাত্র বন্ধু।"

"তবে তুমি উহাকে এত মার কেন?"

"যে অধিক ভালবাসে সেই অধিক মারে, বুঝলে বাবু?"

তখন রাজকুমার তোড়া হইতে একটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া কহিলেন, "শুন ভাই। যদি তুমি অতঃপর কুকুরটীকে এত অধিক ভাল না বাস, এমন অঙ্গীকার কর, তবে তোমাকে এই স্বর্ণমুদ্রাটী দি।"

এত অল্প বয়সের বালককে এরূপ মুক্তহস্ত দেখিয়া কৃষক বিস্মিত হইয়া কহিল, "কথায় কথায় এত টাকা দিতে চাও, ইহাতে যেন তোমাকে রাজার বেটা বলিয়া বোধ হয়।"

রাজকুমার সরলভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ তা আমিত তোমাদের রাজার বেটাই বটে।"

তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃষক কহিল, "ক্ষমা করুন রাজকুমার, ক্ষমা করুন, আপনাকে কুকুরটী দিতে চাহি নাই, এ অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনারই জানিবেন। আমার মক্ষ আপনারই, লউন, আমার মক্ষ লউন—এই লউন।"

রাজকুমার কহিলেন, "তোমার কথায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তুমি এইমাত্র বলিয়াছ যে, মক্ষ তোমার একমাত্র বন্ধু, আমার অনেক বন্ধু আছে, অতএব তোমার একমাত্র বন্ধুর বিয়োগ করিতে চাহি না। এখন সময় কত, আমি কেবল এই কথা জানিতে চাই।"

"ধর্ম্মাবতার। এখন বেলা তিনটা।" রাজকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেমন করিয়া জানিলে? তুমি কোথায় দেখ্‌লে? কৈ তুমিত ঘড়ি দেখ্‌লে না?"

"ধর্ম্মাবতার। যদি দুঃখী কৃষকেরা ঘড়ি না হইলে সময় ঠিক করিতে না পারিত, তবে তাহাদের কি কাজ চলিত? কেন আমাদের সূর্য্য আছে।"

"সূর্য্য দ্বারা কিরূপে সময় নিরূপণ কর?"

"একথা আমি আপনাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারি না বটে; কিন্তু এইমাত্র বলিতে পারি যে, সূর্য্যের উচ্চতা দেখিয়া আমরা সময় ঠিক করিয়া থাকি। যখন সূর্য্য প্রায় মাথার উপরে আসে ও ছায়া অত্যন্ত ছোট হয়, তখন

আমরা জানিতে পারি যে বেলা ঠিক দুই প্রহর হইয়াছে। পরে সূর্য্য ক্রমশঃ নামিতে আরম্ভ করিলে আমাদের শরীরের ছায়া যত বাড়িতে থাকে, তত বেলা একটা দুইটা তিনটা এইরূপ হয়। ধর্ম্মাবতার! কেবল ছায়া দেখিয়াই আমরা সময় স্থির করিয়া থাকি।"

"তুমি আমাকে যাহা শিখাইলে তাহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম।" এই বলিয়াই রাজকুমার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনর্ব্বার বনপ্রবেশ করিলেন। কৃষক পথ দেখাইবার নিমিত্ত কত বিনীতি করিল, কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। যন্ত্র ব্যতিরিক্ত অন্য কাহারও সাহায্য লইব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবিচলিত রাখিয়া সেই বনে নির্ভয় মনে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। অবশেষে কতবার পথ হারাইয়া অনেক ক্ষণের পর শ্রান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে রামবুইলের উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অন্য কাহারও সাহায্য না লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই পুলকিত হইয়া তাদৃশ পরিশ্রমকেও পরিশ্রম বোধ করিলেন না।

দর্শনমাত্র রাজা পুত্রের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহার মনোমধ্যে যে অতিশয় দুর্ভাবনা হইতেছিল, ঐরূপ ব্যগ্রতাই তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল। "লুই! আমার ভাবনা হইতেছিল যে বুঝি তুমি পথ হারাইলে।"

কুমার এই কথায় কিঞ্চিৎ ক্লিষ্টভাবে উত্তর করিলেন,

"পথ হারাইয়াছি? তাই বটে, কেন পথ ভুলিবার বিষয় কি ছিল?"

রাজা। "একবারে যে তোমার অভিমান ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখচি, আচ্ছা, যদি যন্ত্রটী নিকটে না থাকিত?"

"যন্ত্র নিকটে না থাকিলে আমার মনের টান্‌ই আমাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিত রাজা।"

তৃতীয় অধ্যায়।

কুলপরিচয়।

এক্ষণে সংক্ষেপে আমাদের বালনায়কের কুল ও জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন করা আবশ্যক; অগ্রে তাঁহার পিতার কথা বলি। ষোড়শ লুই পঞ্চদশ লুইএর পৌত্র। রাজপদে অধিরূঢ় হইবার পূর্ব্বে পিতামহ তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিভৃত ভাবে রাখিয়া রাজকার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞপ্রায় করিয়া তুলেন, সুতরাং তিনি রাজসভায় গমনাগমন রাজকার্য্য সমালোচন ও সংসারের ভাবগতি পর্য্যবেক্ষণরূপ কার্য্যোৎপাদ্য অভিজ্ঞতা বিহীন এবং বিধাতার নিগ্রহে অব্যবস্থিতচিত্ত, ভীরু, বাগ্‌যত ও অস্ফুটহৃদয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃ-

করণ সদ্গুণের আদর্শস্থল ছিল। অষ্ট্রিয়ার অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিসের ঔরসে মেরিয়া টেরেসা রাণীর গর্ভে মেরি আণ্টইনেট্ নাম্নী যে কুমারী জন্মেন, ১৭৭০ খৃঃ অব্দে লুই তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তখন লুইএর বয়স ষোল বৎসরের অধিক নয় ও মেরি আণ্টইনেটের পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম। অতিশয় যত্ন ও সুরীতি ক্রমে শিক্ষিত হওয়াতে রাজনন্দিনী নানা গুণের আধার হইয়াছিলেন। বিধাতাও তদীয় শরীর নির্ম্মাণ সময়ে অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বিতরণে সংযতহস্ত হয়েন নাই। মেরিয়া টেরেসা তাঁহার ভাবী জামাতাকে যে সকল পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এক খানি পত্রে এই কয়েকটী কথা ছিল।

"প্রাণাধিক যুবরাজ।"

"তোমার ভাবিনী ভার্য্যা আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। সে যেমন চির দিন আমার নয়ন পুত্তলিকা ছিল, তোমারও তেমনি লোচনানন্দদায়িনী ও চিত্তবিনোদিনী হইবে সন্দেহ নাই। আমি অনেক দিন হইতে জানিতাম যে, সে তোমার জীবনের সঙ্গিনী হইবে এবং যাহাতে তোমার সুখবর্দ্ধন করিতে পারে, আমি সেরূপ করিয়াই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি। আমি তাহাকে বিশেষ করিয়া এই উপদেশ দিয়াছি যে, তোমার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও, কিসে তুমি সুখী হও, সর্ব্বদা এই চিন্তা, এই ধ্যান, এই জ্ঞান, এই জপ, এই তপই, তাহার প্রধান ধর্ম্ম। আর আমি এ সংস্কারটীও তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছি যে, বিনীত

ভাবে সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের অর্চ্চনা করা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কারণ আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যিনি ইচ্ছানুসারে নিমেষ মধ্যে রাজসিংহাসন, ছত্র ও দণ্ড প্রভৃতি চূর্ণ করিতে পারেন, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে এবং তাঁহার কৃপাবলোকন না থাকিলে, প্রজাগণের হিতসাধন করা কাহার সাধ্য?।"

ঐ লাবণ্যময়ী কুমারী ভিয়েনা রাজধানী হইতে প্রস্থান করিলে সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হন। তিনি সকলেরই প্রীতিদায়িনী ছিলেন। সে যাহা হউক, রাজকুমারী মহাসমারোহে জর্ম্মন্ দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ফ্রান্সের প্রান্তবর্ত্তী এষ্ট্রাস্‌বর্গ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন। তথায় তাঁহার ভাবী সহচরীগণ ও ফ্রান্সদেশস্থ প্রধান প্রধান লোক সকল তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ উপস্থিত ছিলেন; তিনি সেই স্থানে তাঁহাদের হস্তে সমর্পিত হইলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ফরাসি দেশীয় একটী আচারের বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছিল।

কোন স্তরম্য হরিত ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে একটী সমৃদ্ধিশালী মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী মহল, মধ্যে একটী বৃহৎ গৃহ। এক মহল ভিয়ানাস্থ লোকজনের এবং অপর মহল ফরাসি রাজপরিজনের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত থাকে। রাজকুমারীর অঙ্গে বিদেশীয় বসন ভূষণ কিঞ্চিন্মাত্রও না থাকিতে পায় এই অভিপ্রায়ে, তিনি ফরাসি মহলে (যেখানে ফরাসি পরিচারিকাগণ তদীয় আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল) নগ্নপ্রায়া নীত হইলেন। লজ্জাশীল কুলকামিনীর

পক্ষে এরূপ অবস্থা কতদূর অসহ্য, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। দ্বারোদ্ঘাটন হইবামাত্র লজ্জায় মৃতকল্পা রাজকুমারী প্রধানা নবপরিচারিকার উদ্দেশে চারি দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন এবং দর্শনমাত্র তাঁহার ক্রোড়ে নিপতিত হইয়া সজল নয়নে ও সর্ব্বান্তঃকরণে কহিলেন, "সখি! আমাকে সকল দেখাইয়া শুনাইয়া দাও, আমাকে পরামর্শ দাও, সর্ব্ববিষয়ে আমার সহায় হও।" তাঁহার অপ্সরোদ্যুতি অথচ প্রশান্ত গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া কাহার সাধ্য সবিস্ময়ে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারে? তাঁহার স্মিতমুখে কাহার না মন ভুলে? যখন তাঁহার নবপরিচারিকারা ফরাসি রাজব্যবহারাভিমত বেশ বিন্যাস করিয়া দিল এবং যখন তিনি ফ্রান্সের রাজকামিনী রূপে তদ্দেশীয় রাজপুরুষ ও অনুচরগণের সম্মুখে নীত হইলেন, তখন তাঁহাদের ভূরি ভূরি হর্ষধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শত্রুবিজয়ী বীরের প্রত্যাগমনে যেরূপ উৎসব হয়, মেরি আণ্টইনেট্, সেইরূপ সমারোহে ফরাসি দেশের মধ্যভাগে নীত হইলেন। তিনি ভরসেইল রাজভবনে উত্তীর্ণ হইলে, সমারোহের আর সীমা রহিল না। বিবাহরাত্রিতে পারিস নগর মহা মহোৎসবে উল্লাসিত হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন সুখের সময়েও নব পরিণীত দম্পতীর একটী মহৎ দুঃখের কারণ ঘটিয়া উঠিল। বিবাহোৎসবের সময় রাজপথ এরূপ লোকাকীর্ণ হইয়াছিল যে, লোকের পদতলে দলিত হইয়া ৫৩ জন হত ও ন্যূনাধিক ৩০০ জন অত্যন্ত আহত হইল।

অনন্তর এই শুভ পরিণয় আরও একটী শোচনীয় ঘটনায় দূষিত হয়।

ঐ সময় একটী ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয়; তাহাতে অনেকে গতাসু ও অনেকে হত সর্ব্বস্ব হন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় রাজকুমার ও তাঁহার নবপ্রণয়িনী এরূপ দুঃখাভিভূত হইলেন যে, তাঁহাদের সাম্বৎসরিক সমুদায় বৃত্তি ঐ সকল বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থে প্রেরিত হইল। এই দয়ার কার্য্যে ও অন্যান্য সদ্গুণে মেরি আণ্টইনেট্ ফরাসিদিগের প্রগাঢ় অনুরাগ ভাজন হইতে পারিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বিবাহদিনাবধিই বিষম চক্রান্তে পরিবেষ্টিত হন। তাঁহার সমুদায় কার্য্য কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করা এবং লোকের অন্তঃকরণে তাঁহার প্রতি বিরাগ জন্মাইয়া দেওয়া কতকগুলি লোকের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠে।

রাজকুমার ও আণ্টইনেট্ প্রায়ই ভরসেইল প্রাসাদে বা তৎসন্নিহিত একটী অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ভবনে কালাতিপাত করিতেন। তথায় আণ্টইনেটের ঈপ্সিত কুসুমোদ্যানের অসদ্ভাব ছিল না এবং রাজকুমারের বাঞ্ছিত শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবারও কোন ব্যাঘাত জন্মিত না। রাজকার্য্য হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাঁহারা চারি বৎসর কাল এইরূপ সুখে অতিবাহন করিলেন, কিন্তু অতঃপর ফরাসি দেশের বৃদ্ধ দণ্ডধরের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাদের জীবনপ্রবাহের স্থিরতরগতি পরিবর্ত্তিত হইতে চলিল। ১৭৭৪ অব্দে মে মাসের প্রথমে যদি কেহ ভরসেইল রাজভবনে উপস্থিত হইতেন, তবে কি ভয়াবহ

দৃশ্যই তাঁহার নয়নগোচর হইত। পঞ্চদশ লুই ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু শয্যায় শায়িত; সভাসদ্‌গণের মধ্যে অনেকেই উহার সংক্রমণে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। অবশেষে মাসের দশম দিবসে রাজার মৃত্যু হইল। যুবরাজ প্রণয়িনীর সহিত তৎকালে কৃতান্তের বঙ্গভূমি হইতে অনতিদূরবর্ত্তী প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অকস্মাৎ একটী শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল, অভিমুখগামিনী বেগবতী স্রোতস্বতীর কল্লোলের ন্যায় উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মৃত মহারাজের পারিষদগণ রাজনিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন রাজা লুইকে অভিবাদন করিতে আসিতেছিলেন, তাহাতেই ঐরূপ শব্দ হয়। শব্দ শ্রবণমাত্র মেরি আণ্টইনেট এবং তাঁহার স্বামী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে হইল। উভয়ে তৎক্ষণাৎ অচিন্তিতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়া পার্শ্বস্থ দর্শকগণের মন দ্রবীভূত করিলেন। যুগপৎ ভূমিতে জানুপাত করিয়া গলদশ্রুলোচনে গদ্‌গদ বচনে বলিয়া উঠিলেন, "হে পরমেশ্বর! আমাদিগকে রক্ষা কর; আমাদের অপরিণত বয়স, শাসনকার্য্যের উপযুক্ত নহে, আমাদিগকে সুমতি প্রদান কর।"

মেরি আণ্টইনেট্ এক্ষণে ফ্রান্স রাজ্যের রাণী হইলেন বটে, কিন্তু তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হওয়াতেও তাঁহার প্রকৃত সুখের বৃদ্ধি হইল না। বহুদিবসাবধি রাজসভা নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়ার রঙ্গভূমি হইয়াছিল। ঈর্ষ্যা, দ্বেষ ও কুচক্রে সভা এরূপ পূর্ণ ছিল যে, তাহার হ্রাস করা কাহার সাধ্য? এতদ্ভিন্ন

তাঁহার আরও একটী অসুখের কারণ ঘটে। আশৈশব অমায়িক ভাবে শিক্ষিত আণ্টইনেট্ কাহাকে আদব কায়দা বলে জানিতেন না, সুতরাং ফরাসি দেশীয় নিরর্থক রাজকায়দায় তাঁহার আদর ছিল না। পরিচারিকাগণের হস্তে তাঁহাকে পুত্তলিকার ন্যায় থাকিতে হইত। তৃষ্ণাতুর হইলে স্বহস্তে জল লইবার সাধ্য নাই; পরিচারিকায় জল আনিয়া দিবে, তবে তিনি পান করিবেন। ভোজন কালে ভূমিতে জানুপাত করিয়া সকলে পরিবেশন করিবে (যেন তিনি দেব-প্রতিকৃতি)। বেশ বিন্যাস করিবার সময় অঙ্গ ধৌত করিতে হইলে স্বয়ং জল লইবার সাধ্য নাই। ফলতঃ নিতান্ত সামান্য কার্য্যও প্রধান রংশীয় কামিনী দ্বারা নিষ্পন্ন করাইতে হইত। কখন কখন যৎসামান্য কর্ম্মে ছয় জনের আবশ্যকতা হইত। এক জন পরিচ্ছদাগার হইতে বস্ত্র আনয়ন করিতেন, তিনি আবার আর এক জনকে দিতেন, তিনি আবার অপর এক জনের হাতে দিতেন, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ষষ্ঠ জনের হস্তে পড়িলে, উহা রাণীর অঙ্গে সন্নিবেশিত হইত। হয়ত, রাণী ইতিমধ্যে শীতে থর থর করিতে থাকিতেন। মেরি আণ্টইনেট্ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অকিঞ্চিৎকর কায়দাগুলিকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতেন এবং ঐ সমস্ত উঠাইয়া দিবার মানস প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার শত্রুদলের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কোন ফলই জন্মে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার কুৎসা হইবার এই প্রথম সূত্রপাত।

বিবাহের পর আট বৎসর পর্য্যন্ত রাণীর পুত্রাদি জন্মে

নাই। অবশেষে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর, একটী কন্যা জন্মিল। পুত্র হইলে যেরূপ মহোৎসব হইত, তেমন হইল না বটে, কিন্তু কন্যাজননেও সামান্য উৎসব হইল না। যখন ঐ সদ্যঃ প্রসূত কন্যাটী রাণীর ক্রোড়ে অর্পিত হইল, তখন তিনি বাৎসল্য ভরে সেটীকে বক্ষে ধারণ ও ঈষৎ পেষণ করত সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অয়ি অবোধে! সকলে যাহা আশা করিয়াছিল, তুমি তাহা হও নাই বটে; কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি আমার অল্প স্নেহের সামগ্রী নও। পুত্র হইলে রাজ্যের সম্পত্তি হইতে বটে, কিন্তু এখন তুমি কেবল আমারই সম্পত্তি হইলে। আমার কায মন তোমাতেই অর্পণ করিব, তুমি আমার সুখের অংশভাগিনী ও দুঃখের বিনোদন-স্থল হইবে।" রাণীর প্রসব দিনাবধি কয়েক রাত্রি সূতিকাগারে বহুতর সখীজন উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু রাজকায়দা অনুসারে শয়ন করা দূরে থাকুক, কেহই শয্যার মুখও দেখিতে পাইতেন না। ইহা দেখিয়া কোমলহৃদয়া রাণীর যথোচিত কষ্ট হইত। পরিশেষে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কতকগুলি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আসনগুলি অতি কৌশলে নির্ম্মিত হইল। ঐ গুলির পশ্চাদ্ভাগ উন্নত, উপবেশন করিলে উহা পৃষ্ঠদেশের আশ্রয় স্বরূপ হইত এবং কল টিপিয়া দিলে উহা অবনত হইয়া শয্যার কার্য্য সম্পাদন করিত। সখীগণের সুখ দুঃখের প্রতি মেরি আণ্টইনেটের এই রূপ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার নবপ্রসূত কন্যাটীর নাম মেরিয়া-টেরেসে রাখিলেন।

১৭৮১ খৃঃ অব্দে ২২শে অক্টোবর, রাণীর একটী পুত্র জন্মিল। তখন আপামর সাধারণ সকলেরই আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিক্ হইতে অগণন হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভরসেইল প্রাসাদ কিয়দ্দিন একবারে উৎসবময় হইয়া উঠিল। রাণী অতঃপর পুত্র কন্যার সঙ্গসুখে অধিক সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন, এবং তাহারা যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, রাণী তেমনি তাহাদের অন্তঃকরণে সদ্গুণ সমূহের বীজ বপন করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ফ্রান্স দেশে অতি ভয়ানক শীতের প্রাদুর্ভাব হইল, তাহাতে দীন জনের কষ্টের আর সীমা রহিল না। ঐ সময় ভরসেইল নগরস্থ দরিদ্রগণের দুঃখ মোচনার্থ রাণী স্বীয় বৃত্তি হইতে রক্ষিত সমুদয় ধন মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতে লাগিলেন এবং সন্তান-গণকে পরোপকার সাধন বিষয়ে উপদেশ দিবার এমন সুযোগও পরিত্যাগ করিলেন না। বৎসরের প্রথম দিন রাণী পুত্র কন্যাদিগকে পুত্তলিকা প্রভৃতি শিশুরঞ্জন নানা-বিধ দ্রব্য প্রদান করিতেন; এবারও (১৭৮৩ খৃঃ অব্দের প্রথম দিবসে) সেইরূপ নানাপ্রকার সামগ্রী আনয়ন করাইয়া একটী গৃহে সাজাইয়া রাখিলেন। পরে পুত্র কন্যার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন ও সেই সমস্ত সামগ্রী দেখাইয়া কহিলেন, "প্রিয়তম সন্তানগণ! তোমাদিগকে এই সকল উত্তমোত্তম দ্রব্য সামগ্রী দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার শীতার্ত্ত অনাথ লোকের শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ত্ত

দীনগণের আহার দানেই আমার সমুদায় অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। অতএব এ বৎসর কেবল এই সকল দ্রব্য দেখিয়াই তোমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।" পরে সন্তানগণের সঙ্গে বসিবার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন, "দেখ, তথাপি একটী অনুল্লঙ্ঘনীয় ব্যয় স্বীকার করিতে হইতেছে; যে ব্যক্তি ঐ সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দেখাইয়াছে, তাহাকে কিছু পুরস্কার দিতে হইবে।" ইহা বলিয়া দ্রব্য স্বামীকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন।

১৭৮৫ খৃঃ অব্দে ২৭ এ মার্চ্চ, মেরি আণ্টইনেটের আর একটী সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। আমাদের বাল নায়ক লুই চার্লস্ সেই সন্তান। রাজপরিবার সুখসাগরে ভাসমান হইলেন এবং রাজ্য সংক্রান্ত যে সমস্ত গোলযোগ হইতেছিল (১), তাহাও কিয়ৎকাল স্থগিত থাকিল। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে সোফিয়া নাম্নী কুমারীর জন্ম হয়; সে দিনও সুখের দিন, কিন্তু শৈশবাবস্থায় সেটী কালগ্রাসে পতিত হয়। কিছু কাল পরেই, রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র এরূপ লাবণ্যভ্রষ্ট ও দুর্ব্বল হইলেন যে, তিনি আশ্রয় ব্যতীত কোন মতে দাঁড়াইতে পারিতেন না। রাণী একে রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা ও অমঙ্গল লক্ষণ দর্শনে কাতর, তাহাতে আবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এরূপ দৌর্ব্বল্য, মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ জানিয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া কতই বিলাপ, কতই বা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইহার উপর আবার পার্শ্বস্থ

(১) এই সময় ফ্রান্স দেশে বিষম রাজবিপ্লবের পূর্ব্বলক্ষণ লক্ষিত হইতেছিল।

লোকের মধ্যে বিবাদ ও ষড়্যন্ত্র। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে রাজ-কুমারের মৃত্যু হইল এবং লুই চার্লস্ অথবা লুই (যে নামে তাঁহার পিতা ডাকিতেন) সেই অবধি "ডফিন্" (২) সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।

লুই চার্লস্ স্বভাবতঃ অতি নম্র প্রকৃতি ও বালক হইয়াও অবালবুদ্ধি; মুখমণ্ডলে পৈতৃক নম্রতা ও মাতৃক গৌরব সংমিলিত হইয়া বিরাজমান থাকিত। বয়োবৃদ্ধি সহকারে লুইর পুষ্পের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। এরূপ আড়ম্বরশূন্য ও স্বাস্থ্যসাধক বিষয়ে অনুরাগ উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত রাজা, প্রাসাদের সমীপবর্ত্তী এক খণ্ড ভূমি কুমারকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, তথায় রাজকুমার প্রতিদিন একখানি কোদাইল লইয়া অনন্যসহায় হইয়া কর্ম্ম করিতেন। ললাট বহিয়া ঘর্ম্ম বিন্দু পড়িলেও অন্যের সাহায্য লইতেন না। কেহ সাহায্য করিতে চাহিলে, তিনি বলিতেন, "না তা হবে না, আমার নিজের যত্নে হইতেছে বলিয়াই, মা এই ফুল গুলিকে এত ভাল বাসেন, অতএব পরিশ্রমে আমার ত্রুটি করা হবে না।" এই ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার বাল স্বামী প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে অতি উত্তম গোলাপ ও অতি সুগন্ধি ভাইয়লেট গুলি চয়ন করিয়া একটী তোড়া বাঁধিয়া মাতার শয্যায় রাখিয়া দিতেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সর্ব্বাগ্রে ঐ তনয় দত্ত প্রাতরুপ-

(২) ইংলণ্ডে যেমন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র "প্রিন্স অব্ ওয়েল্স্" উপাধি প্রাপ্ত হন, ফ্রান্স দেশেও সেইরূপ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী "ডফিন্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হারে বাণীর নেত্রপাত হইত। এদিকে রাজকুমার যবনিকার পশ্চাদ্ভাগ হইতে মাতার হর্ষবিকসিত স্মিতমুখখানি দেখিতে থাকিতেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই অন্তরাল হইতে বেগে আসিয়া পুরস্কার প্রার্থনা করিতেন। পুরস্কার একটী চুম্বন মাত্র, কিন্তু সেই চুম্বন তাঁহার এমনই মধুর লাগিত যে, যেমন দুর্দ্দিন হউক না কেন, বৃক্ষবাটিকা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া সেই পুরস্কার লাভ করা কিছুতেই নিবারিত হইত না।

এস্থলে একবার ইতিহাস স্থগিত রাখিয়া আমরা একটী কথা বলিতে চাই। যদি এরূপ উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিও স্নেহ প্রকাশ কালে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে না পারিলেন, যদি এরূপ ব্যক্তিকেও সাধারণ লোকের ন্যায় মুখ চুম্বন প্রভৃতি সাধারণ কার্য্য দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করিতে হইল, তবে *সামান্য লোকের আর আক্ষেপের বিষয় কি?* যাঁহারা এরূপ আক্ষেপ করিয়া থাকেন যে, প্রণয়পাত্রকে প্রচুর অর্থ দান, অথবা তাহার নিমিত্ত অপরিমেয় ক্ষতি স্বীকার প্রভৃতি প্রণয়সূচক কার্য্য হইতে পরমেশ্বর আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ দুঃখ পরিত্যাগ করুন। তাঁহারা সর্ব্বদা মনে এই কথা জাগরূক রাখুন যে, বিশেষ উপকার করা, কি বিষম বিপদ্ হইতে রক্ষা করা, সকলের ভাগ্যে ঘটে না বটে, কিন্তু সুখী ও সন্তুষ্ট করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। তাঁহারা এই মনে করিয়া আহ্লাদিত হউন যে, যদিও সামান্য বস্তু প্রদান করাও তাঁহাদের ক্ষমতার অতীত, তথাচ স্নেহদৃষ্টি, প্রণয়সূচক *যৎসামান্য কার্য্য*, পাছে প্রণয়পাত্র ক্লেশ পান, সর্ব্বদা এই

আশঙ্কা, জিহ্বাগ্রে উপস্থিত পরুষ বচন বহির্গত হইতে না দেওয়া, ইত্যাদি সামান্য শত শত প্রণয় লক্ষণ, কি পার্থিব কি পারলৌকিক কোন বন্ধুর নিকটেই অনাদৃত ও অনুপলক্ষিত হয় না।

রাজকুমার কখন কখন অবাধ্য ও লেখাপড়ায় অনাবিষ্ট হইতেন। এক দিন কোন দোষ করাতে তাঁহাকে নিম্নলিখিত-মত দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে কৃষকের সহিত রাজ-পুত্রের বনে দেখা হইয়াছিল, সেই কৃতজ্ঞ কৃষক তাহার মফ নামক কুকুরটি রাজকুমারকে উপঢৌকন দেয়; জনক জননী ও পুষ্পবাটিকা ভিন্ন মফ্ অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই ছিল না। ঐ দিন মফকে তাঁহা হইতে অন্তরে রাখা-স্থির হইল। রাজকুমার তাহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পান, অথচ তাহাকে দেখিতে না পান, এমন একটি গৃহে মফ অব-রুদ্ধ হইল। এই অদর্শন যন্ত্রণা রাজকুমারের যেরূপ অসহ্য হইয়াছিল, তাঁহার অনুরক্ত মফেরও তদপেক্ষা ন্যূন হয় নাই। মফ অবরোধকালাবধি দ্বারদেশে নখাঘাত ও আর্ত্তনাদ করিতে ছিল, অবশেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে রাজকুমার সজলনয়নে রাণীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মা! মফ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, উহার ত কোন দোষ নাই, তবে উহাকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছেন? যদি মফকে ছাড়িয়া দেন, তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, উহার পরিবর্ত্তে আমি রুদ্ধ হইয়া থাকিব, যতক্ষণ অনুমতি না করিবেন, ততক্ষণ বাহিরে আসিব না"। কুমারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, মফের পরিবর্ত্তে রাজকুমার

সেই নিভৃত গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বার উদ্ঘাটিত না হইল, ততক্ষণ স্থির ভাবে সেই অন্ধকারময় গৃহে অবস্থিতি করিলেন।

তাঁহার ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা যেমন নীতিবাক্যের অযথাভূত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তিনি ও সেই রূপ করিতেন। একদা বালদুর্দ্দম চাঞ্চল্য বশতঃ তাঁহাকে গোলাপ ঝাড়ের উপর পতিতপ্রায় দেখিয়া রাণী কহিলেন, "সাবধান সাবধান, কাঁটায় পড়িলে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, এমন কি চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে।"

রাজকুমার মহানুভাবস্বরে উত্তর করিলেন, "কেন মা! আপনিত জানেন যে, কণ্টকময় পথই মহিমার দ্বার।" রাণী বলিলেন, "বাক্যটী মহৎ বটে, কিন্তু তুমি এ মহাবাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পার নাই। শুদ্ধ উল্লম্ফনের আমোদে কণ্টক বনে চক্ষু আহত করাতে মহত্ত্বের কথা কি? যদি কোন বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সাধনে ঐ রূপ হইত, তবে প্রকৃত মহিমাই হইত বটে, কিন্তু অনর্থক এরূপ করিলে, কেবল নির্ব্বোধের কার্য্য হয়। প্রিয়তম লুই! যে সকল মহাত্মারা নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত অবলম্বন করিয়া ধন প্রাণ প্রভৃতি সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যতদিন সেই সকল প্রকৃত বীরের জীবনবৃত্ত পাঠ না কর, ততদিন পর্য্যন্ত কাহাকে মহিমা বলে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে।"

এক দিন তাঁহাকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দেখিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রী, রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কুমার

এখনই পড়িয়া যাইবেন।" রাণী উত্তর করিলেন, "পড়িতে শেখা মন্দ নয়।"

"কিন্তু অঙ্গে আঘাত লাগিতে পারে।"

"হাঁ, বেদনা সহিতে শেখাও আবশ্যক।"

রাণী অত্যন্ত পুত্রবৎসলা ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পুত্রকে বাবু করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়।

পারিসে পরিচালন।

রাজকুমার গ্রাম্য ক্রীড়ায় অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। এক্ষণে আমরা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে তাহার সেই ক্রীড়ার শেষ অঙ্কে উপস্থিত হইলাম। ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে রাজদম্পতি ভরসেইল প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, এমত সময়ে ফ্রান্স রাজ্যে অতি ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজ-পরিবার অত্যন্ত ভীত হইলেন। দুরদৃষ্ট বশতঃ ষোড়শ লুই অতি অশুভ সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অত্যাচারে রাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। বহু দিনাবধি প্রকৃতি পুঞ্জ অবিচার ও উৎপীড়ন

সহিষা আসিতেছিল। ষোড়শ লুই নানা সদ্গুণের আধার ছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহাকেই পূর্ব্বপুরুষ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। তাঁহার আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি অনুপযুক্ত মন্ত্রীবর্গে বেষ্টিত ছিলেন এবং যাঁহারা বিপদ্ কালে তাঁহার রক্ষায় যত্ন করিবেন, তাঁহারাই তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পারিস নগরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রজাগণকে শান্ত করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া রাজা ১৭ই জুলাই, স্বয়ং পারিস নগরে গমন করিলেন। পুরাবৃত্ত-অধ্যয়নকারী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, ইহাতে উপস্থিত ঝঞ্ঝা কিছু কাল স্থগিত থাকিল। প্রজাসকল সমবেত হইলে, যখন রাজা তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ করিবেন না, এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে "মহারাজ দীর্ঘজীবী হউন," এই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেক দিন হইতে এরূপ জয়শব্দ তাঁহার শ্রবণগোচর হয় নাই। তখন যেন রাজার বক্ষঃস্থলবিদ্ধ একটি দুঃসহ শল্য অপনীত হইল। এদিকে রাণী ভরসেইল প্রাসাদে থাকিয়া প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সকলেরই দ্বার রুদ্ধ; *রাজভবন নিস্তব্ধ; সমস্ত লোক শঙ্কাকুল ও রাজার প্রত্যাবর্ত্তনে* হতাশ। কিয়ৎক্ষণ পরেই রাজা প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মহিষী, ভগিনী ও সন্তানগণের আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। রাজা এই বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন,

"পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কোন বিপৎপাত হয় নাই; আরও সুখের বিষয় এই যে, কেহই হত হয় নাই। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার আদেশ ক্রমে কখন প্রজাগণের বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হইবে না।"

যে মহাভীষণ বিদ্রোহে ফরাসি দেশ শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছিল, যাহার সদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার জগতের মধ্যে আর কুত্রাপি সংঘটিত হয় নাই, এস্থলে যাহার অঙ্কুরোদ্গমমাত্র নির্দ্দেশিত হইতেছে, সেই অতুল তুমুল বিপ্লবের সবিশেষ বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। তবে আমাদের বাল নায়ক ও তাঁহার দুর্ভাগ্য জনক জননী সংক্রান্ত যে দুই একটি কথা প্রকৃত প্রস্তাবের উপযোগী, তাহা অবশ্যই বর্ণনা করিতে হইল। পারিস নগরবাসী ইতর লোকেরা নানা ছল করিয়া এই স্থির করিল যে, রাজাকে সপরিবারে ভরসেইল হইতে পারিসে লইয়া আসা উচিত। তদনুসারে ৫ই অক্টোবর, কতকগুলা ভীষণাকার পুরুষ ও পিশাচীবৎ বিকটাকার কতকগুলা স্ত্রী দলবদ্ধ হইয়া ভরসেইল অভিমুখে চলিল এবং রাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। যে সমস্ত অমাত্য ও বন্ধু বান্ধব বিপদ্ সময়ে সহায় হইবেন, রাজপরিবারের মনে ভরসা ছিল, তাঁহারা সকলেই কার্য্যকালে পলায়ন করিলেন। কেবল কতকগুলি প্রভুভক্ত ভৃত্য ও দ্বারপাল মাত্র নিকটে রহিল। রাজপরিবারগণকে নানাবিধ অসহ্য কদর্য্য অবমাননা সহ্য করিতে হইল এবং অতি কষ্টে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা পাইল। অবশেষে

বল পূর্ব্বক তাঁহারা যান মধ্যে নিক্ষিপ্ত ও পারিস নগরের অভিমুখে চালিত হইলেন। সহস্র সহস্র ইতর লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। ভরসেইল পরিত্যাগ কালে রাজা যত প্রকার দুর্ব্বিষহ ক্লেশ পাইলেন, তাহার মধ্যে প্রিয়তম পুত্রকে যে বিশুদ্ধ গ্রাম্য সমীরণ হইতে নগরের অপেক্ষাকৃত দূষিত বায়ুতে লইয়া যাইতে হইল, এটীও সামান্য নহে। রাজকুমারও দুঃখে অধীর হইলেন। তাঁহাকে নিজ ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান হইতে অন্তর হইতে হইল বলিয়া, দুঃখে যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আহা। যে সুন্দর ফুলগাছগুলিকে আমি আপনার যত্নে এত বড় করিয়া তুলিয়াছি, সেগুলি জল না পাইয়া শুকাইয়া যাইবে।" তাঁহার সান্ত্বনা সম্পাদনার্থে যখন বলা হইল যে, নগরে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে পাইবে, তখন তিনি উত্তর করিলেন, "আমি নিজে জল ঢালিয়া যে ফুলগাছগুলিকে এত বড় করিয়াছি, সে গুলিকে যত ভাল বাসি, অন্যগুলিকে তত ভাল বাসিব না।"

চতুর্দ্দিকে স্ত্রী ও পুরুষের ভয়ানক মূর্ত্তি দর্শনে ও তাহাদিগের অট্ট অট্ট হাস্যধ্বনি শ্রবণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রাজকুমার জননীর ক্রোড় জড়াইয়া ধরিলেন। রাণী একবার তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন, আর একবার অক্ষুব্ধভাবে সেই ভীষণ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন—শোণিতপাত ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। যখন ঐ সকল ইতর লোক একত্র হইয়া

রাজভবনে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে, তখন যে সকল দ্বারবান্ অন্তঃপুর রক্ষা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জনের প্রাণ-বধ হয়। ঐ হত প্রহরীদ্বয়ের ছিন্ন মস্তক দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ডে সন্নিবেশিত করিয়া একদল লোক রাজশকটের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। ঐ পামরেরা নৃশংসতার যেরূপ পারিপাট্য দেখাইল, বোধ করি ফরাসি জাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতির সেরূপ পারিপাট্য স্বপ্নেও মনে আইসে না। পথিমধ্যে কোন কেশবিন্যাসকারীর আবাস ছিল, পাষণ্ডেরা তথায় উপস্থিত হইয়া সেই বীরপুরুষদ্বয়ের ছিন্ন মস্তক তৎকাল-প্রচলিত প্রথা অনুসারে বল পূর্ব্বক সজ্জীভূত করাইয়া লইয়া চলিল। উহাদের পশ্চাদ্ভাগে সৈনিক, নাগরিক ও স্ত্রী লোকের জনতা—অনির্ব্বচনীয় ভয়াবহ জনতা—পৃথিবীর জঘন্যতম জীবের জনতা—মন্দগমনে আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বা কামানের উপর, কাহারও বা হস্তে চাকচক্যশালী বন্দুক ও বল্লম এবং অনেকের হস্তে সপত্র বৃক্ষ শাখা, দূর হইতে বোধ হইল, যেন নরমাংসলোলুপ উন্মদ রাক্ষসগণের বিকট হাস্যে শঙ্কিত একটী সঞ্চারিণী বনভূমি। রাজপরিবারের শকটসকলের পশ্চাৎ রাজার অনুরক্ত যোদ্ধা সকল, কেহবা অশ্ব পৃষ্ঠে কেহবা পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই উষ্ণীষবিহীন, শ্রান্ত ও আহার নিদ্রাভাবে অত্যন্ত অবসন্ন। তাঁহাদের পশ্চাতে মহাসভার সভ্য মহাশয়দিগের শকট ও তাহার পর পারিস নগরস্থ সেনাগণ।

পারিসে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে রাত্রি উপস্থিত হইল। পিশাচীগণ শকটের নিকটে আসিয়া রাজা ও রাণীর প্রতি যৎপরোনাস্তি কটু ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। নৈসর্গিক কারণ বশতঃ ঐ সময়ে ফ্রান্স দেশে এক প্রকার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। রাজাই সেই অনিষ্টের কারণ বলিয়া সংস্কার থাকাতে তাহারা বলিতে লাগিল যে, রাজা এখন আমাদের হাতে পড়িয়াছেন, এখন আর রুটি মহার্ঘ বা দুষ্প্রাপ্য হইবে না। "এখন রুটিওয়ালা, রুটিওয়ালার বৌ, রুটিওয়ালার বেটা, সকলকেই ধরিয়াছি," এই বলিয়া শকটের বাতায়নের নিকটে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সমস্ত কটূক্তি, আহ্লাদধ্বনি, গীত ও মধ্যে মধ্যে বন্দুকের শব্দ, ইহার কিছুতেই রাণীকে বিহ্বল করিতে পারিল না। তাঁহার মুখচন্দ্রমায় পূর্ব্ববৎ প্রভা ও প্রসন্নতা লক্ষিত হইতে লাগিল; ভয় রূপ ঘনসঞ্চার তাহার বিমল জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিতে পারিল না।

পারিসের রাজবাটীতে বহুকাল কেহই বাস করেন নাই; সুতরাং গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই অপরিষ্কৃত গৃহ মধ্যেই রাজপরিবারকে প্রবেশ করিতে হইল। এই দিন অবধি রাজাকে কারারুদ্ধ বলিতে হইবে। পর দিন প্রাসাদের নিকট একটা শব্দ হওয়াতে রাজকুমার ভীত হইয়া মাতৃক্রোড়ে নিপতিত হইলেন ও বলিলেন, "মা! আবার কি কালিকার মত হইল?" অবোধ বালক কিছুই জানেন না, কি জন্য এই মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহার কিছুই বুঝেন না। কিন্তু এই বিদ্রোহ চরমে

তাঁহার পক্ষে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিয়াছিল! কিছু দিন পরে রাজকুমার বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট গেলেন। যাইবামাত্র, রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি লুই! তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ বল।" লুই কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, "বাবা! যে প্রজাগণ তোমাকে পূর্ব্বে এত ভাল বাসিত, তাহারা অকস্মাৎ এত রাগিয়াছে কেন, তুমি উহাদের এমন কি করিয়াছ?"

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে ক্রোড়ে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, "লুই! যাহাতে প্রজাগণের সুখ বৃদ্ধি হয়, আমি নিরন্তর সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। কেবল যুদ্ধে যে সকল ঋণ হইয়াছিল, সেই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ চাহিয়াছিলাম। তাহাতে মহাসভার সভ্যেরা আমার বিপক্ষ হইলেন এবং কহিলেন যে, অর্থ দেওয়া ও না দেওয়া বিষয়ে প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা; তাহাদের মত হয় পাবেন, নচেৎ পাইতে পারেন না। অতঃপর আমি প্রত্যেক নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিলাম। সকলে সমবেত হইয়া আমার আধিপত্য ও ক্ষমতার লাঘব করিতে চাহিলেন। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। সম্মত হইলে আমার অসম্মান হইত; আর প্রিয়তম! তুমি আমার উত্তরাধিকারী, তোমার প্রতিও অন্যায়াচরণ করা হইত। এক্ষণে অসূয়াপরতন্ত্র লোকের কুপরামর্শে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া এই কয়েক দিন অত্যাচার করিতেছে, এ বিষয়ে প্রজাগণের বড় দোষ নাই।"

অতঃপর রাজকুমার এই সমস্ত ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝিতে এবং পিতা মাতার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকেই প্রীত করিতে চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কি মহাসভার সভ্য, কি সৈন্যাধ্যক্ষ, কি বিদ্রোহের নেতৃগণ, যাঁহার সঙ্গে যখন কথাবার্ত্তা হইত, তখনই তাঁহার সহিত সাদর ব্যবহার করিতেন। রাণী নিকটে থাকিলে পরক্ষণেই অমনি যাইয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিতেন, "মা! কিছু অন্যায় করি নাই ত?"

প্রাসাদ সংলগ্ন সমুদায় উদ্যান রাজপরিবার আর ভোগ করিতে পাইতেন না, অধিকাংশই মহাসভা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজভোগ্য অংশের মধ্যে এক খণ্ড ভূমি মাত্র রাজকুমারকে প্রদত্ত হইল। তথায় তিনি অনায়াসে স্বীয় পুষ্পানুরাগ চরিতার্থ করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাও নিষ্কণ্টক হইল না। মহাসভা হইতে এই আদেশ হইল যে, কয়েক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহার নিকট প্রহরী থাকিবে। রাজকুমার প্রিয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রহরীদিগকে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেন এবং সহাস্যবদনে তাহাদের মধ্যে পুষ্প বিতরণ করিতেন। কখন কখন বলিতেন, "যদি মা ফুল অধিক ভাল না বাসিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আরও ফুল দিতে পারিতাম।" অনন্তর ক্রমশঃ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, তিনি আর তাহাদের সমাদর বা আহ্বান করিতে পারিতেন না। একদা তাহারা বেড়ার ধারে পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতেছিল দেখিয়া, তিনি মৃদুস্বরে

এই বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন, "আমার স্থান অতি অল্প, তোমাদের সকলকে ডাকিয়া সমাদর করিতে পারিতেছি না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছি।"

কোন দরিদ্র স্ত্রীলোক এক দিন উদ্যানের মধ্যে গিয়া তাঁহার হস্তে এক খানি অভিযোগপত্র অর্পণ করিয়া কহিল, "রাজকুমার! যদি আপনি আমার এই প্রার্থনাটী সফল করাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি রাজমহিষীর ন্যায় সুখিনী হইব।" অভিযোগপত্রখানি হস্তে লইয়া অনির্ব্বচনীয় শোকভরে কহিলেন, "কি বলিলে, রাজমহিষীর ন্যায় সুখিনী হইবে? আমি এক জন রাজমহিষীকে জানি, তিনি দিবারাত্রি কেবল অশ্রু বিসর্জ্জনই করিয়া থাকেন।"

পঞ্চম অধ্যায়।

অন্ধকারময় অশুভসূচনা—কারাবাস।

রাজপরিবার অতি শঙ্কিত ও ম্লানচিত্তে ১৭৯০ ও ১৭৯১ খৃঃ অব্দ অতিবাহন করিলেন। সকলেই দোষারোপ করিত, সর্ব্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন হওয়াতে, রাজার মুখমণ্ডল একপ প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিত

হইয়াছিল যে, প্রণয়িনীর প্রণয়গর্ভ স্মিত, কি আত্মজের অমৃত-নিস্যন্দিনী কথা বার্ত্তা, কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না। কয়েক মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রায়ই কোন বাক্য উচ্চারণ করেন নাই। এদিকে রাণীর অধিকাংশ সময় কেবল অশ্রুবিসর্জ্জনেই যাপিত হইত। অবশেষে ভয় ও বন্ধুগণের অনুরোধে রাজা সপরিবারে রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন। সকলে অবগত আছেন যে, তাঁহারা পথিমধ্যে ধৃত হইয়া পারিস নগরে পুনরানীত হন। বিদ্রোহী সভা হইতে বার্ণেভ্ নামক এক ব্যক্তির উপর তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার ভার সমর্পিত হয়। ঐ সময়ে বিদ্রোহীদিগের কোটের বোতামে "স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু" এই কয়েকটী কথা উৎকীর্ণ থাকিত। রাজকুমার বার্ণেভের গাত্রবস্ত্রে এই কয়েকটী কথা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "উহার অর্থ কি? স্বাধীনতা কাহাকে বলে মা?" রাণী কহিলেন, "বৎস! স্বাধীন ব্যক্তি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে।" "তবে ত, মা! আমরা স্বাধীন নই।"

পলায়নের চেষ্টা করাতে, রাজপরিবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কষ্টে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই অবধি তাঁহারা আর কখনই প্রহরীদিগের চক্ষুর অন্তরাল হইতে পারিতেন না এবং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা ও লিপি প্রভৃতি কিছুই আর গোপন ভাবে চলিত না। এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাণী এরূপ উৎকলিকাকুল হইলেন যে, অকাল বার্দ্ধক্য সহসা আসিয়া তাঁহার মুখশ্রী হরণ করিয়া লইল।

রাজা ও রাজপরিবার ধৃত ও পারিসে পুনরানীত হইবার কিছু দিন পরে একদা রাজকুমার কহিলেন, "মা! তোমার চুলগুলি কি শাদাই হইয়াছে!" রাণী উত্তর করিলেন, "প্রিয়তম! যখন ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখের কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে, যখন তোমার পিতার এরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তখন এমন সামান্য বিষয়ের কথা কহিবার সময় নয়।" ফলতঃ রাণীর তাদৃশ সুললিত কেশকলাপ দুর্ভাবনায় একবারে শুভ্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাণীর বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষের অধিক নয়, কিন্তু, তিনি এক রাত্রির মধ্যেই সপ্ততি বর্ষীয়া প্রাচীনার ন্যায় শুভ্রকেশী হইয়াছিলেন।

১৭৯২ অব্দে ২০শে জুন, পারিসনগরস্থ কতকগুলা ইতর লোক দলবদ্ধ হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করে এবং "রাজা কোথায়, রাণী কোথায়" এই বলিয়া পিশাচবৎ গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়। রাজদম্পতি সশঙ্কচিত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই ভয়াভিভূত হন নাই। তাঁহারা দুই তিন জন ভৃত্যের সহিত একটী গৃহের কোণে দাঁড়াইয়া ভবিতব্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে পামরেরা সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল এবং অতিভয়ানক ও অপমান সূচক চিহ্ন ও চিত্র দেখাইতে লাগিল। এক জনের হস্তে একটি ছোট ফাঁসিকাঠ ছিল, তাহাতে একটী অতি কুৎসিত পুত্তলিকা ঝুলিতেছিল; উহার গাত্রে "মেরি আন্টইনেট্" এই নাম অঙ্কিত। আর এক জনের হাতে এক খানি কাষ্ঠফলক,

তাহাতে একটা বৃষভের হৃৎপিণ্ড সংলগ্ন; নিম্নে "ষোড়শ লুইর হৃৎপিণ্ড" এই কথা গুলি লিখিত। যাহা হউক, এবার কাহারও প্রাণবিনাশ হয় নাই। কিন্তু কিছু দিন পরে, (আগষ্ট মাসের দশম দিবসে) রাজভবন পুনরাক্রান্ত ও শোণিত-প্রবাহে একবারে পরিপ্লুত হয়। আট শত রাজসৈন্য রাজ-পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিত, এবার তাহাদের সকলকেই প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন স্বরূপ প্রাণ দান করিতে হইল। তাহারা যেরূপ নৃশংসতা সহকারে বিনাশিত হয়, তাহা বর্ণন করিলে আমাদের ও পাঠকগণের অন্তঃকরণ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইত, কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এস্থলে তাহার বর্ণনার আবশ্যকতা হইল না। ঐ দিন ষোড়শ লুইর পুত্র (যিনি আর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রহিলেন না, কারণ এখন অবধি ফ্রান্সে রাজ-তন্ত্র স্থগিত হইয়া সাধারণতন্ত্র প্রচলিত হয়) পরিবারের সহিত দুঃখ ও বিপদের অংশভাগী হইলেন। তিনি এই বিপদ্-সময়ে পদে পদে বালদুর্ল্লভ সাহস প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। যখন রাজপরিবারের আশ্রয়ভূত গুপ্ত স্থানটী পর্য্যন্ত পাষণ্ডদের কুঠারাঘাতে ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিল, যখন রাণী নিশ্বাস সংযত করিয়া প্রত্যেক কুঠারধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন রাজকুমার রাণীর ভয়শিথিল করপল্লব হইতে স্বীয় হস্ত উৎক্ষেপ করিয়া লইলেন এবং ভূমিতে জানু পাত ও কোমলাঞ্জলি ঊর্দ্ধে উত্তো-লন করত জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে পরমেশ্বর! মাকে রক্ষা কর—তুমি মনে করিলে, সকলই করিতে পার, এই সকল দুষ্ট লোককে দূর করিয়া দাও—একটী দুঃখিত

বালক তাহার মাযেব রক্ষাব নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা কবিতেছে, তুমি কি তাহাব কথায অবহেলা কবিবে?" যেন এই অকৃত্রিম সবলোদাব প্রার্থনাটী পবিপূবিত হইল, তৎক্ষণাৎ কুঠাব শব্দ নিবৃত্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে এই ঘোষণা হইল যে, প্রজাবা বাণীব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে অভিলাষী হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকাব লাভে বাজার ও বাজপবিবারেব কোন বিশেষ উপকাব দর্শিল না বটে, কিন্তু আপাতবিপৎপাত হইতে তাঁহাদিগেব বক্ষা পাওযা হইল।

ইহাব পব যে সমুদায় ঘটনা ঘটিযাছিল, বাহুল্য ভযে আমবা এস্থলে তৎসমুদাযেব বর্ণনায ক্ষান্ত থাকিলাম; তবে প্রকৃত প্রস্তাবেব উপযোগী বলিযা এই একটী মাত্র ঘটনাব উল্লেখ কবিতে হইতেছে। কিছু দিন গত হইলে বাজা, রাণী, ব'জকুমাব, বাজকন্যা ও বাজভগিনী এলিজাবেথ্ এই সকলকেই "টেম্পল" নামক প্রাচীন সুদৃঢ় কাবাগাবে অবরুদ্ধ হইতে হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:০:—

টেম্পল—কারাগার।

টেম্পল অন্ধকারময় ও অত্যন্ত ভয়ানক স্থান। রাজ-কুমার এখানেও একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার উপযুক্ত স্থান

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথায় সূর্য্যকিরণের অসদ্ভাব ছিল বলিয়া যদিও ফুল গুলি সুজাত হইত না, তথাপি পুষ্পপ্রিয় রাজকুমারের নিকট সেগুলিও মহা সমাদরের সামগ্রী, সুতরাং বৃক্ষবাটিকার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, প্রস্থানোদ্যম প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতি সমধিক হৃদ্য কার্য্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিতে পারে কাহার সাধ্য?

কারাগারের মধ্য স্থলে একটী বৃহৎ গৃহ ছিল, সেই গৃহে তাঁহাদিগকে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত। যাঁহার সৌমিত্র গুণের প্রাচুর্য্য বিষয়ে শত্রুপক্ষীয়েরাও বিসম্বাদী ছিল না, সেই ষোড়শ বর্ষ এই স্থানে আপনার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজকুমারের শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন। কুমারের স্বভাবতঃ সতেজ সুকুমার ক্ষিপ্রবুদ্ধি উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত করাই, তাঁহার অনুপম আহ্লাদের বিষয় ছিল। কুমারের বাল্যক্রীড়া, বালভাষিত ও বালবৈদগ্ধী দর্শন ও শ্রবণে জনক জননীর তাদৃশ মলিন মুখারবিন্দও সময়ে সময়ে বিকসিত হইয়া উঠিত।

প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজা পুত্রের পাঠ্য বিষয় স্থির করিতেন; বেলা দশ ঘটিকার সময় সকলে রাণীর গৃহ মধ্যে সমবেত হইলে পাঠারম্ভ হইত। পাঠের সময়টী কি মধুময় হইয়াই উঠিত! যত ক্ষণ পাঠ চলিত, তত ক্ষণ সকলেই ভূত ভবিষ্য বিষয়ক ভাবনা বিরহিত হইতেন। তাঁহাদের কিরূপ ঐশ্বর্য্য ছিল, পরিণামেই বা কেমন দুর্দ্দশা ঘটিবে, ঐ সময়, এই সমস্ত চিন্তা ভ্রমেও একবার মনে উদিত হইত না; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই অপূর্ব্ব সাংসারিক আনন্দের

সময়েও, মধ্যে মধ্যে, বহিঃস্থ লোকের চীৎকার তাঁহাদের কর্ণ-কুহর বিদীর্ণ করিত। কখন কখন বধ্যমান হতভাগ্যদিগের আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইত এবং যেন স্পষ্টাভিধানে তাঁহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিত যে, কেবল স্বাধীনতা ও সিংহাসন ভ্রষ্ট হওয়াতেই তাঁহাদের দুর্দ্দশার চরমসীমা উপস্থিত হয় নাই। অবিচলিত ভাবে বিপৎপাত সহ্য করা সামান্য সাহসের কর্ম্ম নয়; ষোড়শ লুইর সেই সাহস বিপদ্ সহকারে বৃদ্ধি পাইতেছিল, যেমন নূতন নূতন ভয়াবহ ব্যাপারের নিবৃত্তি হইত, অমনি ভয়ার্ত্ত পরিবারমণ্ডলীর বিনোদনার্থ তিনি রাজকুমারকে নূতন নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। কখন কখন প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং রাজকুমারের উত্তর গুলি প্রায়ই জননী ও পিতৃষসার অশ্রুপ্রবাহ স্থগিত করিয়া ফেলিত।

একদা ঐরূপ সময়ে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "বল দেখি লুই! এমন কি সামগ্রী আছে, যাহার রং শাদা ও কালতে মিশ্রিত, আধ ছটাকও ভারি নয়, দিবা রাত্রি বাতাসের মত ভ্রমণ করে এবং চুপ করিয়া থাকে, অথচ হাজার কথা বলিয়া দেয়?"

"ঘোড়া, বাবা! ঘোড়া; ঘোড়া শাদা ও কালতে মিশ্রিত হয়, ঘোড়া খুব দৌড়ায় এবং ঘোড়াতে কথা কয় না।"

রাজা—"আচ্ছা বাবা! এত হলো, কিন্তু ঘোড়া যে আধ ছটাকের অধিক ভারি হইবে, বিশেষতঃ ঘোড়াতে যে অনেক সংবাদ দিয়া থাকে, এ ত শুনি নাই।"

"এখন ঠিক্ বুঝেছি বাবা! সংবাদপত্র।" এই বলিয়া রাজকুমার এত উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন যে, তদীয় উৎকণ্ঠাকুল জনক জননী প্রভৃতিকেও তাঁহার প্রতিধ্বনি করিতে হইল।

"আচ্ছা, তোমাকে আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, লুই! বল দেখি, কাহার শ্রী, স্বভাব ও মহত্ত্ব সকলকে অতিক্রম করিয়াছে?—"কেন, সে মা ভিন্ন আর কে হবে?" এই বলিয়া রাজকুমার রাণীর অঙ্কে আত্ম সমর্পণ করিলেন।

রাজা কহিলেন, "লুই! তুমি আমার প্রশ্ন সাঙ্গ হইতে না হইতেই উত্তর দিয়াছ। আমার প্রশ্ন এই, যাহার শ্রী, স্বভাব ও মহত্ত্ব সকলকে অতিক্রম করিয়াছে, অথচ সে অধিকাংশ লোকের প্রিয় নহে, সে কে?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন, "সে সত্য; কিন্তু ঠিক্ কথা বলিতে হইলে বাবা। এই উত্তর আমার নয়, দিদী আমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছিলেন।"

এইরূপ বুদ্ধির চালনা ও রাজার উদ্ভাবিত এক প্রকার ভূগোল ক্রীড়াতে রাজকুমারের বিশ্রাম কাল অতিবাহিত হইত। ঐ ভূগোল ক্রীড়া এইরূপ—একটী ব্যাগের মধ্যে প্রধান প্রধান নগরের নাম লেখা কতকগুলি টিকিট থাকিত, যে খানি হাতে উঠিত, ব্যাগ হইতে সেই খানি বাহির করিয়া তাহাতে যে স্থানের নাম লেখা থাকিত, ভূচিত্রে সেই স্থান নির্দ্দেশ ও ঐ স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতে হইত, যে অধিক কথা বলিতে পারিত, তাহারই জয় হইত।

১৭৯২ অব্দের শরৎকাল এই রূপে অতীত হইল, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা সমভাবেই রহিল। এক দিন সায়ং কালে গৃহ আলোকিত হইলে, যখন পরিজনবর্গ বসিবার গৃহে সমবেত হইলেন, তখন লুই বালস্বভাব সুলভ কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি যে বই খানি এত মনোযোগ করিয়া পড়িতেছ, ওখানি কি বাবা?" রাজা উত্তর করিলেন, "এখানি ইংলণ্ডের রাজা হতভাগ্য প্রথম চার্লসের ইতিবৃত্ত।" তখন রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহাকে হতভাগ্য বলিলে কেন বাবা! তাঁহাকেও কি প্রজারা তোমার মত বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল?" "হাঁ বাবা। তাহাই বটে, আমাদের দুই জনের জীবনবৃত্ত প্রায়ই একরূপ, আর বুঝি জীবনান্তও একই প্রকার হয়।"—এই কথা শ্রবণ মাত্র রাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতর নয়নে স্বামীকে নিরীক্ষণ করিলেন—"সে যাহা হউক, প্রথম চার্লসের ইতিবৃত্ত বুঝা এখন তোমার পক্ষে সহজ নহে, তুমি বড় হইলে উহা পড়িবে। সংপ্রতি তোমার জন্য এই এক খানি নূতন পুস্তক আনাইয়াছি, বোধ করি চার্লসের দুঃখজনক ইতিবৃত্ত অপেক্ষা ইহা তোমার প্রিয়তর হইবে।" রাজকুমার বলিলেন, "বেশ হয়েছে বাবা। এতে অনেক গল্প রয়েচে দেখ্‌চি, একটা চেঁচিয়ে পড়িব বাবা?" রাজা বলিলেন, "ভালইত; প্রথমেই আর্থরের যে গল্পটী আছে উহা পড়। এই গল্প পাঠ করিলে, বালকেরা দুঃখভার বহন করা শিখিতে পারে।" ডফিন্ পড়িতে আরম্ভ করিলেন:—

"বার্ণার্ড নামক এক জন অতি সামান্য শ্রমজীবী ব্যক্তির

ছয়টী সন্তান ছিল। বার্ণার্ড সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহা আপনার ও সন্তানগণের ভরণ পোষণে পর্য্যাপ্ত হইত না। সুতরাং কিরূপে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে, এই চিন্তাতেই সে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিত। দুর্ভাগ্য ক্রমে একবার দেশ মধ্যে অল্প পরিমাণে শস্য জন্মিল ও দ্রব্য সামগ্রী অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া উঠিল। বার্ণার্ড দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণকে উদর পূরণ করিয়া আহার দিতে পারিত না। কষ্টের চরম সীমা উপস্থিত হইল। এক দিন পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া বার্ণার্ড সজল নয়নে বলিতে লাগিল, 'প্রাণাধিক সন্তানগণ! আহার সামগ্রী এমনই মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াও তোমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির উপযুক্ত রুটি সংগ্রহ করিতে পারি নাই, এই যে রুটি খানি আনিয়াছি, ইহাতেই আমার সমস্ত দিনের বেতন ফুরাইয়া গিয়াছে, অতএব কি করিবে, ইহার এক এক অংশ লইয়াই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে; যদিও উহাতে তোমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না বটে, কিন্তু কোন মতে প্রাণধারণ করিয়া থাকিতে পারিবে।' ইহার পর সে আর কথা কহিতে পারিল না; দুঃখে বাক্‌রোধ হইয়া আসিল। তখন ঊর্দ্ধ দিকে নেত্রপাত করিয়া হু হু করিয়া কান্দিতে লাগিল। সন্তানগণও কান্দিতে আরম্ভ করিল এবং মনে মনে পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, 'পরমেশ্বর! আমাদের সহায় হও, আমরা নিতান্ত দীন হীন বালক, আমাদের পিতার সহায়তা কর এবং দেখো যেন

আমরা অন্নাভাবে মা মারা পড়ি।' বার্ণার্ড রুটি খানিকে সমান সাত অংশে বিভক্ত করিয়া আপনি এক ভাগ লইল এবং সন্তানদিগকে ছয় ভাগ লইতে আদেশ করিল। কিন্তু আর্থর্ নামক পুত্রটী আপন ভাগ লইল না। সে কহিল, 'বাবা! আমার অসুখ বোধ হয়েছে, আমার কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই, আমার ভাগটী হয় তুমি লও, নাহয়, সকলকে ভাগ করিয়া দাও।' 'তোমার কি অসুখ হয়েছে বাবা।' এই বলিয়া বার্ণার্ড তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া লইল। 'আমার বড় অসুখ হয়েছে, বড় অসুখ হয়েছে বাবা।' বার্ণার্ড তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্রোড়দেশ হইতে একটী শয্যায় শায়িত করিল এবং পর দিন প্রাতঃকালে এক জন চিকিৎসকের বাটীতে গিয়া কহিল, 'মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া আমার একটী পীড়িত পুত্রকে, একবার দেখিতে হইবে।' দয়াশীল চিকিৎসক মহাশয় যদিও নিশ্চিত জানিতেন যে, বার্ণার্ডের বাটীতে দর্শনী মিলিবে না, তথাপি বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন এবং আর্থরের শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার হাত দেখিলেন। হাত দেখিয়া কোন বিশেষ পীড়া বোধ হইল না। তিনি কেবল ধাতুস্নিগ্ধকর কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় আর্থর্ বলিল, 'মহাশয়! আমার জন্য কোন ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন না, আমি আপনার কোন ঔষধ খাইতে পারিব না।'

চিকিৎসক মহাশয় ঔষধ না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সে গোলমাল করিয়া প্রশ্ন এড়াইবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। চিকিৎসক বলিলেন, 'তুমি অশান্তপনা করিতেছ; আমি তোমার বাবাকে বলিয়া দি।' এই কথা শুনিয়া আর্থর্ অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িল এবং অতঃপর আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারা দুঃসাধ্য ভাবিয়া বলিল, 'মহাশয়! যদি আর কেহ না শুনে, তবে আপনাকে আমি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি।'

চিকিৎসক আর্থরের ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে সে স্থান হইতে কিছু দূরে যাইতে বলিলেন। আর্থর্ বলিতে আরম্ভ করিল, 'মহাশয়! সময় এমনি মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে, বাবা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও এক খানি সামান্য রুটির অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন না, বাটী আসিয়া সেই রুটি খানি সকলকে ভাগ করিয়া দেন। আমাদের সকলের ভাগে অতি অল্প মাত্র পড়ে। বাবা আবার আমাদের ভাগ অল্প হইবে ভাবিয়া প্রায়ই কিছু খান না। এই সমস্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত অসুখী হই। বিশেষতঃ ছোট ভাই ভগিনীগুলির ক্ষুধার যন্ত্রণা দেখিয়া বড় ক্লেশ পাইতে হয়। আমি সকলের বড়, সকলের অপেক্ষা আমিই অধিক সহ্য করিতে পারি। আমার ইচ্ছা এই যে, আমি কিছুই খাইব না, তাহা হইলে, আমার অংশটী সকলে ভাগ করিয়া লইতে পারিবে। এই নিমিত্তই মহাশয়। আমি পীড়ার ভাণ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট বিনয় করিতেছি, যেন আপনি এই কথাটী আমার বাবাকে বলিয়া না দেন।'

এই কথা শুনিয়া চিকিৎসক কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন,

পরে কহিলেন, 'বৎস! তুমি কি ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ না?' 'হাঁ মহাশয়! আমার কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু বাটীর সকলের যন্ত্রণা দেখিয়া যেমন কষ্ট হয়, তেমন হইতেছে না।'

'কিন্তু আহার না করিলে তুমিত বাঁচিবে না।'

আর্থর্ বলিল, 'আমি তাহা জানি বটে, কিন্তু মনের সুখে মরিব। আমি মরিলে ভরণ পোষণে পিতার কিঞ্চিৎ ভার লাঘব হইবে। আর আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া মরিব যে, আমি মরিলে পর আমার ছোট ছোট ভাই ভগিনীগুলি যেন আর ক্ষুধায় কষ্ট না পায়।'

চিকিৎসক মহাশয় এই উদারপ্রকৃতি বালকের কথা শুনিয়া বিস্মিত ও দয়ায় দ্রবীভূত হইলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন করত কহিলেন, 'প্রিয় বৎস! তুমি কখনই প্রাণত্যাগ করিতে পাইবে না। ঈশ্বর আমাদের সকলেরই পিতা, তিনি অবশ্যই তোমাকে ও তোমাদের বাটীর সকলকে প্রতিপালন করিবেন।' এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ আপন বাটীতে চলিয়া আসিলেন এবং একটী ভৃত্যের হস্তে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আর্থর্ ও আর্থরের ক্ষুধার্ত্ত ভ্রাতা ও ভগিনীগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর তাহাদের সকলকে চতুর্দ্দিকে বসাইয়া উদর পূরণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহাদের সেই সময়ের আহ্লাদ দেখিয়া তাঁহার মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল! যাইবার সময় চিকিৎসক মহাশয় আর্থর্কে বলিয়া গেলেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাদের

আহারের সংস্থান করিয়া দিব।' অতঃপর আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি প্রতিদিন তাহাদের নিমিত্ত যথেষ্ট খাবার দ্রব্য পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি আর দুই এক জন দয়াশীল লোকের নিকট আর্থরের গুণের কথা কহিয়াছিলেন; তাঁহারাও চিকিৎসক মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। ঐ দুঃখী পরিবারের ভরণ পোষণের নিমিত্ত কেহ বা খাদ্য, কেহ বা বস্ত্র, কেহ বা অর্থ পাঠাইয়া দিতেন, সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই উহাদের অন্ন বস্ত্রের কষ্ট দূর হইল।

বার্ণার্ডের ভূস্বামী, বালক আর্থরের এইরূপ উদার ব্যবহারের কথা শুনিতে পাইয়া বার্ণার্ডকে ডাকাইয়া কহিলেন, 'বার্ণার্ড! তুমি অতি সুপুত্র পাইয়াছ। আমিও এই অবধি তাহার পিতাস্বরূপ হইলাম। আজি অবধি তুমি আমার ক্ষেত্রের কর্ম্ম করিবে এবং আর্থর ও তোমার অন্যান্য সন্তান গুলি আমার ব্যয়ে বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে।' বার্ণার্ড আহ্লাদপূর্ণ হৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিল এবং এরূপ সুসন্তান পাইয়াছে বলিয়া, জানুপাত করত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।"

১৭৯২-৯৩ অব্দের শীত কাল যত শেষ হইতে লাগিল, ততই রাজপরিবার ক্রমশঃ অধিকতর কষ্টে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা এপর্য্যন্ত যে সকল ব্যবহারোপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, বিদ্রোহী সভা সে সকলেরও খর্ব্বতা করিয়া দিলেন। তাঁহার সামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর; পরিচারক সংখ্যা অতি অল্প; রজতময়

বাসনের পরিবর্ত্তে দস্তার বাসন; ও মধুখবর্ত্তিকার পরিবর্ত্তে বসাময় বর্ত্তিকা রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ আদিষ্ট হইল। পরিচারকেরা অতঃপর গৃহের মধ্যে যাইতে পারিত না। আহার সামগ্রী এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশিত হইত। এই সমস্ত আদেশ প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা, তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত হেবার্ট নামক এক মিউনিসিপ্যাল্ কর্ম্মচারীর উপর ভার সমর্পিত হয়। ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বে নাট্যশালার এক জন কর্ম্মচারী ছিল, কিন্তু কতকগুলি টাকা আত্মসাৎ করাতে তথা হইতে তাড়িত হয়। অনন্তর এক খানি অতি জঘন্য সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া অতি নীচ ব্যবহার দ্বারা বিদ্রোহীদিগের প্রসাদ লাভ করে। রাজার ও রাজপরিবার সকলের যৎপরোনাস্তি কুৎসাবাদ করা, তাঁহাদের যন্ত্রণার বৃদ্ধি করা এবং তাঁহাদের সকলের বিনাশ সাধন করাই তাহার একমাত্র কামনা ছিল। এক্ষণে ঐ পামর বিদ্রোহী সভা হইতে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়া টেম্পল কারাগারে উপস্থিত হইল এবং অতি সামান্য দ্রব্য গুলিও রাজপরিবারের প্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তৎক্ষণাৎ হরণ করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। রাজার ভগিনী কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন, দুরাত্মা তাহাও হস্তগত করিল। কোন ইতিহাস লেখক বলিয়া গিয়াছেন, "নির্গুণ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি হঠাৎ প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলে, যেরূপ নৃশংস ও ভয়ানক হয়, সেরূপ আর কেহই হয় না। আর যদি তাদৃশ ব্যক্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র-

মূর্ত্তি হয় ও অকস্মাৎ নীচতম পদ হইতে উচ্চ পদে অধিরোহণ করে, তবে সে যেমন নৃশংস, তেমনি নীচাশয়ও হইয়া উঠে।"

ঐ নরাধমের জঘন্য কৌশলে রাজপরিবার সর্ব্বপ্রকারে বিরক্ত ও অসুখী হইলেন এবং নানা প্রকার ভাবি অমঙ্গলের কথা বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ম্লান ও কম্পিত কলেবরে কেবল ভবিতব্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে রাজ-কুমার কখনই তাঁহাদের এতাদৃশ আজস্র অশ্রুস্রোত অবলোকন করেন নাই। এক্ষণে রাজকুমারের ক্রীড়া বা কৌতুক, কিছু তেই আর তাঁহাদের পরিম্লান মুখমণ্ডল বিকসিত করিতে পারিত না। কিরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহা-দের মধ্যে কেহই তাহা রাজকুমারকে বলেন নাই এবং পিতার অটল প্রশান্ত মুখমণ্ডলও তাঁহাকে বিপদের আশঙ্কা করিতে দেয় নাই। সরল অবোধ বালক ভাবিতেন, এমন কি প্রকাশ করিয়াও বলিতেন যে, "বাবাত কখন কাহারও কিছু হানি করেন নাই, বাবারও কেহ কখন হানি করিবে না।" অবশেষে ১৭৯৩ অব্দের ২০শে জানুয়ারি উপস্থিত; ঐ দিন কি ভয়ানক!! ঐ দিন ষোড়শ লুইএর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। রাজা ইতিপূর্ব্বেই পরিবারগণের সহিত এক গৃহে থাকিতে পাইতেন না। এক্ষণে ঐ আজ্ঞা শ্রবণমাত্র তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। সন্ধ্যার পর পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুত্র, কন্যা ও ননন্দ্, সমভিব্যাহারে রাণী স্বামী

সন্নিধানে উপস্থিত ও ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার ক্রোড়ে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ কেবল হাহাকার ধ্বনি, সকলই বিশৃঙ্খল। ক্রমে অশ্রুস্রোত মন্দ হইয়া আসিল এবং শান্ত ভাবে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা শোকবিহ্বল পরিবারদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। রাজকুমার পিতার উরুদেশে বসিয়া তাঁহার বদন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আসন্ন বিপদ্ যে কত দূর ভয়ঙ্কর, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় কারাগারের সম্মুখে এই ঘোষণা হইল, "অমুক সময় ষোড়শ লুইএর প্রাণদণ্ড হইবে।" রাজকুমার এই কথা শ্রবণমাত্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পিতার হাত ছাড়াইয়া দ্বারবান্‌দিগের মধ্য দিয়া বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক জন দ্বারবান্ ধমক্ দিয়া কহিল, "এত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাও ?" রাজকুমার বলিলেন, "মহাশয় ! আমি ঐ সকল বাহিরের লোকদের সহিত কথা কহিব ; আর বাবাকে যেন না মারিয়া ফেলে এইটী প্রার্থনা করিব ; দোহাই মহাশয়, আমাকে যাইতে দিন।" তাঁহার এই সকল কাতরোক্তির কোন ফলই হইল না, দ্বারবানেরা রাজকুমারকে বহির্গত হইতে দিল না। তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া "বাবাকে মেরে ফেলোনা গো—বাবাকে মেরে ফেলোনা" এই রূপ করুণ-ধ্বনি করিতে করিতে (যেন তাঁহার কোমল হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল) আস্তে আস্তে গৃহ মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজা এরূপ আশ্বাস দিলেন যে, পর দিন প্রাতঃকালে

পরস্পর আর একবার শেষ দেখা শুনা হইতে পারে; কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, আর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়। প্রত্যূষে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও সেই বাদ্য ধ্বনিই ঘোষণা করিয়া দিল যে, রাণী বিধবা ও রাজকুমার পিতৃহীন হইলেন। বিস্তারিত রূপে লুইএর মৃত্যুবর্ণন শ্রবণ করিলে পাঠকগণের মন একবারে দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া যাইবে; গতান্তর বিরহিত ইতিহাসলেখকেরাই তাহার সবিশেষ বর্ণনা করুন। লুই বধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া গদ্গদস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন,—"লোকে আমার উপর যে সকল দোষারোপ করিয়াছে, সে সমস্তই অমূলক; যাহা হউক যাহারা আমার মৃত্যুসাধন করিল, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি; আর প্রার্থনা করি যে, আমার শোণিতপাতনরূপ মহাপাতকে যেন দেশ মধ্যে কোন প্রকার অমঙ্গল না ঘটে।" তিনি আরও কয়েকটী কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঢক্কা বাজাইবার আদেশ হইল; ঢক্কার শব্দে রাজার কথা ডুবিয়া গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদায় শেষ হইল। কার্য্য সমাধা হইবামাত্র কয়েক জন নরাকার পিশাচ সেই উষ্ণ উষ্ণ শোণিতে স্ব স্ব বস্ত্র ও রুমাল প্রভৃতি সিক্ত করিয়া লইল এবং জয়ধ্বনি করিতে করিতে নগরের চতুর্দ্দিকে বেড়াইতে লাগিল; কেহ কেহ বা সেই মহানন্দের চিহ্ন সকল হস্তে লইয়া টেম্পল কারাগারের কারাগৃহে উপস্থিত হইল। মহীপতিদিগের জন্ম, সিংহাসনা-

রোহণ, ও পতন এই সকল সময়েই ইতর লোকে এইরূপ করিয়াই আপনাদের পশু প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

হা হতভাগ্য ষোড়শ লুই! তোমাকে এই রূপ অতিদারুণ শোচনীয় ভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল! তোমার সদৃশ দয়া দাক্ষিণ্য গুণোপেত নরপতি ভূমণ্ডলে আর অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল। তুমিই নাকি এই কথাটী মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিতে যে, "শাসনপ্রণালী দ্বারা প্রজাগণকে সুখী রাখা ও আত্মদৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করাই নরনাথের প্রধান ধর্ম্ম ও অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" তোমারই না ঐ কথাটী অতিশয় প্রিয় ছিল? কেবল পূর্ব্বপুরুষদিগের পাপাপনোদনের নিমিত্তই তোমাকে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল! কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সময়ও নাকি তোমার মুখ হইতে একটীও কটুবাক্য নিঃসৃত হয় নাই? মৃত্যুর কি দিন পূর্ব্বে (১৭৯২ ডিসেম্বরে) তুমি যে উইলনামা লিখিয়াছিলে, তাহাতে নাকি এই কয়েকটী কথা লিখিত ছিল? —"আমি জন্মাবধি যে সকল ব্যক্তির কিছুমাত্র অপকার করি নাই, অথচ যাহারা আবার আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি অন্তঃকরণের সহিত ক্ষমা করিতেছি এবং পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনিও যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। আর আমার পুত্রের নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই যে, যদি কখন দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে

সিংহাসনে আরোহণ করিতে হয়, তবে যেন সে আমার এতাদৃশ দুঃখ ও ক্লেশ সকলই ভুলিয়া যায় ও কাহারও প্রতি বৈরসাধনে প্রবৃত্ত না হয়।" তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবার পূর্ব্বদিনেও তুমি ঐরূপ ঔদার্য্য ও নিঃস্বার্থতার বিলক্ষণ রূপ পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হও নাই। প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার রক্ষার চেষ্টা পাইল, তখন তুমি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলে, "যদি আমার নিমিত্ত তোমরা বিন্দুমাত্র শোণিতপাত কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে কখনই ক্ষমা করিব না; পূর্ব্বে (বিদ্রোহের অঙ্কুরোদ্গম কালে) শোণিতপাত করিলে আমার সম্মান, সিংহাসন ও জীবন সকলই রক্ষা পাইতে পারিত; কিন্তু তখন আমি বিন্দুমাত্র শোণিতপাত করিতে দিই নাই; আর তাহা দিই নাই বলিয়া এখন আমার অনুতাপও হইতেছে না; আমি কিছুমাত্র অনুতপ্ত নই।"

লুই! অদ্য তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তুমি দিব্যধামে গমন কর।

সপ্তম অধ্যায়।

—:০:—

রাজকুমারের পৃথক্‌বাস।

ষোড়শ লুই হত হইবামাত্র আমাদের রাজকুমার সমস্ত ইউরোপে (ফ্রান্স ভিন্ন) সপ্তদশ লুই নামে অভিহিত ও

ব্রাহ্ম রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই সম্মানই তাঁহার পক্ষে অহিত সাধক হইয়া উঠিল; আর তাহাতেই তাঁহার কারাবরোধ যন্ত্রণা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে রাণী পতির মস্তকচ্ছেদনের কিয়দ্দিন পরেই পুত্র মুখাবলোকন সুখেও বঞ্চিত হইলেন; বিদ্রোহীরা বালরাজকে রাণীর ক্রোড়দেশ হইতে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। যাহার অসেচনক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া রাণীর তাদৃশ বিষম দুঃখেরও কিঞ্চিৎ ভার লাঘব হইত, কেবল যাহার জন্যই তিনি সেই দুর্ব্বহ দেহভার বহনে কথঞ্চিৎ সম্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সেই পুত্রের সহিত জন্মের মত অন্তরিত হইতে হইল। রাজ্ঞী ও বালরাজকে পরস্পর অন্তরিত করিবার সময়টী এরূপ শোচনীয় ও হৃদয় বিদারক যে, কঠিনান্তঃকরণ কারারক্ষীদিগের শুষ্ক নয়নও কোন মতে বাষ্পবারিপাত নিবারণে সমর্থ হইল না।

রাজা ও রাণীর উপর দোষারোপ করিতেই বিদ্রোহীদিগকে যৎপরোনাস্তি আয়াস পাইতে হইয়াছিল; এখন আবার তাঁহাদের শিশু সন্তানের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে ইহা ভাবিয়াই তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। আট বৎসরের বালককে কিরূপেই বা বিচারালয়ে নীত করে, আর কিরূপেই বা তাহার মস্তকচ্ছেদন করে! ইচ্ছার অসদ্ভাব ছিল না; তবে এরূপ কর্ম্ম করিলে, অবোধ বালকের প্রাণদণ্ড বিধান করিলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকে

খড়্গহস্ত হইয়া উঠিবে, কেবল এই ভয়েই বিদ্রোহীদিগকে ইচ্ছাবরোধ করিতে হইল। ঐ ভীষণ সময়ে যে পামরেরা বিচারাসন অপবিত্র করিয়াছিল, কেবল লোক ভয়ে তাহাদিগকে একটী অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইল—নিরপরাধ লাবণ্যময় বালকের শোণিত দর্শনে হতাশ হইতে হইল। যাঁহার শত জন পূর্ব্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে মুকুটধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপ অবস্থাপিত করা কর্ত্তব্য, এবিষয় লইয়া বিদ্রোহী সভা যখন কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া পড়িল, তখন পূর্ব্বোল্লিখিত হেবার্ট এই প্রস্তাব করিল যে, লুই কেপেট্‌কে * (হেবার্ট, লুইকে রাজকুমার বলিবে না) দরিদ্র সন্তানের মত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, মনুষ্যের স্বাধীনতা ও সমানতা বিষয়ে যাহাতে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান জন্মে ও যাহাতে সে জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী একটী ব্যবসায় শিখিতে পারে এরূপ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। সে আরও বলিল, এরূপ উপদেশ প্রদান করিতে পারে এমন যোগ্য পাত্রও আমি স্থির করিয়াছি। সাইমন্ নামক এক জন চামার আমাদের দলস্থ ব্যক্তি। সে এই গুরু ভার গ্রহণ করিতে সম্মত আছে। হেবার্টের এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি প্রদান করিল এবং বালরাজ সাইমন্ হস্তে বিন্যস্ত হইলেন। সাইমন্ সেই অবধি সস্ত্রীক টেম্পল কারাগারে বাস করিতে আরম্ভ করে।

* ফ্রান্সদেশের তৃতীয় রাজবংশের প্রথম পুরুষের নাম হিউকেপেট্। আমাদের নায়ক সেই বংশোদ্ভব, এই নিমিত্ত তিনি কেপেট্ নামে অভিহিত হইলেন।

ঐ দুর্ভাগ্য বালকের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে সাইমনের দণ্ডার্হ হইবার কথা ছিল কিনা, ইতিহাস দেখিয়া কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু তাহার আচরণ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে, সাইমন্ রাজকুমারের প্রতি যত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, ততই সে বিদ্রোহী সভার প্রীতিভাজন হইবে। সাইমনের চরিত্রের সবিশেষ বর্ণন আর কি করিব, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে মূর্খ, পানোন্মত্ত ও পশুপ্রকৃতি ছিল। ফলতঃ তাহার মত নীচাশয় ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত, নিষ্ঠুরস্বভাব নরাধম সৌভাগ্যক্রমে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাতৃক্রোড় বিচ্ছিন্ন বালরাজ ঐ পাপাত্মার হস্তেই সমর্পিত হইলেন।

বালরাজের জীবনপ্রবাহের বিষম পরিবর্ত্তন উপস্থিত। পুস্তকের প্রতি সাইমনের অতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, সুতরাং তাহার বালকবন্দীর পুস্তকগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া পদতলে দলিত করিল এবং তৎপরিবর্ত্তে "মনুষ্যের স্বত্ব-অধিকার" সংক্রান্ত একখানি কাগজ পড়িতে দিল। সাইমন্ শারীরিক পরিশ্রম ভাল বাসিত না, সুতরাং বালরাজ আর কারাগারের উদ্যানে বেড়াইতে পাইতেন না। সাইমন্ পক্ষী দেখিতে পারিত না, সুতরাং তাহার বন্দীর যে দুইটী মনোহর পক্ষী ছিল, সে তাহা কাড়িয়া লইল। সাইমন্ ধর্ম্ম বিদ্বেষক ছিল, সুতরাং উপাসনা করিতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিল। এক দিন রাত্রি কালে সাইমন্ হঠাৎ বালরাজকে ভূনিবিষ্টজানু ও ঊর্দ্ধক্ষিপ্তকরযুগ দেখিয়া

ক্রোধান্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কেপেট্! কি করিতেছিস্? শীঘ্র বল্, নাহয় এখনই তোকে যমালয়ে পাঠাই।" তিনি বলিলেন, "মাতা আমাকে একটী প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন, আমি সেইটী পাঠ করিতেছি।" শ্রবণ মাত্র সাইমন্ বালকের বাহু ধারণ করিয়া একটী অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিল, এবং কেবলমাত্র রুটি ও জল খাইয়া অতি কষ্টে কিছু দিন তাঁহাকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইল।

কেবল একটী বিষয়ে সাইমনের বিদ্বেষ ভাব ছিল না—সেটী সুরাপান। পান করিবার সময় পাত্রটী ধরিয়া সাইমন্ বলিত, "ও কেপেট্! শোন্, এই পাত্রে মদ ঢালিয়া দে; বুঝ্লি, মদ নিয়ে আয়।" এরূপ জঘন্য পরিচর্য্যা সম্পাদনে সম্মত হওয়া লুইর পক্ষে নিতান্ত সহজ হইত না বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে, ভয়ানক রূপে শাস্তি ভোগ করিতে হইত বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে সাইমনের দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল এবং "মানব জাতির সমানতা*" প্রতিপাদক

---

* বিদ্রোহ সময়ে বিদ্রোহী সভা হইতে মনুষ্যের স্বত্ব-অধিকার সম্বন্ধে পুস্তিকাকারে যে মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম "মানব জাতির স্বাভাবিক সমানতা" (The natural equality of men)। উহার মর্ম্ম এই যে, সকল মনুষ্যই সমান, সকল মনুষ্যেরই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক সমান স্বত্ব-অধিকার আছে, অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে উচ্চতা ও নিম্নতা রূপ বিভিন্নতা নাই। বলা বাহুল্য যে, এই অযৌক্তিক মত খণ্ডন করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যকতা নাই। মানব জাতির সমানতা কোথায়? ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে এই সমানতা দেখিতে

সাইমনের নিষ্ঠুর ব্যবহার দিন দিন তাঁহাকে ঐরূপ পরিচর্য্যার উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রুদ্ধ হইলে সাইমন্ যমদূতেরন্যায় ভয়ানক হইত, কিন্তু আহ্লাদের সময়ও তদপেক্ষা অল্প ভয়ানক হইত না। হৃষ্টচিত্ত থাকিলে সাইমন্ গীত গাইতে ভাল বাসিত এবং বালবাজকেও তাহার সঙ্গে যোগ দিতে বলিত।

পাওয়া যায় না। যখন পরমেশ্বর সকল মনুষ্যকে সমান পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক বল এবং সদ্‌গুণ প্রদান করেন নাই, তখন সকল মনুষ্যের সমানতা কিরূপে সম্ভবে? মনুষ্য সমাজে যত দিন বল, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ, উৎসাহ, কার্য্যনৈপুণ্য, মিতব্যয়িতা ও পরিশ্রম প্রভৃতির তারতম্য থাকিবে, তত দিন মনুষ্যগণের পরস্পর অসমানতা লক্ষিত হইবেই হইবে। মনে কর, তুমি অতি সাবধানতা সহকারে মনুষ্যগণের মধ্যে সমানরূপে অর্থ বিভাগ করিয়া দিলে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টা গত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইবে যে, ঐ অর্থের সমানতার অন্যথাভাব ঘটিয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই দূরদর্শী পরিশ্রমী মানবগণ অদূরদর্শী অলস মনুষ্যগণকে অতিক্রম করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব মানব জাতির সমানতা কিরূপে ঘটিতে পারে? তবে যে দেশের রাজা পক্ষপাত শূন্য হইয়া সূক্ষ্ম বিচার বিধান পূর্ব্বক কি ধনী, কি নির্ধন, সকল প্রজার প্রতিই আইন সঙ্গত সমান দণ্ড বিধান করেন, সেই দেশের রাজাই তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কতকটা সমানতা রক্ষা করিয়া থাকেন বলিতে হইবে। পরমেশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান, ইহারও এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহার বিচারে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা নাই। পাপী ব্যক্তি ধনী হউক, বা নির্ধন হউক, প্রভূত ক্ষমতাশালী হউক, বা নিতান্ত ক্ষমতাহীন হউক তাঁহার নিকট সমান দণ্ডনীয়। কিন্তু বিদ্রোহী সভা নিশ্চিতই "মানব জাতির স্বাভাবিক সমানতার" এইরূপ সদর্থ গ্রহণ করেন নাই।

তৎকাল প্রচলিত যে সমস্ত বীভৎস গীত ইতর লোকে সমবেত হইয়া বধ্যস্থানে গাইত, সাইমন্ সেই সমস্ত ভিন্ন অন্য গান জানিত না; সুতরাং আমাদের বালরাজের ঐ সমস্ত অনুচ্চার্য্য গীত দ্বারা জিহ্বা অপবিত্র করা অথবা দুঃসহ শারীরিক দণ্ড গ্রহণ করা এই দুই কল্পের অন্যতর অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু অনেক সময়েই তিনি দণ্ডিত ও ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইতেন, তথাপি প্রথম কল্প অবলম্বনে সম্মত হইতেন না। দুর্ভাগ্য বালকের রাত্রিতেও পরিত্রাণ ছিল না; পাপাত্মা রজনীযোগে লুইকে অনেকবার এই বলিয়া ডাকিত, "কেপেট্! ঘুমিএছিস্, কৈ তুই; এদিকে আয় আমি এক বার তোকে দেখবো।" বালকের অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইত এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া মৃগপ্রায় তাহার নিকটে উপস্থিত হইতেন। সাইমন্ কিয়ৎক্ষণ কিছু বলিত না, বরং নিকটে আনাইবার চেষ্টা করিত, অবশেষে যখন দেখিত যে, বিলক্ষণ নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন পদাঘাতবলে তাঁহাকে শয্যায় পুনঃ প্রেরণ করিত।

যন্ত্রণা প্রপীড়িত বালকের দুঃখ দেখিয়া সাইমনের পত্নীর অন্তঃকরণে কখন কখন কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইত। সে স্বামীর অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে বালকের আমোদজনক কোন কোন দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দিত। একদা সে সাহস করিয়া ঐ ভীষণ কারাধ্যক্ষকে বলিল যে, "এত অল্পবয়স্ক বালককে দুই একটী খেলনা না দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম্ম।" সাইমন্ উত্তর করিল, "তুমি যথার্থ বলিয়াছ; আমোদের জন্য বালক-

দিগকে খেলনা দেওয়া উচিত; আচ্ছা, কালি আমি একটী খেলনা আনিয়া দিব।"

পর দিন প্রাতঃকালে সাইমন্ একটী ক্ষুদ্র "গিলোটীনের"* প্রতিকৃতি আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে দিল। বালরাজ ঐ ভয়ানক প্রতিকৃতি দর্শন করিবামাত্র অঞ্জলি দ্বারা নয়নযুগল আচ্ছাদিত করিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "আমি মরি সেও ভাল তবু উহা স্পর্শ করিতে পারিব না।" শ্রবণমাত্র সাইমন্ একটী লৌহদণ্ড লইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; যদি সাইমনের পীড়িত স্ত্রীর চিকিৎসক সেদিন (যিনি তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন) মধ্যবর্ত্তী হইয়া নিবারণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেই দণ্ডাঘাতেই বালরাজের যন্ত্রণার অবসান হইত। চিকিৎসক গমন করিলে পর সাইমন্ যেন কিছু লজ্জিত হইয়া সে দিন বালরাজকে দুইটী ফল খাইতে দিল। তিনি ফল দুইটী লইয়া রাখিয়া দিলেন, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তুলিয়া রাখিলেন, সাইমনের ন্যায় নীচাশয় ব্যক্তির তাহা অনুভবগোচর হওয়া সম্ভাবিত নহে। অনন্তর এক হস্তে এক খানি রুটি খাইতে লাগিলেন এবং অপর

* ফ্রান্সের এই মহাভীষণ রাজবিপ্লবের সময় প্রত্যহ এত লোকের প্রাণবধ হইত যে, দুই চারি জন অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিলেও সমুদায় মস্তক ছেদন করিয়া উঠিতে পারিত না। এই সময় ডাক্তার গিলোটিন্ নামক এক জন বুদ্ধিমান্ একটী যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, তাহা দ্বারা অনেক মুণ্ড এক কালে ছিন্ন হইতে পারিত। সেই যন্ত্রটীর নাম গিলোটীন্। দ্রষ্টার মস্তকও অবশেষে সেই যন্ত্রের হাত এড়াইতে পারে নাই।

হস্ত দ্বারা তাসের ঘর করিতে আরম্ভ করিলেন। সাইমন্ দেখিল যে, তাহার বন্দী অভিনিবেশ পূর্ব্বক তাসের উপর তাস রাখিয়া দোতালা ঘর করিতেছে, তখন আস্তে আস্তে আসিয়া ফুঁ দিয়া ঐ তাসের ঘর ফেলিয়া দিল এবং বিকট হাস্য করিয়া কহিল, "কেমন। আমার ফুঁ কেমন বলবৎ?" বালরাজ উত্তর করিলেন, "পরমেশ্বরের ফুঁ ইহা অপেক্ষা বলবৎ।"

অষ্টম অধ্যায়।

কারাগারের অবস্থা।

পর দিন চিকিৎসক পুনর্ব্বার কারাগৃহে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অগ্রে তাঁহার বিষয় উল্লেখ না করিয়া তিনি আমাদের বালক বন্দীকে যেরূপ অবস্থাপন্ন দেখিলেন, প্রথমে তাহাই আমরা পাঠকগণের চিত্তপটে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করি। আবাস-গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত; সম্মুখের ভাগ শোভাবর্দ্ধনোপ-যোগী দ্রব্য সামগ্রী বিহীন। যবনিকার মধ্য দিয়া একটী অতি সংকীর্ণ দ্বার ছিল, তদ্দ্বারা অপর গৃহে যাতায়াত করিতে পারা যাইত। দ্বিতীয় ভাগটীতে স্থূল লৌহময় দণ্ডাবরণ একটী বাতা-য়ন, এক খানি বড় মেজ, একটী চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র মেজ, কয়েক খান সামান্য ক্ষুদ্র কেদেরা, মশারিহীন দুইটী শয্যা, তাহার অন্যতরে সাইমনের পীড়িত ভার্য্যা শয়িত।

কতকগুলা লোক ঐ বড় মেজখানির চারি দিকে ধূমপান

ও মদ্যপান করিতেছে, কেহবা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে; একটী পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণকায় দীন হীন বালক বাতায়নের নিকটে ক্ষুদ্র বেঞ্চটীর কাছে বসিয়া আছে। অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট বালকটী হস্ত দ্বারা একটী তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছে; কিন্তু বাষ্পবারি, তাস গুলির সংস্থান ও পতন তাঁহাকে সম্যক্ রূপে অনুভব করিতে দিতেছে না। তাঁহার বিবর্ণ মুখমণ্ডল নিরন্তর আন্তরিক শোকভাবেরই পরিচয় দিতেছে, কেবল এক এক বার আশঙ্কা আসিয়া ঐ ভাবের অন্যথাভাব সম্পাদন করিতেছে মাত্র। হায়! কাহার সাধ্য যে তাঁহার তৎকালীন মুখচ্ছায়া দেখিয়া মনে করিতে পারে যে, ঐ মুখমূর্ত্তিই এক কালে তাদৃশ অসাধারণ লাবণ্যময় ছিল! তাদৃশ হর্ষোৎফুল্ল, তাদৃশ সহাস্য, তাদৃশ পরিচ্ছন্ন ও তাদৃশ প্রীতিপ্রদ ছিল। তাঁহার সুবর্ণবর্ণ আভুগ্ন কেশ কলাপ—যাহার কুঞ্চন ক্রিয়া জননীর হর্ষভরকম্পিত হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হইত—সেই লোচনানন্দদায়ক অনুপম শোভা এক্ষণে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। পিতার মৃত্যুকাল অবধি তিনি যে শোক সূচক বসন পরিধান করিতেন, এক্ষণে কেবল যে তাহাই অপহৃত হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু পূর্ব্বে যে অঙ্গে রেশম, মকমল্, তাস ও কিংখাপ প্রভৃতির পরিধান পরিহিত ছিল, এক্ষণে সেই অঙ্গ একটী পশমের জামা ও যৎসামান্য লোহিত বর্ণ বস্ত্রের ইজের ও কোর্ত্তা দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে।

সাইমনের পীড়িত স্ত্রীর শয্যার নিকট উপস্থিত হইবার সময় চিকিৎসকের নয়ন দ্বয় তাঁহার অজ্ঞাতসারেই বালকের

প্রতি ধাবিত হইতেছিল, এমত সময়ে ঐ পামর মণ্ডল মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, "কি নাগরিক * নোদিন্! আজিকার সংবাদ কি?"

চিকিৎসক উত্তর করিলেন, "তুমিত কামানের শব্দ হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ।"

"নাগরিক! সাধারণতন্ত্র কেমন প্রার্থনীয় বিষয়! এখন প্রত্যহ কিছু না কিছু নূতন শুনিতে পাওয়া যায়।" সাইমন্ যখন নোদিন্‌কে এই কয়েকটী কথা কহিল, তখন সে সুরাপানে এরূপ মত্ত যে, তৎকালে তাহার দাঁড়াইয়া থাকিবার সামর্থ্য ছিল না; পরে কহিল, "সে যাহা হউক, সেই পূর্ব্বতন রাণীর—সেই রাজিনীর সংবাদ কি?"

চিকিৎসক বলিলেন, "তাঁহাকে টেম্পল কারাগার হইতে কন্‌সিয়ার্জিরি আগারে লইয়া গিয়াছে।"

মাতার নাম, জননীবার্ত্তা জিজ্ঞাসু বালরাজকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া সাইমনের নিকট আনিয়া উপস্থাপিত করিল। সাইমন্ জিজ্ঞাসিল, "কেমন কেপেট! তোর মাকে মনে পড়ে?"

এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র বালরাজের নয়ন যুগল হইতে বাষ্প-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—"মাকে মনে পড়ে! মাকে মনে পড়ে। মাকে যে আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তিনি যে এখনও আমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আমি যেন

* বিদ্রোহীরা স্বাধীন পুরুষ এই অর্থে পরস্পরকে নাগরিক বলিয়া সম্বোধন করিত।

এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, আমার দুঃখিনী জননীর ক্রোড় দেশ হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতেছে এবং মা বলিতেছেন, 'প্রাণাধিক! যে জননী তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে, প্রাণাধিক! সেই জননীকে যেন ভুলিও না; সর্ব্বদা ধার্ম্মিক, বিশ্বস্যকারী ও নম্র হইয়া চলিও।' সাইমন্! (মেরি আন্টইনেটের পুত্রের বক্ষঃস্থল ঐ সময় নয়নের উষ্ণ বারিবর্ষণে ভাসিয়া যাইতেছিল) সাইমন্! তুমি আমাকে মার, ইচ্ছা হয় লাথি মার, সকলই সহিব;—তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই করিব, আমি তোমাকে ভাল বাসিব, যদি তুমি আমাকে মায়ের কথা শুনাও। তুমি আমাকে কখন তাঁর কথা বল না।"

সাইমন্ বলিল, "কেপেট্! আমি তোর মায়ের কথা বলিতে যেমন ভাল বাসি, এমন আর কিছুই ভাল বাসি না; (আরম্ভ স্বরূপ) তার নামে যে একটী গীত উঠিয়াছে, তাহা বলি শোন্।" তদনন্তর দুঃশ্রব বিকটস্বরে এমন একটী গীত আরম্ভ করিল যাহার প্রতি অক্ষরে দুর্ভাগ্য রাণীর যার পর নাই কুৎসাবাদ বর্ণিত হইয়াছে। বালরাজ তাদৃশ বীভৎস গীত শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ পিছিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সাইমন্ তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া কহিয়া উঠিল, "রে বাঘিনীর ছানা! তুই এইমাত্র তোর মায়ের কথা শুনিবি বলিতেছিলি, আবার এখন যে শুনিতে চাহিস্ না? তোকে এই গান কেবল যে শুনিতে হবে এমন নয়, তোকে নিজেও এই গান গাইতে হবে।" "কখন না, কখন না, আগে আমাকে মারিয়া ফেল" এই

বলিয়া বালরাজ সাইমনের হস্ত হইতে বস্ত্র ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"আচ্ছা, যদি গান না করিবি, আমাদের সঙ্গে তোকে জয়ধ্বনি করিতে হবে। নাগরিকগণ। সকলে পানীয় পাত্র পূর্ণ কর।" সাইমন্ এই কথা বলিয়া আপনিই সকলের পাত্র পূর্ণ করিয়া সুরা ঢালিয়া দিল এবং "সাধারণ তন্ত্রের জয় হউক" এই বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

ঐ জয়ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল; কিন্তু গলদশ্রু লোচন বালকটী কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিল।

সাইমন্ তাঁহার মৌনাবলম্বন দর্শনমাত্র বলিয়া উঠিল "কেপেট্! বল্, সাধারণ তন্ত্রের জয় হউক, বল্ না।"

মৃদু অথচ স্থিরপ্রতিজ্ঞোদ্বোধক স্বরে লুই কহিলেন, "আমি বলিব না।"

"বেশ্ত এক বার বল্ না।"

লুই কোন উত্তর করিলেন না।

"কেপেট্। আমি হুকুম কর্‌ছি বল্।"

বালকের তথাপি কোন উত্তর নাই।

তখন সাইমন্ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল, "রে বাঘিনীর বাচ্ছা! তুই কি কথা শুনিবি নে? যদি তুই এখনই সাধারণ তন্ত্রের জয় হউক না বলিস্ তবে, তোরে এই দণ্ডেই ভূমিতে পাড়িয়া ফেলিব।"

সাইমন্ কথার অনুরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত, কিন্তু বালক তদ্দর্শনে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া বিগলিত বাষ্পস্রোত

নিবারণ করত অব্যাকুলভাবে স্থির নয়নে তাঁহার প্রপীড়কের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি কিন্তু ঐ কথাটী উচ্চারণ করিব না।" তৎক্ষণাৎ একটী অত্যুচ্চ আর্ত্তনাদ কারাগৃহ বিদারিতপ্রায় করিল। সাইমন্ সেই হতভাগ্য শিশুর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে তুলিয়া কহিতে লাগিল, "সর্পশিশু। তোরে অনায়াসে এই দেওয়ালে আছড়াইতে পারি, ইহাতে কোন বাধাই দেখি না।" —"কুলাঙ্গার। কবিস্ কি?" এই বলিয়া তখন চিকিৎসক বালবান্ধবকে সেই পাপাত্মার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এক খানি চৌকির উপর বসাইলেন এবং আস্তে আস্তে তাঁহার কর্ণে দুই একটী স্নেহপূর্ণ সান্ত্বনা বাক্য কহিতে লাগিলেন। অনন্তর বালক কহিল, "মহাশয়। আপনি কল্যও আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আজিও করিলেন, আমি ইহাতে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া আমার এই দুইটী ফল লউন, কালি রাত্রিতে আমি এই দুইটী আহারের নিমিত্ত পাইয়াছিলাম, অন্য প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমার এমন সাধ্য নাই।" চিকিৎসক আর্দ্রচিত্ত হইয়া ফল দুইটী গ্রহণ করিলেন এবং সসম্মানে যেমন ঐ বালবন্দীর হস্ত চুম্বন করিলেন, অমনি বাষ্প বিন্দু দ্বারা সেই কোমল ক্ষুদ্র হস্ত অভিষিক্ত হইল।

সাইমন্ আপনা আপনি অন্ধকারময় মুখে কহিতে লাগিল, "নাগরিক মোদিন্ একটা না একটা রঙ্গ ভিন্ন থাকিতে পারেন না; আমিত বাস্তবিক বালকের কোন অনিষ্ট করিতাম না।"

যাহা হউক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঈদৃশ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা এবং ঈদৃশ পামরগণের সহবাস, কিছুতেই বালরাজের মহৎ অন্তঃকরণকে এক ক্ষণের নিমিত্তও কলুষিত করিতে পারে নাই।

এক দিন সাইমন্ তাহার বালক বন্দীকে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি কালি তুমি স্বাধীন হও, তাহা হইলে কি কর?"

বালক উত্তর করিল, "আমি তোমাকে ক্ষমা করি।"

—:—

নবম অধ্যায়।

—:০:—

মেরি আণ্টইনেট্—স্বাধীনতা।

রাজার মৃত্যুর পর রাণী নয় মাস কাল জীবিত ছিলেন, কিন্তু সেই নয় মাস তাহার শোকের ও ক্লেশের পরিসীমা ছিল না। টেম্পল কারাগারে থাকিতে থাকিতেই তাঁহাকে পুত্রসহবাস সুখে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, আবার কিয়দ্দিন পরে তথা হইতে অধিকতর কষ্টকর কনসিয়ারজিরি নামক অপর একটী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এই স্থানে রাণী একবারে দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপনীত। কারাগৃহ আর্দ্র ও দুর্গন্ধময়, অনুচর এক জন বিকটাকার ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ, পূর্ব্বে দস্যুতা ও নরহত্যাই ঐ পাপাত্মার একমাত্র উপজীব্য ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই দুরাত্মাই ফ্রান্সের রাণীর পরিচর্য্যা কার্য্যে নিয়োজিত হইল! রাণীর বিচারাধীন হইবার কিছু দিন

পূর্ব্বে ঐ নরাধমের পরিবর্ত্তে আর এক জন পুরুষ তাঁহার পরিচারক নিযুক্ত হয়; সে অহোরাত্র তাঁহার গৃহমধ্যে উপস্থিত থাকিত, কেবল নিদ্রার সময় একটী ছিন্ন মশারি মাত্র রাণীকে ব্যবহিত করিয়া রাখিত, পরিচ্ছদের মধ্যে কেবল একটী জীর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেহাবরণ ও এক জোড়া ছিন্ন চরণাবরণ (রাণীকে স্বহস্তে উহার সীবন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া লইতে হইত), পাদুকার সম্পর্কও ছিল না।

রাণীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অপরাধই সপ্রমাণ হইবার নহে, বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহী সভার সভ্য দিগকে তাঁহার মস্তকচ্ছেদনে অনেক দিন ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে হেবার্ট ও সাইমন প্রাণ পণে তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধি করিয়া তুলিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে একটী ভয়ানক অভিসন্ধি করিল। তাহারা স্থির করিল যে, রাণীর বিপক্ষে বালরাজেরই সাক্ষ্য দেওয়াইতে হইবে। কিন্তু জ্ঞান থাকিতে বালরাজ প্রাণান্তেও মাতার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবেন না, নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পারিয়া তাহারা এই মন্ত্রণা করিল যে, কৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক বালরাজকে মদ্যপান করাইব এবং পান করিতে করিতে যখন বিহ্বল হইয়া উঠিবে, তখন আমরা রাণীর অপবাদ পূর্ণ এক খানি সাক্ষ্যপত্রে তাঁহার স্বাক্ষর করাইয়া লইব। তাহারা অবিলম্বেই এই পৈশাচিক অভিসন্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এক খানি অতি ঘৃণ্য ও ভয়ানক অপবাদ পূর্ণ সাক্ষ্যপত্র প্রস্তুত করিয়া টেম্পল কারাগারে উপস্থিত হইল; কেবল কারারুদ্ধ বালরাজের স্বাক্ষরিত

হইলেই বিচারপতিদের নিকট সমর্পিত ও রাণীর মস্তকচ্ছেদন সাধিত হয়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাসের পঞ্চম দিবসের প্রাতঃকালে সাইমন্, হেবার্ট ও অপর দুই ব্যক্তি টেম্পল কারাগারে বসিয়া পানাহার করিতেছিল। বালরাজও তাহাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন; তাঁহার তৎকালিক স্খলিতবর্ণ, অস্পষ্ট উচ্চারণ, স্বভাববিরুদ্ধ বাচালতা, ও আরক্ত মুখ মণ্ডল স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতেছিল যে, পামরেরা তাঁহাকে সুরাপানে বিহ্বল করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নিষ্ফল হয় নাই। সুরাপ্রভাবে বালরাজ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিলে, সাইমন্ একটী কলমে কালি তুলিয়া তাঁহার হস্তে দিল এবং এক খানি কাগজ খুলিয়া সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "এস বাবা কেপেট্! কেমন লিখিতে পার, দেখি; এই খানে তোমার নাম লেখ দেখি?"

বালরাজের বাক্য সরে না, মস্তক তুলিয়া দেখিবারও সামর্থ্য নাই, অথচ বলিলেন, "উহাতে কি লেখা আছে আগে আমি পড়িয়া দেখি।"

সাইমন্ বলিল, "আগে লেখ তার পরে পড়্বে এখন; তোমার আর পান করিতে ইচ্ছা আছে কি? এই লও, এই গেলাসটী লও।"

"সাইমন্! তোমরা আজি আমাকে অনেক মদ্য পান করাইয়াছ," ইহা বলিয়া বালরাজ উত্তপ্ত রগের উপর হাত দিলেন—"মদ আমায় কখনই সহ্য হয় না, আমি উহা কখনই ভাল বাসি না, তুমিত জান, আমি মদ ভাল বাসি না।"

"তা বটে, কিন্তু সকল বিষয়েরই অভ্যাস থাকা ভাল, এস লক্ষ্মীটী! এই ছোট গেলাসটী খাইয়া ফেল, তাহা হইলেই বেশ লিখিতে পারিবে।"

"বরং আমি অমনই লিখিতেছি সে ভাল; আমি আর চোখে দেখিতে পাই না" এই বলিয়া তখন বালক লেখনী লইয়া সেই কাগজ খানির নীচে "ফ্রান্সের লুই চার্লস্" এই নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মেজের উপর ঢুলিয়া পড়িলেন। সাইমন্ তাঁহাকে লইয়া গিয়া শয্যায় শায়িত করিল; তিনি অজ্ঞানাবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন।

এই রূপে ঐ দলীল খানি হস্তগত করিয়া বিদ্রোহী সভা রাণীকে বিচারালয়ে আনয়ন করিলেন। সাক্ষ্যপত্র শ্রাবিত হইল। অপবাদ গুলি এরূপ ভয়ানক ও ঘৃণ্য যে, উহা শ্রবণমাত্র বিচারালয়স্থ পুরুষদিগকেও হস্ত দ্বারা কর্ণকুহর আবরণে উদ্যতপ্রায় হইতে হইয়াছিল। অনন্তর বিচার-পতিরা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আপন পুত্রের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে কি না?" এই প্রশ্ন শ্রবণে রাণী বজ্রাহতের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উত্তর করিলেন, "আমি কখন মনে করি নাই যে, এরূপ অপবাদ আমার খণ্ডন করা আবশ্যক; আমি উপস্থিত গর্ভধারিণী গণকে এ বিষয় খণ্ডন করিতে অনুরোধ করিতেছি।" এই সরলোদার উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে আর একটী অপবাদ

দেওয়া হইল, “তুমি রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ দ্বারা রাজ্যের অমঙ্গল উৎপাদন করিয়াছ।” রাণী উত্তর করিলেন, “কোন্ অমাঙ্গলিক কার্য্য আমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দাও, বিশেষতঃ মহিষীরা কখনই রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত দায়িনী হইতে পারে না।” রাণীর কোন কথাই বিচারপতিদিগের গ্রাহ্য হইল না। বিচারের পূর্ব্বেই তাঁহার শিরশ্ছেদন স্থিরীকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে বিচারকেরা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বসঙ্কল্পিত দণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনন্তর রাণী কারাগারে পুনরানীত হইলেন এবং অবিচলিত চিত্তে মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্র অতিবাহন করিলেন। পর দিন (১৬ই অক্টোবর) প্রাতঃকালে তাঁহাকে হত্যাভূমিতে লইয়া গেল; যদিও ঐসময় তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র কেশ কলাপ স্বহস্তে মুণ্ডিত ও সর্ব্বশরীর কেবল শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছিল; যদিও তৎকালে তাঁহার মুখ মণ্ডলে সহস্র সহস্র চিন্তার লক্ষণ সুব্যক্ত লক্ষিত হইতেছিল, তথাপি দর্শকের সাধ্য কি যে, সেই অবস্থাতেও তাঁহার মুখের সুশ্রীকতা দেখিয়া বিস্ময় ও প্রশংসাবাদ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারেন? স্বামীর বামপার্শ্ব সুশোভিত করিবার নিমিত্ত যেরূপ মরাল গমনে সিংহাসনে অধিরোহণ করিতেন, অবিকল সেইরূপ পদসঞ্চারে রাণী হত্যাকাষ্ঠ-ফলকের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন এবং আজন্ম-প্রদর্শিত মহৎ অন্তঃকরণের সহিত সেই হতভাগ্য রাজ্ঞী ঘাতকের খড়্গামুখে গ্রীবা প্রসারিত করিলেন। তূর্ণই সেই পবিত্র আত্মা অমরলোকাভিমুখে ধাবিত হইল।

যদিও জননীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা-বার্ত্তা বালরাজের কর্ণগোচর হয় নাই, যদিও রাণীর মস্তকচ্ছেদন হইবার অনেক ক্ষণ পরে তিনি ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন, তথাপি ঐ ঘটনার (রাণীর প্রাণদণ্ডের) পূর্ব্বরাত্র তাঁহার ভাল রূপ নিদ্রা হয় নাই, সুতরাং অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিতান্ত অসুখিত চিত্তে কারাধ্যক্ষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় (অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন কারাধ্যক্ষের আসিতে বিলম্বও হইয়াছিল) প্রাতর্ভোজ্য হস্তে লইয়া সাইমন্ গৃহ প্রবেশ করিল। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবার সময় বালরাজ দেখিলেন, এক জন সামান্য সৈনিক পুরুষ গৃহের বহির্ভাগে বসিয়া ধূমপান করিতেছে। গৃহ প্রবেশ করিবার সময় সাইমন্ ঐ ব্যক্তিকে বলিল, "নাগরিক! আজি তুমি এই ঘরটীর পাইট্ করিয়া দিবে?" সেই পুরুষ অনবহিত ভাবে কহিল, "দোষ কি নাগরিক! আমিও ভাবিতেছিলাম বসিয়া কি করি।" এই বলিয়া সাইমন্প্রদত্ত মার্জ্জনী হস্তে লইয়া গৃহ পরিমার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে বালরাজ তাঁহার রক্ষকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "সাইমন্! আমি আজি কিছু খাইব না; আমার ক্ষুধা নাই।"

সে দিন সাইমনের মুখে এক অলক্ষিতপূর্ব্ব ভাবের উপলব্ধি হইতে লাগিল। চিরপ্রকট রূঢ়তার পরিবর্ত্তে সে দিন যেন সেই মূর্ত্তিতে ঈষৎ স্নেহ ও অপরিস্ফুট অনুতাপ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল, সে দিন তাহার নির্লজ্জ চক্ষুঃদ্বয় বালবন্দীর

চুটুল নয়নপাত সহনে অসমর্থ হইয়া বিবর্ত্তিত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

সাইমন্ স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক মৃদু মধুর স্বরে (যেরূপ মৃদু ও সস্নেহ স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে কোন কালেই নির্গত হয় নাই) বালরাজকে কহিল, "তুমি কিছু খাইবে না কেন, তোমার কি হয়েছে, তোমার কি কোন অসুখ বোধ হয়েছে ?"

বালরাজ বলিলেন, "না তা কিছু হয় নাই, কিন্তু আমি কালি রাত্রিতে একটী ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমি দুই বার ঐ স্বপ্নটী দেখিলাম। যে দিন আমাকে জননীর ক্রোড়দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিল, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যেন এক পাল ভয়ানক হিংস্র বন্যজন্তু আমাকে বেষ্টন করিয়া আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতে উদ্যত হইয়াছে, কালি রাত্রিতেও আবার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।" সাইমন্ কহিল, "স্বপ্নের কথা তোমার কিছু মনে করা উচিত নয়।"

"তা বটে ; কিন্তু সাইমন্। আমি বিনয় করিতেছি, আমার একটী কথা শুন, আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছে, কেন হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমার অতিশয় ভয় হইয়াছে ; সাইমন্! আমাকে তোমার দোকানে লইয়া চল, আমাকে পাদুকা নির্ম্মাণ করিতে শিখাও, তোমার ছেলে বলিয়া আমি পরিচয় দিব, কারণ আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, আমার দুর্ভাগ্য পিতার যে দশা ঘটিয়াছে, আমারও ভাগ্যে তাহাই ঘটিবে ; আমাকেও মারিয়া ফেলিবে।"

এই কথা শ্রবণমাত্র সাইমন্ আর উত্তর করিল না; তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বহির্গমন সময় সে বেগে দ্বারটী বন্ধ করিয়া গেল। শরীরভার বহনাক্ষম বালরাজ আস্তে আস্তে বাতায়ন সন্নিহিত অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। যে রোগে দুর্ভাগ্য বালকের প্রাণ বিয়োগ হইবে, এখন হইতেই তিনি তাহার সঞ্চারের লক্ষণ অনুভব করিলেন। সে যাহা হউক অতঃপর তিনি দেখিলেন যে, সাইমনের আনীত সৈনিক পুরুষ গৃহমার্জ্জনে বিরত হইয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রতি নির্নিমেষ ও সজল নয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

তখন বালরাজ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহার নিকট যাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুর্ব্বল অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার আসনে বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন, "তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ আর কান্দিতেছ; তুমি কেগা? এখানে ত আমার দুঃখে দুঃখী হয় এমত কেহই নাই।"

"এক জন বন্ধু"—মৃদুস্বরে এই কয়েকটী কথা বলিয়া বালরাজকে সতর্ক করিয়া দিল।

"তুমি কি মায়ের সংবাদ দিবে? মা আমার কোথায় আছেন? তাঁর কি হইয়াছে?"

"দুর্ভাগ্য রাজকুমার।"—এই কয়েকটী কথা মাত্র বলিয়া ছদ্মবেশধারী সৈনিক পুরুষ হু হু করিয়া কান্দিয়া উঠিল।

"বলুন মহাশয়! বলুন, তাঁহার কি হইয়াছে? তাঁহার কি কোন পীড়া হইয়াছে?"

সৈনিক উত্তর করিল, "তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।"

"এঁ্যা, মাকে মেরে ফেলেছে!" বলিয়া বালক হৃদয় বিদারক স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল।

"চুপ করুন—চুপ করুন মহারাজ! আজি প্রাতঃকালে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"বাবাকে যেমন করিয়া মেরেছিল—সেই গিলোটীনের উপর বাবাকে যেমন করিয়া মেরেছিল?"

বাষ্পবারি সৈনিক পুরুষের উত্তর রোধ করিয়া তুলিল। হতভাগ্য বালক বলিতে লাগিল, "যিনি এমন দয়ালু ছিলেন—এমন দয়ালু ছিলেন। হা পরমেশ্বর! কিসে তাঁকে দোষী করিল—তাঁর কি দোষ সপ্রমাণ করিল? তিনিত কখন কাহারও উপকার ভিন্ন অপকার করেন নাই। মা! মা!"

"মহারাজ! আপনার কথাই প্রমাণ, আপনি রাণীর বিপক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতেই রাণীর প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"আমি? আমি তাঁর বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি? আমি যে তাঁর এক গাছা চুলের নিমিত্ত প্রাণ দিতে সম্মত আছি; তুমি কি বলিতেছ?"

"স্থির হউন মহারাজ। আমার কথা শ্রবণ করুন; এখন পর্য্যন্ত আপনাদের বংশের দুই এক জন জীবিত আছেন; আপনি যেমন জননীর সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন্ দিন সর্ব্বনাশ করিতে পারেন, এমন কি আপনার নিজেরও সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। অবশ্যই আপনি বিবেচনা না করিয়া কোন কোন প্রশ্নের উত্তর করিয়া থাকিবেন, আপনার সেই

উত্তর শুনিয়া পামবেরা রাণীর এই অপবাদ দিয়াছিল যে, তিনি রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত করিবার জন্য বিদেশীয় রাজগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। এই অপবাদের নিমিত্তই তাঁহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

বালরাজ এই ভয়ানক কথা গুলি যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার জন্যই এতাবৎ কাল নিশ্বাস বন্ধ করিয়াছিলেন; অনন্তর তাহার কথার শেষ হইবামাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক হতাশা জনিত স্থির স্বরে কহিলেন, "আমি কুলাঙ্গার; আমিই জননীর বধের কারণ। আজি অবধি এই মহাপাতককারী ওষ্ঠমধ্য হইতে আর একটী কথাও নিঃসৃত হইবে না।" বস্তুতঃ সেই অবধি অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত (মৃত্যুর কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) একটী কথাও তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই।

দশম অধ্যায়।

অবশিষ্ট রাজবংশীয়গণের ভাগ্যপরিণাম।

যে সময় মেরি আণ্টইনেট্ টেম্পল কারাগার হইতে কন্‌সিয়ার্জিরি কারাগৃহে আনীত হন, সেই সময় তাঁহাকে তাঁহার পুত্র ভিন্ন আরও দুইটীকে তথায় ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল; ঐ দুইটীর মধ্যে একটী তাঁহার স্বামীর ভগিনী ম্যাডাম্ এলিজে-

বেথ্ এবং অপরটী তাঁহার কন্যা মেরি টেরেসে। কারাস্থ বালিরাজের ইতিবৃত্ত বর্ণনে আরও অধিক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাঁহার আত্মজন ঐ দুইটী স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমরা কয়েকটী কথা বলি।

যাঁহার সমুদায় জীবন সুকুমার স্নেহ, সৌজন্য ও স্ত্রীজনোচিত-গৌরবের দৃষ্টান্ত স্থল ছিল, সেই মাডাম্ এলিজেবেথ্ ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের ৯ই মে পর্য্যন্ত টেম্পল কারাগৃহের একটী গহ্বর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিলেন। তাহার ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর পত্রাদি লিখন চলিতেছে, এই দোষারোপ করিয়া ঐ দিন অপরাহ্নে তাঁহাকে কন্‌সিয়ারজিরি কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল। পর দিন অপরাহ্নে তিনি বিদ্রোহী সভার সম্মুখে নীত হইলেন। নাম ও পদ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সগৌরবে উত্তর দিলেন, "আমি ফ্রান্সের এলিজেবেথ্, তোমাদের রাজার পিতৃষসা।" এই সাহস পূর্ণ প্রত্যুত্তর তাঁহার বিচারক-দিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিল এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিচারের বাধাও জন্মাইল। পরিশেষে ইহাঁর সহিত আরও ২৪টী হতভাগ্যের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। কিন্তু তাঁহাকে ঐ ২৪ জন সঙ্গীর রোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে হইয়া-ছিল। মৃত্যু কালেও তাঁহার প্রশান্ত ভাবের কিছুমাত্র বিচলন হয় নাই, ঐ সময় বিচারক বা ঘাতকগণের বিরুদ্ধে তাঁহার মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হয় নাই। এলিজেবেথ্ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি প্রীতিপ্রদ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত; কেশপাশ সুবর্ণ বর্ণ, সুনীল নয়ন বিষাদের কালিমায়

ঈষৎ কলঙ্কিত, মুখ খানি রমণীয়, দন্ত গুলি সুন্দর ও বর্ণ উজ্জ্বল শ্বেত। পবিত্রতা ও সদ্গুণাবলী তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের অলঙ্কার ছিল।

ষোড়শ লুইর কন্যা মেরি টেরেসের ভাগ্যপরিণাম তাঁহার জনক জননী বা তাঁহার ভ্রাতা বা তাঁহার পিতৃষসার ন্যায় শোচনীয় হয় নাই। তিনি ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত টেম্পল কারায় অবরুদ্ধ থাকিয়াও হতভাগ্য ভ্রাতা লুই চার্লসের দুঃখের অংশভাগিনী হইবার অনুমতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে ভ্রাতার সহিত পৃথক্ রূপে ও প্রতিক্ষণ আশঙ্কাকুলিত চিত্তে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল। রাজকুমারীর বিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া পরিশেষে বিদ্রোহী সভা, ইতি পূর্ব্বে যে কয়েক জন ফ্রান্সদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ানদিগের নিকট বন্দীকৃত ছিলেন, তাহাদের মুক্তির নিমিত্ত নিষ্ক্রয় স্বরূপ রাজকুমারীকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন। তদনুসারে তিনি ফ্রান্স হইতে ভিয়েনায় নীত হইয়া তাঁহার পিতৃব্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পিতৃব্যের অভিপ্রায়ানুসারে ডিউক্ অফ্ অঙ্গুলিমের সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। ঐ পিতৃব্যই কিছু কাল পরে ফ্রান্সের রাজা ও অষ্টাদশ লুই নামে অভিহিত হন। ফ্রান্স রাজ্যে রাজবংশের প্রতিরোপণ কালে এই রাজকুমারী জীবিত ছিলেন এবং ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্তও হইয়াছিলেন।

বিদ্রোহী সভা, রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতার গন্ধমাত্র আছে, এমন যাঁহাদিগকে পাইলেন, তাঁহাদের সমুদায়েরই

প্রাণ বিনাশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহারা ক্ষান্ত না হইয়া পরিশেষে রাজবশীয় ব্যক্তিগণের ভৃত্য ও শিক্ষক-বর্গের প্রাণ হরণ ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। যে সকল নির্দ্দোষ ও নিসহায় অবলা এই তুমুল হত্যাঝঞ্ঝায় নিহত হন, রয়েল লিউ নামক ধর্ম্মমন্দিরের আবেস্ ষোড়শ লুইর পিতৃষ্বস্-গণের শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম্ ডিস্থলাঞ্জে তাঁহাদের অন্যতম। এই স্ত্রীরত্ন ও তাঁহার পরমার্থ ভগিনীগণ এক দিনে এক সঙ্গে বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। কারাগার পরিত্যাগ কালে তাঁহারা বধ্যশকটে সমবেত তারস্বরে ধর্ম্ম সঙ্গীত আরম্ভ করি-লেন। বধ্যভূমিতেও সেই পবিত্র স্বরের বিরাম হইল না, বাদন কালে বহুস্বরা বীণার তন্ত্রী সমুদায় যদি একে একে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই বীণাধ্বনি যেমন ক্রমশঃ বিলয় পাইতে থাকে, তেমনই তাঁহাদের এক একটী মুণ্ড পতিত হইয়া সেই অমৃত নিস্যন্দিনী স্বর্গীয় একতান গীতির ক্রমশঃ পরিচ্যুতি সাধন করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে আবেস্ নিহত হইলেন। হনন কালেও তাঁহার এক মাত্র স্বর উচ্চতর গ্রাম আরোহণ করিয়া প্রেমার্দ্র গীতিকা প্রবাহে গগন প্রান্তর প্লাবিত করিতে লাগিল। সেই স্বর এক বারে নিস্তব্ধ হইল। সেটী মৃত্যুর নিস্তব্ধতা।

একাদশ অধ্যায়।

বহু দিন কারাবরোধের ফল।

কিছু কাল পরে কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুসারে সাইমন্‌কে রাজকুমারের শিক্ষকের পদ হইতে অবরোহণ করিতে হইল, কিন্তু কি কারণে সে তাহাদের বিরাগভাজন হয়, ইতিবৃত্তে তাহার সবিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক, সাইমন্ পদচ্যুত হওয়াতেও বালরাজের অবস্থার কিছু মাত্র পরিবর্ত্ত হইল না। সাইমনের ন্যায় হেবার্টকেও প্রবেশ দ্বারা টেম্পল কারাগার অপবিত্র করিতে বিরত হইতে হইল, বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে যেমন প্রায়ই একে একে স্ব স্ব মস্তক দান করিতে হইয়াছিল, হেবার্টকেও সেইরূপ আত্মকৃত প্রভূত দুষ্কিয়ার যৎসামান্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গিলোটীন্ যন্ত্রাঘাতে শিরশ্ছেদন সহ্য করিতে হয়।

ছদ্মবেশধারী সৈনিক পুরুষের কারা প্রবেশের ত্রয়োদশ মাস পরে কর্ত্তৃপক্ষ প্রেরিত তিন জন ভদ্র লোক বালরাজের তত্ত্বাবধানার্থে টেম্পলে উপস্থিত হইলেন। বালবন্দী যথাস্থলে বসিয়া পূর্ব্ববৎ তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিতেছেন তাঁহার যে মুখমণ্ডল, এক কালে অনুক্ষণ সজীবতা জ্যোতিঃ নিস্যন্দন করিত, যাহা এক্ষণে নিতান্ত শূন্য ও নিতান্ত হতপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল, ঐ তিন জন ভদ্র লোকের পাদবিক্ষেপ শব্দ

তাহাকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অবধানপর করিতে সমর্থ হইল না এবং ঈদৃশ নব দর্শক সমাগমেও তাঁহার শূন্য ভাব অপনীত হইল না। হার্মাণ্ড নামক অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক অগ্রসর হইয়া বালবন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মস্তকাবরণ উন্মোচন করিয়া হস্তে ধারণ করত কহিতে লাগিলেন, "মহাশয়! আপনার শারীরিক অসুস্থতা, ব্যায়াম পরাঙ্মুখতা, ঔষধ সেবনে বিরতি, চিকিৎসকের আগমনে অনুৎসাহ, কোন প্রশ্নের উত্তর-দানে এমন কি একটী বাক্য মাত্র ব্যয়েও নিতান্ত অনিচ্ছা শ্রবণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ভার দিয়াছেন। অতএব গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে আমরা আপনার নিমিত্ত এক জন চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি; আপনার বেড়াইবার জন্য অধিকতর স্থান দিবার অথবা যাহাতে আপনার প্রীতি হয়, সেইরূপ আমোদ প্রমোদের দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করিবার ভার আমাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, আদেশ করুন, আমরা আপনার একান্ত আজ্ঞাধীন।"

হার্মাণ্ডের বচনান্তে হতভাগ্য বালরাজ মস্তকোত্তোলন করিয়া বক্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন এবং বোধ হইয়াছিল, যেন তিনি অবহিত হইয়া তাঁহার বাক্যগুলি শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; হার্মাণ্ডের নিবেদনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ একটী কথাও মুখ মধ্য হইতে বিনির্গত হইল না।

হার্মাণ্ড পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বুঝি আমি

পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারি নাই, বুঝি আপনি আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই। আমি আপনাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, আপনার কোন প্রকার ক্রীড়ার দ্রব্য লইতে ইচ্ছা আছে কি না? পক্ষী, কুকুর, কি একটী ঘোড়া, কি দুই এক জন মনোমত বয়স্য, যাহা অভিলাষ হয় বলুন। বোধ করি, বাগানে কি বারাণ্ডায় আপনার মধ্যে মধ্যে যাইতে ইচ্ছা হয়? কোন প্রকার মিষ্টান্ন, কি একটী ভাল পোষাক, কি একটী ঘড়ি, কি এক গাছি চেইন্, ইহার মধ্যে কোন্ সামগ্রী লইতে আপনার ইচ্ছা হয়? কেবল আপনি মুখের কথা খসাইলেই হয়।"

হার্মাণ্ড বাল জন লোভনীয় ঐ সমস্ত দ্রব্যের একে একে নামোল্লেখ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বালবন্দীর চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। তিনি যত ক্ষণ ঐ সমস্ত দ্রব্যের নাম করিতেছিলেন, তত ক্ষণ তাঁহার মুখমণ্ডল সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ অনবধানতা প্রদর্শন করিতেছিল এবং যখন তাঁহার কথা সাঙ্গ হইল, তখন এরূপ ঔদাসীন্য ও বিষণ্ণ ভাবে মলিন হইয়া আসিল যে, হার্মাণ্ড আর সে দিকে নেত্রপাত করিতে না পারিয়া বিবর্ত্তিত মুখে দুঃখাবেগ সম্বরণ করিতে লাগিলেন।

অতঃপর এক জন কারারক্ষক কহিল, "মহাশয়। কুমারকে কথা কহাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আমি ত্রয়োদশ মাস এই স্থানে বাস করিতেছি, কিন্তু এক দিনও আমি উঁহাকে একটী কথাও কহিতে দেখি নাই। চামার সাইমন্ (আমি যাহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছি) আমাকে বলিয়াছিল যে, যে অবধি

আমি উহাকে জননীর বিপক্ষে এক খানি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছি, সেই অবধি উহার মুখ হইতে আর একটী কথাও নির্গত হয় নাই।"

এই নিদারুণ হৃদয় বিদারণ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দর্শকেরা বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এখনও ইহার বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু আমার কথাই জননীর মৃত্যু সাধনের দ্বার হইয়াছে,. অতএব এ পাপ মুখ দিয়া আর একটী কথাও উচ্চারণ করিব না, এই বয়সে এই রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এবং এপর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া আসিতেছে।" এদিকে বালরাজের মাধ্যাহ্নিক ভোজ্য আনীত হইল। অবলোকন মাত্র দর্শকেরা যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন; কিন্তু মনোগত ভাব অতি কৃচ্ছে মনোমধ্যেই নিহিত রাখিতে হইল। ষোড়শ লুই ও মেরি আণ্টইনেটের প্রযত্নপ্রতিপালিত পুত্রের নিমিত্ত— ফ্রান্স দেশের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত সামান্য মৃণ্ময় পাত্রে যে ভোজ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, এক জন দরিদ্র কৃষকের আহার সামগ্রীও তাহার নিকট রাজভোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

দর্শকেরা স্বতঃই বালকের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; মুখে যেন সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল "ইহাতে কি ক্ষতি? আমাকে ত মারিয়া ফেলিলেই হয়।" ফলতঃ জননীর ঘাতকদিগের হস্ত হইতে তিনি আর কি প্রত্যাশা করিতে পারিতেন? যদি তিনি কিছু আশা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হতাশ

হইতেই হইত। দর্শকেরা, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, বিদ্রোহীরা তাহার কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই। এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি যে কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাইতেন, এক্ষণে তাহারও পরিমাণ ন্যূন করিয়া দেওয়া হইল, বাতায়নের পরিসর হ্রস্ব ও লৌহময় গরাদে গুলি আরও ঘনীভূত করা হইল এবং গাত্র পরিমার্জ্জন ও বস্ত্র ক্ষালনাদি কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কারাগারের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ হইল। একটী মাত্র গরাক্ষ দ্বার দিয়া সেই ভার বহন কাতর দুর্ব্বল হস্তে এক এক কলস জল ও অতীব জঘন্য অপুষ্টিকর আহার সামগ্রী প্রক্ষিপ্ত হইত। স্বহস্তে শয্যা নাড়িবেন, এমন শক্তি নাই; অন্যেও নাড়িয়া দিবে, এমন কেহই নাই, সুতরাং বিছানার চাদর ও লেপ গুলি ছিন্ন ভিন্ন ও মলিন হইয়া দুর্দ্দশার চরম অবস্থা উপস্থিত করিল।

যদিও দুই জন প্রহরী অষ্টপ্রহর দ্বার রক্ষা করিত, তাহারা কখনই বন্দীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিত না, সুতরাং তাদৃশ নির্ম্মল মনীষাও নিভৃত বাস নিবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। জীবনের দুর্ব্বহ ভারবত্তাতেই যেন মেরুদণ্ড বক্র হইয়া পড়িল, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কলুষিত হইয়া আসিল এবং ঐ পীড়া এরূপ সত্বরে প্রবল হইয়া উঠিল যে, বিলম্ব প্রেরিত চিকিৎসকদ্বয় কিছুতেই তাহার শমতা করিতে পারিলেন না।

এক জন চিকিৎসক বালকের দুরবস্থা দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া যথোচিত পরুষ বচন প্রয়োগ করিতেছিলেন,

এমন সময় বালরাজ তাঁহাকে ইঙ্গিত দ্বারা শয্যার নিকটবর্ত্তী হইতে বলিলেন এবং অষ্টাদশ মাস পালিত মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! এত উচ্চস্বরে কথা কহিবেন না, আমি বিনয় করিতেছি, মৃদুস্বর অবলম্বন করুন, দিদী যদি শুনিতে পান যে, আমার পীড়া হইয়াছে, তাহা হইলে আমার বড়ই কষ্ট হইবে, দিদী কতই শোক করিবেন।"

দ্বাদশ অধ্যায়।

মৃত্যু।

পাঠকবর্গ। আমরা কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করিয়া আসিতেছি না; সপ্তদশ বৎসর জঘন্য কারাগারে রুদ্ধ হইয়া যে যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতে হইলে, আর রচন রচনার পারিপাট্য আবশ্যক হয় না। তবে আপনারা যদি এই অতি শোচনীয় বর্ণনার স্থানে স্থানে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে অতি বর্ণন দোষে দূষিত মনে করেন, তাহা হইলে আপনাদিগেরও দোষ নাই। সকরুণ কোমলান্তঃকরণের স্বভাবই এই যে, সহজে মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বর্ণনে বিশ্বাস করে না।

আপনারা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিবেন যে, কেহই কি ঐ দীন বন্দীকে পামর মণ্ডলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার

উপায় চিন্তা করে নাই? কেহই কি তাঁহার অবস্থা বর্ণন করিয়া জনগণের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করিবার চেষ্টা পায় নাই? কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, বাস্তবিক কেহই এরূপ চেষ্টা করে নাই। যে জাতি সর্ব্বপ্রধান, যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানালোকসম্পন্ন, ও যে জাতি সর্ব্বাপেক্ষা ভদ্র বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়া আসিত, সেই জাতীয় কয়েক জন উচ্চপদারূঢ় স্বেচ্ছাচার পাপাত্মার (যাহাদিগের স্পর্শে সেই উচ্চ পদ গুলি অপবিত্র হইয়াছিল) ভয়ে সমস্ত ব্যক্তিই ভীত ও অবনত-বদন থাকিত।

এক জন ইতিহাসবিৎ বলেন, "তৎকালে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কাহারও সাহস হয় নাই, সহস্র সহস্র ব্যক্তির কারা-বাস এবং শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ প্রত্যক্ষ করাতে সার্দ্ধ দ্বিকোটি লোকের মনে অহোরাত্র কারাগার ও হত্যাকাণ্ডই জাগরূক ছিল।" এই নিমিত্তই লুই চার্লসের দুরবস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও কেহই তাহার প্রতিবিধান করিতে সাহসী হয় নাই।

"ভয়ের শাসন*" অতিবাহিত হইল, উন্মত্ত জাতির জ্ঞান-

* বিদ্রোহ সময়ে ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হইলে, বিদ্রোহী সভা অতি নৃশংসভাবে দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হন। সাধারণ তান্ত্রের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অথবা রাজতন্ত্রের স্বপক্ষ বলিয়া কাহারও প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বিশেষরূপ প্রমাণ প্রয়োগের অথবা বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ গিলোটীন্ যন্ত্রে তাহার মস্তকচ্ছেদন সাধিত হইত। এই নিদারুণ হত্যাকাণ্ডে কত শত নিরপরাধ হতভাগ্যের প্রাণ বিনাশ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ তৎকাল প্রজাগণকে ধন, প্রাণ, মান হাতে করিয়া নিতান্ত শঙ্কাকুলিত চিত্তে থাকিতে হইত। বিদ্রোহী সভার ঐরূপ নৃশংস ও ভয়ানক শাসন সময়কে "ভয়ের শাসন"(Reign of terror) বলিত।

চক্ষু অপেক্ষাকৃত উন্মীলিত হইল, তখন বালরাজের স্বাস্থ্য-বিধানের নিমিত্ত উল্লিখিত চিকিৎসক মহাশয় প্রেরিত হন; কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—বালরাজের জীবন রক্ষার উপায় সাধনের সময় অতীত হইয়াছিল। চিকিৎসক তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে কুসুমোদ্যান সন্নিহিত একটী প্রশস্ত গৃহে লইয়া গেলেন এবং বিশুদ্ধ বায়ুর সমাগমে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সজীব হইতে দেখিয়া আহ্লাদ-ভরে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি শীঘ্রই উদ্যানে বিচরণ ও ক্রীড়াদি করিতে সমর্থ হইবে।"

বালরাজ ঈষৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, "আমি! আমি! যেখানে মা গিয়াছেন আমি সেই স্থান ভিন্ন অন্যত্র যাইব না। মা আমার কিছু আর এ পৃথিবীতে নাই।"

চিকিৎসক সান্ত্বনাশয়ে কহিলেন, "ভালই মনে করিতে হয়।"

বালরাজ ইহার প্রত্যুত্তর স্বরূপ ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু সেই হাস্যে কত শত অভ্যুদয়াশার মূলোচ্ছেদ, কত শত আনন্দের পর্য্যবসান এবং কত শত কষ্টের দীর্ঘাবস্থানের পরিচয়ই প্রদান করিল।

১৭৯৫ খৃঃ অব্দের জুন মাসের অষ্টম দিবসে বেলা দুই ঘটিকার সময় বালরাজ পার্শ্বস্থ লোকদিগকে বাতায়ন উদ্ঘাটন করিতে ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত হইল। তখন অতি কষ্টে ঊর্দ্ধদিকে নেত্র পাত করিয়া যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, এই ভাবে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মৃদুস্বরে "মা" শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রূপে দশ বর্ষ দুই মাস বয়ঃক্রম কালে সপ্ত দশ লুই, লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার অপেক্ষা পবিত্র আত্মা অমর লোকে আর প্রবেশ করে নাই।

ফ্রান্সের বাল চন্দ্রমা আজি চির দিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইল। ফ্রান্সের কমল মুকুল আজি অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইয়া গেল। হা হতভাগ্য ষোড়শ লুই! হা হতভাগিনি মেরি আন্টইনেট্। তোমাদের সেই সাধের ধন আজি কে হরণ করিয়া লইল, তোমরা আসিয়া একবার চক্ষে দেখিলে না?

সমাপ্ত।